আখেরাতের প্রেরণা

মূল

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত

হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ.

তরজমা

মাওলানা আব্দুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)

খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)

৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা- ১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

শওকে ওয়াতন সম্পর্কে
অনুবাদকের কিছু কথা ঃ

'শওক' অর্থ জয্‌বা, প্রেরণা, তড়প্‌, অনুরাগ। ওয়াতন মানে স্বদেশ, আপন বাড়ী, জন্মভূমি। এখানে ওয়াতন (অতন) বলিতে আখেরাত বা জান্নাতকে বুঝানো হইয়াছে। অতএব, 'শওকে ওয়াতন' এর অর্থ হয় ঃ আখেরাতের প্রেরণা, পরকালের প্রতি অনুরাগ বা বেহেশতের তড়প্‌।

আপনজন, আপন জায়গা, আপন সম্পদ-সম্পত্তি কিংবা আপন বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদেশ-বিভুঁইয়ে থাকিলে মনের মধ্যে নিজ দেশে, নিজ বাড়ীতে ফিরিবার জন্য আকাংখা বা প্রেরণা জাগে। দিবারাত মন ছটফট্‌ করিতে থাকে, তড়পাইতে থাকে, কখন পৌছিব নিজের ঘরে, কখন দেখিব একান্ত প্রিয়জনদিগকে।

আমাদের আসল ঠিকানা জান্নাত, আমাদের প্রকৃত প্রিয়জন আল্লাহ্‌ তাআলা। কিন্তু, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ঝামেলায় পড়িয়া আমরা অনেকে আমাদের ঠিকানাও ভুলিয়া যাই, পরমপ্রিয়জন আল্লাহ্‌কেও ভুলিয়া বসি। এ অবস্থায় প্রয়োজন হয় আমাদিগকে ভয়-ভীতি শুনাইয়া সতর্ক করার (যাহাকে এনযার ও তারহীব বলে,) কিংবা নায্‌-নেয়ামতের কথা শুনাইয়া জান্নাতের শওক-জয্‌বা ও তড়প্‌ পয়দা করার (যাহাকে তাব্‌শীর ও তারগীব বলে)। এ তারগীব বা তারহীব উভয়ের একটিই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আল্লাহভোলা বান্দাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে এবং আল্লাহ্‌কে পাইবার ও আল্লাহ্‌র পরম সান্নিধ্যে থাকিবার স্থান জান্নাতের দিকে আকৃষ্ট করা।

আল্লাহ্‌কে পাওয়া এবং জান্নাতে যাওয়ার আগ্রহ এবং আকর্ষণ যখন প্রবল হয়, তখন মন হামেশা ঐ চিন্তা-ভাবনাতেই ডুবিয়া থাকে, মজিয়া থাকে। উহার ফলে নগদ-নগদ দুইটি উপকার এইখানে বসিয়াই পাওয়া যায়। এক. আল্লাহ্‌পাকের সহজ-শক্ত প্রতিটি হুকুম পালন করা আসান ও প্রায় স্বভাবজাত হইয়া যায়। বরং প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মান্যকরণ এবং তাহাতে পূর্ণ আত্মনিয়োগ ও আত্মসমর্পণকে শান্তিদায়ক, আরামদায়ক ও মর্যাদার বলিয়া অনুভব হয়। ফলে, জীবনভর দিবারাত এ আদেশ-নিষেধ মান্যকরণের জিন্দেগীই তাহাকে জান্নাতে পৌছাইয়া দেয়, পরমপ্রিয়জন-পরমারাধ্যজনের আদর-আহ্লাদভরা মায়াময় কোলে তুলিয়া দেয়।

দুই. ক্ষণস্থায়ী এ পার্থিব জীবনে চতুর্দিক হইতে হাজারো দুঃখ-কষ্টে বেষ্টিত হইয়া গেলেও পরকালমুখী প্রেরণা তাহার সকল দুঃখ-কষ্টকে হাল্‌কা

করিয়া দেয়। বরং হাজার যাতনা-যন্ত্রণার মধ্যেও তাহাকে এক অপার্থিব শান্তি ও আনন্দ প্রদান করে। অথচ, এই ভাব ও তড়প্ না থাকিলে অন্যদের মত সে-ও নিজেকে হামেশা জাহান্নামবেষ্টিত রূপেই যেন দেখিতে পাইত।

অতএব, আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহ-আকর্ষণ, জান্নাতের প্রতি অনুরাগ ও তড়প্ শুধু পরকালের জন্যেই নয়, বরং দোনো জাহানের জন্যেই অতীব দরকারী, অতীব উপকারী এবং অত্যন্তই মঙ্গলকর।

আল্লাহ্পাক রহ্মত ও নূরে ভরিয়া দিন হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ)-এর কবরকে। মুসলমানদের প্রতি মুজাদ্দেদ সুলভ অঢেল মায়া ও সহমর্মীতা বশতঃ আলোচিত এই সম্পদই তিনি উপহার দিয়া গিয়াছেন তাঁহার এই 'শওকে ওয়াতন' (আখেরাতের প্রেরণা) কিতাবে। জান্নাতের প্রতি কী যে আগ্রহ পয়দা হয় এবং দুনিয়ার কষ্টও কতটা যে হাল্কা ও লাঘব হয়, মনোযোগ সহকারে ইহা পাঠ করিলেই তাহা খুব উপলব্ধি হইবে; ইন্শাআল্লাহ্। বস্তুতই ইহা জান্নাত ও আখেরাতের এক অনন্ত প্রেরণা।

১৪০৭ হিজরীর রমযান মাসে আমি ইহার বাংলা তরজমা করিয়া 'আখেরাতের শান্তিসওগাত' নাম দিয়া যিলহজ্জ মাসেই তাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। পাঠকবর্গের নিকট ইহা আশাতীতভাবে সমাদৃত হইয়াছে এবং অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত কপি ফুরাইয়া গিয়াছে। তারপরও পুনঃমুদ্রণের তাকাযা বরাবর আসিতেই থাকিয়াছে।

আমার মত গুনাহ্গারের প্রতি আল্লাহ্পাকের ইহা মস্ত বড় নেআমত যে, আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ও রূহানী মুরব্বী আরেফে-কামেল হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব (র.) এবং আমার মহামান্য মোর্শেদ আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেব (দাঃ বাঃ) এর তর্বিয়ত, দোআ ও নেগ্রানীর অধীনে আল্লাহ্পাক এ অধমকে দ্বীনের যৎকিঞ্চিৎ খেদমতের তওফীক দিতেছেন। দয়াময় আল্লাহ্ আমার আসাতেযায়ে কেরাম, রূহানী মুরব্বীগণ ও তাঁহাদের বংশধরকে দোজাহানের কল্যাণ ও সুউচ্চ মর্যাদা নসীব করুন। তাঁহাদের সহিত এ অধমকে, ইহার বংশধরকে এবং দোস্ত-আহ্বাবকেও অনুরূপ কবূল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ আবদুল মতীন বিন হুসাইন
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ
৪৪/৬ ঢালকা নগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা- ১২০৪

২৬ রজব ১৪১২ হিঃ
১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ ইং

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)-এর

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بَشَّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِرِضَائِهٖ وَسَلّٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِوَعْدِ لِقَائِهٖ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدِنِ الْحَبِيْبِ الْمَحْبُوْبِ الَّذِىْ هُوَ وُصْلَةٌ بَيْنَ الرَّبِّ وَالْمَرْبُوْبِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَالْفَائِزِيْنَ بِالْمَطْلَبِ الْاَقْصٰى وَالْمَقْصَدِ الْاَسْنٰى

সকল তা'রীফ ও গুণগান মহান আল্লাহ্ তাআলার যিনি ঈমানদারগণকে আপন সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়াছেন; তাঁহার প্রেমিককুলকে আপন দীদার দানের প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। দরূদ ও সালাম আল্লাহর হাবীব, আমাদের পরম প্রিয়, 'প্রতিপালক ও তাঁহার বান্দার মধ্যকার বন্ধন' হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর প্রতি, তাঁহার আওলাদ-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি এবং জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও দীপ্ত মনযিলে-মাক্সূদ লাভে সফলকাম বান্দাগণের প্রতি।

আনুমানিক বছর তিনেক আগে আমাদের মুজাফ্ফর নগর জিলা মারাত্মকভাবে প্লেগের শিকার হইয়া পড়ে। উক্ত জিলাধীন আমাদের থানাভবন এলাকাও উহার ছোবল হইতে রেহাই পায় নাই। সর্বসাধারণ প্লেগের তীব্র আক্রমণ ও ব্যাপ্তির দরুন এতই হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহ কেহ নিজের বস্তি ছাড়িয়া সরিয়া পড়িল, কেহবা পলায়নোদ্যত হইয়া পেরেশানীর মধ্যে কাটাইতেছিল। কেহবা আতংকগ্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্ব স্ব স্থানে পড়িয়া রহিল। কী যে এক করুণ অবস্থা ও অবর্ণনীয় দৃশ্য বিরাজমান ছিল! যেহেতু পবিত্র ইসলামী শরীঅত সকল দুঃখ-কষ্ট ও আত্মার সর্বরকম ব্যাধির চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে; আর এই মানসিক যাতনাবোধের মূল কারণ হইল ছবর ও ধৈর্যের অভাব, আল্লাহ্র উপর ভরসায় দুর্বলতা, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি অসন্তোষ ও ইয়াকীনের অনুপস্থিতি।

আবার এই সবেরই গোড়া হইতেছে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, আখেরাতের প্রতি অনাকর্ষণ বা আগ্রহ-আসক্তির কমি। আর ইহা সর্বজনবিদিত সত্য যে, যে-কোন রোগের চিকিৎসার সার্থকতা নির্ভর করে 'সেই রোগের উপসর্গ চিহ্নিত করিয়া উহাকে নির্মূল করিয়া দেওয়ার উপর'। যেমন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

"দুনিয়ার মোহ-মায়া সকল গুনাহের মূল কারণ।"

অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ

"সকল সুখ-স্বাদ ও আনন্দের ধ্বংসসাধনকারী মউতের কথা বেশী বেশী স্মরণ কর।"

ইহার গূঢ় রহস্য তাহাই যাহা আমরা বর্ণনা করিয়াছি। (অর্থাৎ প্রথম হাদীসে গুনাহের মূল উপসর্গ চিহ্নিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় হাদীসে সেই উপসর্গ তথা দুনিয়ার মোহ-মায়া নির্মূল করিবার পন্থা বর্ণিত হইয়াছে।) তাই, এই সবকিছুর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া আমি উদ্ভূত পরিস্থিতির এস্‌লাহ্ ও সংশোধনে ব্রতী হইলাম। এই এসলাহী অভিযানে চিকিৎসা শাস্ত্রের উক্ত ফর্মুলার অনুসরণে ওয়ায-নসীহতের জলসা সমূহে আখেরাতের অনন্ত সুখ-শান্তি ও নেয়ামতের প্রতি আকর্ষিত ও উৎসাহিত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলাম। যাহার ফলে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ও আরাম-আয়েশের প্রতি আপনাতেই অনাসক্তি ও অনাকর্ষণ জাগরিত হওয়াই প্রত্যাশিত ছিল।

বয়ানের মাধ্যমে এই কথাও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আখেরাতের অনন্ত সুখ ও অফুরন্ত নেআমত সমূহ লাভের জন্য মৃত্যুই একমাত্র পথ বা মাধ্যম। অতএব, মৃত্যুও মস্তবড় নেআমত। আখেরাতের নেআমত সমূহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া কবর, কিয়ামত, বেহেশতের অবস্থাদি এবং এসব ক্ষেত্রে ঈমানদারদের জন্য প্রদত্ত সুসংবাদ সমূহের কথাও বর্ণনা করিয়াছি। বিভিন্ন রোগ-শোক, বালা-মুসীবত, দুঃখ-কষ্ট, বিশেষতঃ প্লেগ সম্পর্কিত ফযীলত, ইহাদের প্রতিফল স্বরূপ আখেরাতের সওয়াব ও পুরস্কার, আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য, আল্লাহর মাকবূল ও প্রীতিভাজন হওয়ার যে-সকল প্রতিশ্রুতি কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে ওয়াযের মাধ্যমে তুলিয়া ধরিয়াছি। ফলে, দিশাহারা, হতাশাগ্রস্ত মানুষদিগের মধ্যে ইহার সুস্পষ্ট প্রভাব ও যথার্থ উপকারিতা লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রোতামণ্ডলীকে

আশান্বিত, পুলকিত এবং প্রশান্তিময় দেখিতে পাইয়াছি। মাওলার ইচ্ছায় তাহাদের সকল দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। লোকেরা কম-বেশী মৃত্যুর প্রতি আসক্ত হইয়া উঠিয়াছে; মৃত্যুকে পসন্দ করিতে ও অন্তর দিয়া ভালবাসিতে শুরু করিয়াছে।

হাদীস সমূহের এই আলোচনা ও ওয়ায-নসীহতের বিরাট তাছীর ও সুফল স্বচক্ষে অবলোকন করার পর খেয়াল জাগিল যে, কয়েক বছর যাবত হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গায় উপর্যুপরি প্লেগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হইতেছে। কে জানে, আরও কতদিন পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকিবে। এতদ্ভিন্ন যেখানেই প্লেগ-মহামারি ইত্যাদির আক্রমণ শুরু হয় সেখানে অধিকাংশ জনগণই এই ধরনের হয়রানি, পেরেশানী ও আতংকের শিকার হইয়া পড়ে। ফলে, ছবর ও তাওয়াক্কুল প্রভৃতি করণীয় সমূহ লংঘিত হওয়ার পরিণামে আখেরাতের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। উপরন্তু, জিন্দেগীও অশান্তিতে ভরিয়া উঠে। তাই সর্বস্থানের সর্বশ্রেণীর মানুষই এই শক্তিশালী রূহানী চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্রের মুখাপেক্ষী। অতএব, এই কথাগুলি যদি লিখিতভাবে অন্যান্য জায়গাতেও পৌঁছিয়া যায়, তবে আশা করি আল্লাহ্‌পাকের রহমতে ইহার দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদের মত তাহারাও সমান উপকৃত হইবে। এই উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়গুলিকে লিখিত রূপ দানের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিলাম। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পেশকৃত বক্তব্য সমূহকে লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, সেই বিক্ষিপ্ত বিস্তারিত বক্তব্য সমূহকে হুবহু সন্নিবেশিত করা কোন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তাই স্থির করিলাম যে, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) রচিত 'শরহুছ্‌ছুদূর' নামক কিতাব হইতে এই বিষয়ের হাদীস সমূহ চয়ন করিয়া তাহার সহজবোধ্য তরজমা করিয়া দিব। কারণ, ইহা আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য যথার্থ হইবে।

আমি উক্ত কিতাব হইতে ত্রিশখানা হাদীস বাছাই করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে এক বন্ধুর মাধ্যমে মিসর হইতে প্রকাশিত উহার একটি কপি হস্তগত হইল। উহার টীকায় স্বয়ং জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ)-এর 'বুশরাল্-কায়ীব' নামক একটি পুস্তিকাও সংযোজিত ছিল। উহাতে মৃত্যু-উত্তর কালের বিভিন্ন প্রকার সুসংবাদ সম্পর্কিত হাদীস সমূহই স্থান পাইয়াছে। তাই শরহুছ্-ছুদূর হইতে ধারাবাহিক হাদীস সংকলনের পরিবর্তে ইহার উল্লেখযোগ্য অংশের তরজমা করিয়া দেওয়াকেই শ্রেয় ও উদ্দেশ্যের জন্য অধিক অনুকূল মনে করিয়া অবশেষে তাহাই করিলাম। অবশ্য, প্রয়োজন বশতঃ কোথাও কোথাও কোন বিষয়ের ব্যাখ্যায়, সমর্থনে বা পরিপূরক হিসাবে অন্যান্য কিতাবাদি হইতেও সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

স্মর্তব্য যে, যেসব ক্ষেত্রে অন্যান্য কিতাবের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে সেখানে উক্ত কিতাবের নামও উল্লেখিত হইয়াছে। আর যে-স্থানে কোন কিতাবের নাম উল্লেখিত হয় নাই উহাকে 'বুশ্‌রাল্‌-কায়ীব' হইতে সংগৃহীত মনে করিবে। আর 'শওকে ওয়াতন' (আসল বাসস্থানের তড়প্‌ বা আখেরাতের প্রেরণা) নামে অত্র কিতাবের নামকরণ করিয়াছি। এই নাম এজন্য মনোপূত হইয়াছে যে, আমাদের 'আসল ঠিকানা' হিসাবে আখেরাত অবশ্যই পরমপ্রিয় ও আকাংখণীয় বস্তু; যদিও দুনিয়ার মোহ ও ঔদাসীন্যের দরুন আমরা তাহা বিস্তৃত হইয়া গিয়াছি। অত্র কিতাবে সেই গাফ্‌লত ও ঔদাসীন্যকে দূরীভূত করণার্থে আসল বাসস্থানের ও 'আসল ঘরের' প্রতি উদ্বুদ্ধ, উৎসাহিত ও আকর্ষিত করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের ভরসায় আশা করি যে, এই ধরনের ভয়-ভীতি ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে অত্র কিতাবখানা পাঠ বা শ্রবণ করিলে অথবা ছোট-বড় জনসমাবেশে পড়িয়া শুনানো হইলে ইনশাআল্লাহ্‌ ইহার বদৌলতে শোক-দুঃখ আনন্দহিল্লোলে, ভয়-আতংক চিত্তসুখে, পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা প্রশান্তি ও সান্ত্বনায় রূপান্তরিত হইবে।

কিতাবটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। তরজমার সাথে সাথে মূল আরবী হাদীসও উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে উত্তম ও নিরাপদ রাস্তা। ইহা ভিন্ন 'নবীর ভাষার' বরকত লাভও ইহার অন্যতম লক্ষ্য। হাদীসের তরজমা ছাড়া অতিরিক্ত কোন কথা লেখার দরকার হইলে উহার শুরুতে 'ফায়দা' শব্দটি সংযুক্ত হইয়াছে।

আল্লাহ্‌পাক আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করুন। কিতাবখানাকে 'আখেরাতের অনুরাগ' বৃদ্ধির উপকরণ হিসাবে কবূল করুন। আখেরাতের প্রতি আসক্তি বর্ধনের সাথে সাথে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণেরও তওফীক দিন। তওফীক দানের পর আপন সান্নিধ্য এবং মাক্‌বূলিয়তও দান করুন। আমীন।

(মাওলানা) আশরাফ আলী থানবী (রঃ)

সংযোজকের কথা ঃ অত্র কিতাবের সংযোজক অধম মুহাম্মদ মুস্তফার আরয, লেখকের বিভিন্ন উপদেশমূলক কিতাবাদি হইতে মনের বিবিধ দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা দূর করিয়া আখেরাতের অনুরাগ বাড়ানো সম্পর্কিত কতিপয় অমোঘ বাণী অত্র কিতাবের শেষে সংযোজন করা হইল। যথাস্থানে উহার মূল উৎসেরও উদ্ধৃতি দেওয়া হইবে।

-(আল্লামা) মুহাম্মদ মুস্তফা বিজনোরী
(হযরত থানবীর বিশিষ্ট খলীফা)

শওকে ওয়াতন ঃ আখেরাতের প্রেরণা

অধ্যায় ঃ ১
রোগ-শোক ও বিপদ-আপদের সওয়াব

বিভিন্ন কষ্ট ও পেরেশানী পাপের কাফ্‌ফারা ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا يُصِيْبُ لِمُسْلِمٍ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا اَذًى وَلَا غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا خَطَايَاهُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

অর্থ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, একজন মুসলমান ক্লান্তি-শ্রান্তি, কষ্ট-ক্লেশ, চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-বেদনা প্রভৃতি যেকোন কষ্ট-তক্‌লীফে পতিত হয় কিংবা যেকোন ব্যথায় ব্যথিত হয়, এমনকি একটি কাঁটাও যদি বিদ্ধ হয়, তবে আল্লাহ্‌পাক উহাকে তাহার গুনাহ্‌ সমূহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ গণ্য করেন। (গুনাহ্‌ মাফ করিয়া তদস্থলে নেকীও দান করেন।) -ইহা বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীস।

জ্বরে গুনাহ্‌ ঝরে ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاُمِّ السَّائِبِ : لَا تَسُبِّى الْحُمّٰى فَاِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ ـ رواه مسلم. مشكوة

অর্থ ঃ হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বর্ণনা করেন যে, রাসূলে-কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম উম্মুছ-ছায়েবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, জ্বরকে ভর্ৎসনা করিওনা। কারণ, জ্বর আদম-সন্তানের গুনাহ্‌ সমূহ মুছিয়া ফেলে, যেভাবে কর্মকারের যাঁতা লৌহকে জংমুক্ত ও পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। -হাদীসটি মুসলিম শরীফের।

অন্ধত্বের পুরস্কার জান্নাত ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى : اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ، يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ . رواه البخارى . مشكوة

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি নিজে রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর যবানে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্‌পাক বলেন, আমি যখন আমার বান্দার পরম আদরের চক্ষু-যুগলে মুসীবত দিয়া তাহাকে পরীক্ষা করি (অর্থাৎ তাহাকে অন্ধ করিয়া দেই) আর সে তখন মনে-মুখে কোন প্রকার আপত্তি না তুলিয়া বরং ছবর ও ধৈর্য্য অবলম্বন করে, তবে ঐ চক্ষুদ্বয়ের বিনিময়ে নিশ্চয় আমি তাহাকে বেহেশত প্রদান করিব। –হাদীসটি বোখারী শরীফের।

অসুস্থের আমলনামায় সুস্থকালীন আমলের ছাওয়াব ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُ بِبَلَاءٍ فِيْ جَسَدِهٖ قِيْلَ لِلْمَلَكِ : اُكْتُبْ لَهٗ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ فَاِنْ شَفَاهُ غَسَلَهٗ وَطَهَّرَهٗ وَاِنْ قَبَضَهٗ غَفَرَلَهٗ وَرَحِمَهٗ رواه فى شرح السنة . مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আনাছ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মুসলমান যদি শারীরিক কোন রোগে-শোকে, বিপদাপদে আক্রান্ত হয়, তখন আমল-লেখক ফেরেশতাকে হুকুম করা হয় যে, এই অসুস্থ বান্দা সুস্থ থাকা কালে যাহা-কিছু নেক আমল করিত এখনও তাহার ঐ সকল নেক্ আমলের সওয়াব লিখিয়া যাইতে থাক। অতঃপর আল্লাহ্‌পাক যদি তাহাকে নিরাময় দান করেন তবে তাহার সমূহ গুনাহ-কসূর ধুইয়া-মুছিয়া তাহাকে একেবারে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করিয়া দেন। আর যদি মৃত্যু দান করেন তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার প্রতি রহমত ও দয়া করিয়া থাকেন। –হাদীসটি শরহুছ-ছুন্নাহ্ হইতে গৃহীত।

আপন বানানোর অগ্রিম ফয়সালা ও উহার ব্যবস্থাপনা ঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِنِ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهٖ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ فِيْ جَسَدِهٖ اَوْ فِيْ مَالِهٖ اَوْ فِيْ وَلَدِهٖ ثُمَّ صَبَّرَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ . رواه احمد وابوداود . مشكوة

অর্থ ঃ মুহাম্মদ বিন খালেদ তাঁহার পিতার বরাতে স্বীয় পিতামহের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে-মাকবূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যদি পূর্বাহ্নেই এমন কোন মর্তবা নির্ধারিত হইয়া থাকে যাহা সে নিজের আমল দ্বারা অর্জন করিতে পারিল না, আল্লাহ্‌পাক তাহাকে সেই মর্তবায় পৌঁছাইবার জন্য তাহার দেহ, ধন-সম্পদ অথবা তাহার সন্তানাদিকে বালা-মুসীবতগ্রস্ত করেন এবং তাহাকে ছবর অবলম্বনের তওফীকও দান করেন। এইভাবে তাহাকে সেই মর্তবার অধিকারী করিয়া দেন যাহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহার জন্য পূর্বেই নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। –হাদীসটি মুসনাদে-আহমদ ও আবু দাউদ শরীফে উল্লেখিত আছে।

হাশর দিবসে পার্থিব দুঃখ-কষ্টের পুরস্কার ও মর্যাদা দেখিয়া আক্ষেপ ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوَدُّ اَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْطٰى اَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ اَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِى الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ . رواه الترمذى . مشكوة

অর্থ ঃ হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন ঃ কিয়ামত দিবসে পৃথিবীর সুস্থ-নিরোগ-নিরাপদ

মানুষেরা দুনিয়ার জীবনে নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসীবত ভোগকারীদিগকে পুরস্কৃত হইতে দেখিয়া বাসনা করিবে যে, আহা! দুনিয়ার জীবনে আমাদের শরীরের চামড়াগুলিও যদি কাঁচি দ্বারা ফাড়িয়া-চিড়িয়া ফেলা হইত! (তবে ত আমরাও আজ অনুরূপ সওয়াব ও অকল্পনীয় পুরস্কার লাভে ধন্য হইতে পারিতাম!)

–তিরমিযী শরীফ, মেশকাত শরীফ।

পেরেশানী দিয়া নূরানী বানায় ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا كَثُرَتْ ذُنُوْبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ . رواه احمد . مشكوة

অর্থ ঃ আম্মাজান হযরত আয়েশা-সিদ্দীকাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বর্ণনা করেন, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যখন বান্দার গুনাহের মাত্রা বাড়িয়া যায় আর তাহার নিকট এমন কোন আমল না থাকে যাহাকে কাফ্ফারা স্বরূপ গণ্য করিয়া ঐ বান্দাকে গুনাহের দাগমুক্ত করা যায়, আল্লাহ্পাক তখন তাহাকে কোন প্রকার চিন্তা-পেরেশানীতে নিক্ষেপ করেন। এবং ইহাকে উছিলা বানাইয়া বান্দার গুনাহ্ সমূহের কাফ্ফারার ব্যবস্থা করেন। –হাদীসটি মুসনাদে আহ্মদের।

অধ্যায় ঃ ২

প্লেগ, অতিসার প্রভৃতির ফযীলত

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ كُلِّ مُسْلِمٍ . متفق عليه . مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আনাছ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, প্লেগে আক্রান্ত প্রত্যেক মুসলমান শহীদের মর্তবা প্রাপ্ত হয়। –ইহা বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস।

খোদার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ৫ প্রকার শহীদ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . متفق عليه

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ শহীদ পাঁচ প্রকারঃ (১) যে প্লেগ বা মহামারীতে আক্রান্ত, (২) পেটের পীড়াগ্রস্ত (যেমন কলেরা, অতিসার, জলোদরী রোগাক্রান্ত), (৩) পানিতে ডুবিয়া যাওয়া ব্যক্তি। (৪) ঘর বা দেওয়ালচাপা পড়া মানুষ (অর্থাৎ যাহারা উপরোক্ত কোন মুসীবতে মৃত্যু বরণ করিয়াছে।) (৫) এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করিয়া শাহাদত বরণকারী। –ইহা বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস।

(ত্বাউন অর্থ প্লেগ ও মহামারী– যেই রোগে ব্যাপকভাবে মৃত্যু ঘটে। –লোমআত।)

প্লেগ-মহামারী কালীন স্ব-স্থানে অবস্থানের ছাওয়াব ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاَنَّ اللّٰهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهٖ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُهُ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ . رواه البخارى . مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা-সিদ্দীকাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর নিকট 'প্লেগ ও মহামারী' সম্পর্কে

জানিতে চাহিলে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ্পাক ইহাকে কাহারো জন্য আযাব স্বরূপ প্রেরণ করেন। অর্থাৎ কাফের-মোশরেকদের জন্য। কিন্তু ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ্পাক ইহাকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি প্লেগ-মহামারীর আক্রমণের পরিস্থিতিতে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের আশায় নির্দ্বিধায়-নিঃসংকোচে এই বিশ্বাস নিয়া আপন বস্তিতে অবস্থান করিবে যে, হইবে ত তাহাই যাহা আল্লাহ্পাক তকদীরে লিখিয়াছেন, সে ব্যক্তি শহীদের সমান সওয়াব প্রাপ্ত হইবে। –বোখারী শরীফ।

ফায়দা ঃ এখানে স্মর্তব্য যে, এই হাদীসে বর্ণিত সওয়াবের জন্য প্লেগে মৃত্যু বরণ শর্ত নহে বরং প্লেগের ভয়ে স্থানান্তরিত না হইয়া শুধু স্ব-স্থানে অবস্থানের জন্যই এই সওয়াবের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। মৃত্যু বরণের সওয়াব ও ফযীলত একটি পৃথক নেয়ামত।

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْفَارُّ مِنَ الطَّاعُوْنِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ وَالصَّابِرُ فِيْهِ لَهٗ اَجْرُ شَهِيْدٍ ـ رواه احمد ـ مشكوة

অর্থ ঃ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, প্লেগ-মহামারীর ভয়ে পলায়নকারী জেহাদের ময়দান হইতে পলায়নকারীর সমান অপরাধী। আর সেই পরিস্থিতিতে দৃঢ়পদে স্ব-স্থানে অবস্থানকারী শহীদের সমান সওয়াবের অধিকারী। –মুসনাদে আহ্মাদ।

ফায়দা ঃ বর্ণিত হাদীসটির বাক্যদ্বয় হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, প্লেগ বা মহামারীর সময় ঘরে বসিয়া-বসিয়াই জেহাদের সওয়াব অর্জিত হয়। আর জেহাদ হইল সমস্ত আমলের শ্রেষ্ঠ আমল।

عَنْ عَلِيْمٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِىْ عَبْسٍ الْغِفَارِيِّ عَلٰى سَطْحٍ فَرَاٰى قَوْمًا يَتَحَمَّلُوْنَ مِنَ الطَّاعُوْنِ ـ قَالَ : يَاطَاعُوْنُ خُذْنِىْ اِلَيْكَ ـ ثَلٰثًا ـ الحديث ـ رواه ابن عبد البر والمروزى والطبرانى ـ شرح الصدور

অর্থ ঃ আলীম কিন্দী (রঃ) বলেন, একদা আমি আবু আব্ছ গিফারী (রাঃ)-এর সাথে কোন এক গৃহের ছাদের উপর অবস্থান করিতেছিলাম। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একদল লোক প্লেগের দরুন শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তিনি তখন বলিয়া উঠিলেন, হে প্লেগ! তুমি আমাকে লইয়া যাও, আমাকে লইয়া যাও, আমাকে লইয়া যাও। এভাবে তিনবার বলিলেন।
–ইবনে আবদুল বার্র, ত্বাবরানী, শরহুছ-ছুদূর

অধ্যায় ঃ ৩

হায়াত অপেক্ষা মউতের মহব্বত ও মর্তবা

মৃত্যু মোমেনের তোহ্ফা ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلْمَوْتُ ـ اخرجه ابن المبارك وابن ابى الدر دا ٠ والطبرانى والحاكم

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মউত ঈমানদারদিগের জন্য তোহ্ফা বা উপঢৌকন। –ত্বাবরানী, হাকেম

عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَكْرَهُ اِبْنُ اٰدَمَ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهٗ مِنَ الْفِتْنَةِ ـ اخرجه احمد وسعيد بن منصور

অর্থ ঃ হযরত মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, আদমসন্তান মৃত্যুকে নাপছন্দ করে, অথচ দুনিয়ার ফেতনা তথা দ্বীন-ঈমানের ক্ষতিকর পরিস্থিতি অপেক্ষা মৃত্যুই তাহার জন্য উত্তম। –মুসনাদে আহমদ

ফায়দাঃ

অর্থাৎ মৃত্যু দ্বারা অন্ততঃপক্ষে এইটুকু লাভ ত অবশ্যই হয় যে, ইহার পর দ্বীনের কোনরূপ ক্ষতির কোন আশংকাই আর থাকে না। জীবদ্দশায় এই আশংকা সর্বদাই বিদ্যমান; বিশেষতঃ ক্ষতির আসবাব ও নানাহ উপকরণ-উপসর্গও যখন বর্তমান। আল্লাহ্ আমাদিগকে হেফাযত করুন।

দুনিয়া মোমেনের জেলখানা ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ فَاِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ . اخرجه ابن المبارك والطبرانى

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলে মাকবূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা ও অভাব-অনটনের জায়গা। (এখানে শান্তি ও শান্তির উপকরণ উভয়েরই বড় সংকট।) যখন যে দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করে, সে কারাগার ও দুর্ভিক্ষ উভয় হইতেই মুক্তি লাভ করে। (কারণ, আখেরাতে শান্তি ও শান্তির যাবতীয় উপায়-উপকরণ অনন্ত-অফুরন্ত ভাবে মিলিবে।) -ইবনুল মুবারক, ত্বাবরানী

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ اَخْرَجَهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ .

অর্থ ঃ হযরত আনাছ্ (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মৃত্যু প্রত্যেক মুসলিমের গুনাহের কাফ্ফারা। (মৃত্যু যাতনার ফলে তাহার গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। মৃত্যুকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে কাহারো আংশিক ও কাহারো সম্পূর্ণ গুনাহ্ই মাফ হইয়া যায়।) -আবূ নুআইম

বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বিশেষ দোআ ও বিশেষ উপদেশঃ

عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ اِلٰى مَنْ يَعْلَمُ اَنِّىْ رَسُوْلُكَ . اخرج الطبرانى

অর্থ ঃ হযরত আবূ মালেক আশ্‌আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দোআ করিয়াছেন যে, হে আল্লাহ! যে আমাকে রাসূল বলিয়া বিশ্বাস রাখে, মৃত্যুকে তুমি তাহার জন্য 'পরম প্রিয়' বানাইয়া দাও। -ত্বাবরানী

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : اِنْ حَفِظْتَ وَصِيَّتِىْ فَلَا يَكُوْنُ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ . اخرجه الاصبهانى

অর্থ ঃ হযরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি যদি আমার একটি অমূল্য উপদেশ সযত্নে স্মরণ রাখ, তবে মৃত্যুর চেয়ে অধিক প্রিয় তোমার আর কিছুই হওয়া উচিত নহে। -আল-ইস্‌বাহানী

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا شَبَّهْتُ خُرُوْجَ ابْنِ اٰدَمَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا كَمَثَلِ خُرُوْجِ الصَّبِىِّ مِنْ بُطْنِ اُمِّهِ . اخرجه الحكيم الترمذى

অর্থ ঃ হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, আদম-সন্তান যে দুনিয়া হইতে আখেরাতের পথে যাত্রা করে, আমি তো উহাকে মায়ের গর্ভ হইতে সন্তানের বহির্গমনের সঙ্গেই তুলনা করি। -হাকীম তিরমিযী

প্রসব হইবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন সংকীর্ণ গর্ভাশয়কে সে বিরাট সুখের স্থান ভাবিতেছিল। অতঃপর যখন দুনিয়ার বিশালতা, প্রশস্ততা ও আরাম-আয়েশ দেখিতে পায় তখন সেই গর্ভাশয়ে ফিরিয়া যাইতে কিছুতেই রাযী হয় না। ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়া হইতে আখেরাতের পথে গমন করিতে যদিও মন ঘাবড়াইয়া যায়, ভীতি অনুভব হয়, কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পর আবার দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতে কেহই রাজী হইবে না। (উল্লেখিত হাদীসটির যে মর্ম পেশ করা হইল, ইবনু আবিদ-দুনিয়া এই ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি মারফূ' হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন)।

ফায়দা ঃ

এখানে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রথম প্রশ্ন, উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, হায়াত অপেক্ষা মউতই শ্রেয়, জীবনের চেয়ে মরণই মঙ্গলময়। অথচ, কোন কোন হাদীসে ইহার বিল্‌কুল বিপরীতে মৃত্যু অপেক্ষা জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ বলা হইয়াছে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহই মৃত্যু কামনা করিবে না। কারণ, যদি সে নেক্‌কার হয় তবে হায়াত বেশি হইলে তাহার নেকীর পরিমাণও বাড়িয়া যাইবে। আর যদি গুনাহ্‌গার হইয়া থাকে, তবে তওবা করিবার তওফীক নসীব হইতে পারে।" ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, মউতের চেয়ে হায়াতই উত্তম।

প্রশ্নটির জবাব এই যে, লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, উভয় হাদীসের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। বরং প্রত্যেকটির প্রেক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, নেকী উপার্জন করা, নেকী বৃদ্ধি করা ও নাফরমানী হইতে তওবা করার উপাযোগী জায়গা হইতেছে এই দুনিয়া। মরিয়া গেলে না তাহার প্রত্যাশিত নেকী উপার্জিত হইবে, না তওবা করিবার মত কোন অবকাশ থাকিবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে মরণের চেয়ে জীবনই কাম্য।

অন্যদিকে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবন, মাত্র কয়েক দিনের জিন্দেগী। দুনিয়াটা বস্তুতঃ মাতৃগর্ভের মতই সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছাদিত। আবার গর্ভাশয়ের তুলনায় দুনিয়া যেমন বিশাল, প্রশস্ত ও শান্তিময়, তেমনি দুনিয়ার মোকাবিলায় আখেরাত কত প্রশস্ত, সুবিশাল ও অনাবিল শান্তিনিকেতন। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে মউতকেই প্রাধান্য দান করা উচিত। কারণ, ইহজগতের সংকীর্ণ ও তমসাপূর্ণ এই ঘর হইতে মুক্ত হইয়া আখেরাতের সুবিশাল ও অনন্ত শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করার নিমিত্ত মৃত্যু ভিন্ন আর কোন পথ নাই। আর "আখেরাত যে দুনিয়া অপেক্ষা অনেক অনেক উত্তম এবং দুনিয়া তাহার সম্মুখে কিছুই নহে"– ইহা কোন সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার নহে। বরং ইহা আখেরাতের সত্তাগত চিরন্তন গুণ, চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য। আর অস্থায়ী, অস্বকীয় ও নশ্বরের উপর স্বকীয়, চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগণ্যতা তো সুস্পষ্ট বিষয়। যাক, এই জবাব দ্বারা হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক দৃশ্যতঃ বৈপরীত্বের অবসান হইল এবং

ইহাও পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হইল যে, হায়াত ও মউতকে সমান সমান বলা যায় না বরং বস্তুতঃই মউত হায়াত অপেক্ষা শ্রেয় ও অগ্রগণ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, হাদীসে মৃত্যু কামনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তাই মৃত্যু যদি বাঞ্ছনীয় কিছু হইত, তাহা হইলে তাহা কামনা করিতে নিষেধই বা কেন করা হইবে? ইহার উত্তর এই যে, নিষেধকারী হাদীসটিতে ইহাও উল্লেখ আছে– مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ أَوْ نَزَلَ بِهِ

অর্থাৎ 'আপতিত জাগতিক কোন দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসিবত বা জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হইয়া মৃত্যু কামনা করিওনা।' কারণ, তাহা আল্লাহ্‌র ফয়সালার প্রতি তোমার অসন্তুষ্টির ইঙ্গিত বহন করে। ইহার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, জাগতিক কষ্ট-ক্লেশের চাপ ছাড়া শুধুমাত্র আখেরাতের মহব্বতে, আল্লাহপাকের দীদার লাভের মহব্বতে অথবা জগতের দ্বীন-বিধ্বংসী ফেতনা-ফাসাদ ও পাপাচার হইতে মুক্তি লাভের মানসেই যদি মৃত্যু কামনা করা হয়, তবে তাহা অবৈধ বা নিষিদ্ধ কিছুতেই নহে। আরও একটি উত্তর দেওয়া হইয়াছে 'আয়ূবৃদ্ধির বিশ্লেষণ' প্রসঙ্গে।

অধ্যায় ঃ ৪

ঈমানদার বিশেষের মৃত্যু-যন্ত্রণার তীব্রতা এবং উহার সুফল

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَعْمَلُ الْخَطِيْئَةَ فَيُشَدَّدُ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِيُكَفِّرَهَا بِهَا عَنْهُ وَاِنَّ الْكَافِرَ لَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَيُسَهَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِيُجْزٰى بِهَا . اخرجه الطبرانى وابونعيم . شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, ঈমানদার ব্যক্তির দ্বারা কখনও কোন গুনাহ্ সংঘটিত হইয়া যায়। ফলে, ঐ গুনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ

মৃত্যুকালে জান-কবযের সময় তাহার সহিত কঠোরতা করা হয়। কখনও আবার কাফেরও কোন ভাল কাজ করিয়া বসে। তাই তাহার সুকর্মের প্রতিদান স্বরূপ মৃত্যুকালে খুব সহজে তাহার জান কবয করা হয়। –ত্বাবরানী, আবূ নুআইম।

ফায়দা ঃ

ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, মৃত্যুকালের কষ্টও কোন 'খারাপ লক্ষণ' নহে এবং কোনরূপ কষ্ট না হওয়াও কোন 'শুভ লক্ষণ' নহে। অতএব, ইতিপূর্বে মৃত্যুকে যে প্রিয় ও বাঞ্ছনীয় বলা হইয়াছে, মৃত্যুর কষ্টের দিকে নজর করিয়া সেই বাঞ্ছনীয়তার ব্যাপারে সংশয় পোষণ করা উচিত নহে। কারণ, এই কষ্টও কোন ভালাইর জন্যই। (এই বিষয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত (রঃ)-এর 'তাকত্বীতুছ্-ছামারাত ফী-তাখ্‌ফীফিছ্-ছাকারাত' পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।)

অধ্যায় ঃ ৫

মৃত্যুলগ্নে মু'মিন ব্যক্তির ইয্‌যত ও সুসংবাদ

মৃত্যুকালে বেহেশতের কাফন, বেহেশতী পোশাক বেহেশতী খোশবু ও বিছানা ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ فِى انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَاِقْبَالٍ مِنَ الْاٰخِرَةِ نَزَلَ اِلَيْهِ مَلٰئِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيْضُ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ اَكْفَانٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَحَنُوْطٌ مِنْ حَنُوْطِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَجْلِسُوْا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ الْمَوْتِ يَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهٖ فَيَقُوْلُ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اُخْرُجِيْ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ فَتَخْرُجُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ وَاِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ غَيْرَ ذٰلِكَ

فَيُخْرِجُوْنَهَا فَاِذَا اَخْرَجُوْهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِىْ يَدِهٖ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَيَجْعَلُوْنَهَا فِىْ تِلْكَ الْاَكْفَانِ وَالْحَنُوْطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَاَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلَا يَمُرُّوْنَ عَلٰى مَلَاٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ اِلَّا قَالُوْا مَا هٰذِهِ الرُّوْحُ الطَّيِّبَةُ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِاَحْسَنِ اَسْمَائِهِ الَّتِىْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَهُ بِهَا فِى الدُّنْيَا حَتّٰى يَنْتَهُوْا بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ الَّتِىْ تَلِيْهَا حَتّٰى يُنْتَهٰى بِهٖ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اُكْتُبُوْا كِتَابَهٗ فِىْ عِلِّيِّيْنَ وَاَعِيْدُوْهُ اِلَى الْاَرْضِ فَيُعَادُ رُوْحُهٗ فِىْ جَسَدِهٖ فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهٖ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ : مَنْ رَّبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ : اَللّٰهُ رَبِّىْ وَالْاِسْلَامُ دِيْنِىْ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ : هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ : وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُوْلُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُهٗ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَاَفْرِشُوْا لَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيَأْتِيْهِ مِنْ رِيْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ مَدَّ بَصَرِهٖ وَيَأْتِيْهِ رَجُلٌ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ فَيَقُوْلُ : اَبْشِرْ بِالَّذِىْ يَسُرُّكَ، هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِىْ كُنْتَ تُوْعَدُ فَيَقُوْلُ لَهٗ : مَنْ اَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ يَجِيْءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُوْلُ اَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُوْلُ رَبِّ اَقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ اَقِمِ السَّاعَةَ حَتّٰى اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ . اخرجه احمد وابوداود والحاكم والبيهقى وغيرهم

অর্থ ঃ হযরত বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, ঈমানওয়ালা বান্দা যখন দুনিয়া হইতে শেষ বিদায় নিয়া আখেরাতের পথে যাত্রা আরম্ভ করে তখন তাহার নিকট আসমান হইতে একদল ফেরেশতা আগমন করেন। তাহাদের চেহারা সমূহ এত উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় যে, চেহারার ভিতর যেন দীপ্তিমান সূর্য্য ভাসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছে বেহেশত হইতে আনীত কাফন ও খোশবু। তাহারা মূমিন ব্যক্তির সুদূর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসিয়া যায়। অতঃপর মালাকুল-মউত্ (মউতের ফেরেশতা) তাহার শিয়রে আসিয়া উপবেশন করে। এবং তাহাকে বলে, হে নফছে মুত্মাইন্নাহ্, হে মাওলাপাগল রূহ্! তুমি আল্লাহ্র হুকুম মানিয়া, আল্লাহ্র মর্যী অনুসরণ করিয়া জীবন কাটাইয়াছ। এখন আল্লাহ্র ঘোষিত ক্ষমা ও তাহার পরম সন্তুষ্টির স্বাদ আস্বাদন করিবার জন্য বাহির হইয়া আস, আল্লাহ্র দরবারে চল। রূহ্ তখন এত সহজে বর্হির্গত হয় যেভাবে মশকের ভিতর হইতে পানির ফোঁটা টপ করিয়া নির্গত হইয়া যায়; যদিও তোমরা বাহ্যতঃ ইহার বিপরীত দেখিয়া থাক। (কারণ, দৃশ্যতঃ কোন যাতনা ও উদ্বেগ পরিলক্ষিত হইলেও ইহার সম্পর্ক দেহ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। রূহ্ কিন্তু তখনও খুবই আরাম ও প্রশান্তিপ্রাপ্ত থাকে।) সে যাহাই হউক, ফেরেশতারা এইভাবেই রূহ্ বাহির করে। বাহির করিবার পর পলক মাত্র কালের জন্যও তাহাকে মালাকুল-মউতের হাতে ছাড়িয়া দেয় না। বরং তৎক্ষণাৎ ঐ বেহেশতী কাফন ও খোশবু দ্বারা আবৃত করিয়া লয়। তাহা হইতে দুনিয়ার অতীব সুগন্ধময় মেশক অপেক্ষা তীব্র সুগন্ধ ছড়াইতে থাকে।

অতঃপর তাহারা তাহাকে লইয়া উর্ধ্ব জগতের দিকে যাত্রা শুরু করে। যখনই ফেরেশতাদের কোন দলের সঙ্গে সাক্ষাত হয়, তাহারা জিজ্ঞাসা করে যে, কে এই পাক-পবিত্র রূহ? কি তাহার পরিচয়? বহনকারী ফেরেশতাগণ তাহার দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ উত্তম নাম সমূহ বলিয়া তাহার পরিচয় পেশ করে যে, ইনি অমুকের সন্তান অমুক। এইভাবে তাহাকে লইয়া প্রথম আসমানে পৌঁছে। অনুরূপভাবে সকল আসমান অতিক্রম করিয়া যখন সপ্তম আসমানে পৌঁছানো হয়, আল্লাহ্পাক তখন হুকুম জারী করেন যে, বান্দাটির নাম 'ইল্লিয়্যীনে' লিপিবদ্ধ কর এবং কবরের সওয়াল-জওয়াবের জন্য তাহাকে পুনরায় যমীনে লইয়া যাও। অতঃপর (বরযখের উপযোগী করিয়া) রূহকে

দেহে প্রবিষ্ট করানো হয়। (ঐ সময় রূহ্ আগের মত থাকে না যেই হালতে দুনিয়াতে ছিল।) ইহার পর তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসিয়া তাহাকে বসায় এবং প্রশ্ন করে যে, তোমার রব্ (তোমার মা'বূদ ও পালনেওয়ালা) কে? তোমার দ্বীন্ কি? সে জবাব দেয়, আমার রব্ আল্লাহ্ এবং আমার দ্বীন ও জীবনপদ্ধতি ইসলাম। তাহারা আবার প্রশ্ন করে, কে এই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, যিনি তোমাদের প্রতি তোমাদেরই মাঝে প্রেরিত হইয়াছিলেন? সে বলে, তিনি আল্লাহ্পাকের রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। আবার জিজ্ঞাসা করে, তুমি তাহা কিভাবে জানিতে পারিলে? সে উত্তর দেয়, আমি আল্লাহ্র কিতাব পবিত্র কুরআন পড়িয়াছি, কুরআনের উপর ঈমান আনিয়াছি, কুরআনের সকল বক্তব্য অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

এই সময় আসমান হইতে এক ঘোষণাকারী (তথা স্বয়ং আল্লাহ্পাকই) ঘোষণা করেন যে, 'আমার বান্দা সত্য-সঠিক জবাব দিয়াছে। অতএব, তাহার জন্য বেহেশতের ফরাশ বিছাইয়া দাও, তাহাকে বেহেশতী পোশাক পরাইয়া দাও, তাহার শান্তির জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। বস্, এক্ষণে বেহেশতের বাতাস ও বেহেশতী খোশবু আসিতে লাগিল। কবরকেও তাহার দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সুগন্ধকায়-সুশ্রী-সুদর্শন ও চমৎকার পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি তাহার নিকট আগমন করে এবং তাহাকে বলে, ওহে! সুসংবাদ গ্রহণ কর, যেই সংবাদ তোমাকে হর্ষিত-আনন্দিত করিবে। ইহা সেই দিন যেই দিনের ওয়াদা করা হইয়াছিল তোমার সাথে। মুর্দা তখন জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, তুমি কে? তোমার চেহারাখানা কল্যাণের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ব্যক্তিটি উত্তর করে, আরে! আমি তোমারই নেক্ আমল। বস্, মুর্দা তখন বারংবার বলিতে থাকে, হে মা'বূদ! কেয়ামত্ কায়েম কর। হে মা'বূদ! কেয়ামত কায়েম কর। আখেরাতে আমার জন্য নির্ধারিত আমার পরিবার-পরিজন এবং আমার দৌলত ও নেআমতের মাঝে চলিয়া যাইতে আমি উদগ্রীব।

–মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, হাকেম, বায়হাকী।

জান্-কবযের সময় মোমেনের প্রতি কোমল ব্যবহার ঃ

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ اِبْنِ الْخَزْرَجِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَنَظَرَ اِلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ عِنْدَ رَأْسِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ اِرْفَقْ بِصَاحِبِيْ فَاِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ طِبْ نَفْسًا وَقَرَّ عَيْنًا وَاعْلَمْ اَنِّيْ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ رَفِيْقٌ . اخرجه الطبرانى وابن منبه كلاهما فى المعرفة

অর্থ ঃ জা'ফর মুহাম্মদ হইতে, মুহাম্মদ তাঁহার পিতা হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা একজন আনসারী-সাহাবীর মৃত্যুলগ্নে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মালাকুল-মউতকে তাহার শিয়রে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, হে মালাকুল-মউত, আমার সাহাবীর সহিত কোমল-আসান ও সস্নেহ আচরণ কর। কারণ, সে মু'মিন। মালাকুল-মউত উত্তর দিলেন, হযরত! আপনি বিলকুল শান্ত-নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার চোখ শীতল হউক এবং আপনি সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, প্রত্যেক মুমিনের প্রতিই আমি দয়াদ্র এবং কোমল ও আসান ব্যবহার করিয়া থাকি।

আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা শুনাইয়া জান্-কবয্ ঃ

اَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا حَضَرَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ بِحَرِيْرَةٍ فِيْهَا مِسْكٌ وَعَنْبَرٌ وَرَيْحَانٌ فَتُسَلُّ رُوْحُهُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ وَيُقَالُ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اُخْرُجِيْ رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَلَيْكِ اِلٰى رَوْحِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِهِ فَاِذَا اُخْرِجَتْ رُوْحُهُ وُضِعَتْ عَلٰى ذٰلِكَ الْمِسْكِ وَالرَّيْحَانِ وَطُوِيَتْ عَلَيْهِ الْحَرِيْرَةُ وَذُهِبَ بِهِ اِلٰى عِلِّيِّيْنَ

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মুমিন বান্দার যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন ফেরেশতাদের একটি দল মেশ্ক, আম্বর ও রাইহান (বেহেশতী সুগন্ধ) সম্বলিত একটি রেশমী কাপড় সহকারে আগমন করে। তাহার রূহ এত সহজে বহির্গত হয় যেভাবে আটার মধ্য হইতে একটি চুল বাহির করিয়া লওয়া হয়। তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হয়, আল্লাহ্পাকের মর্যী ও আহ্কামের উপর স্থির ও আস্থাবান হে রূহ্! তুমি আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহ্ও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্র দেওয়া মর্যাদা ও অনুগ্রহ ভোগ করিবার জন্য বাহির হইয়া চল। রূহ্ যখন বাহির হইয়া আসে, তখনই তাহাকে মেশ্ক, আম্বর ও রাইহানের মধ্যে রাখা হয়। অতঃপর সেই রেশমী কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া ইল্লিয়্যীনে লইয়া যাওয়া হয়।

অধম মুতারজিমের আরয ঃ

قَالَ : اَلرَّيْحَانُ : اَلَّذِىْ يُشَمُّ، قَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ : لَا يُفَارِقُ اَحَدٌ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى يُؤْتٰى بِغُصْنٍ مِنْ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ فَيَشُمُّ ثُمَّ يُقْبَضُ رُوْحُهُ، وَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ الرَّزَّاقُ : اَلرَّوْحُ اَلنَّجَاةُ مِنَ النَّارِ وَالرَّيْحَانُ دُخُوْلُ دَارِ الْقَرَارِ . تفسير المظهرى . ج ٩ ، ص ١٨٥

অর্থ ঃ অর্থাৎ মুফাসসিরীন বলিয়াছেন, 'রাইহান' একটি সুগন্ধ বস্তু। হযরত আবুল-আলিয়াহ্ (রঃ) বলেন, আল্লাহ্পাকের গভীর নৈকট্যপ্রাপ্ত যেকোন ওলীর মৃত্যুকালে প্রথমে তাঁহাকে বেহেশতের রাইহান শোঁকানো হয়, তারপর তাহার রূহ কবয্ করা হয়। আবূ বকর আর-রায্যাক (রঃ) বলেন, 'রাওহ্' মানে জাহান্নাম হইতে নাজাত পাওয়া, আর 'রাইহান' মানে চির শান্তির ঠিকানা জান্নাতে প্রবেশ করা। —তাফসীরে মাযহারী ৯ম জিলদ্ ১৮৫ পৃঃ —মুতারজিম

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا : اِذَا عَايَنَ

الْمُؤْمِنُ الْمَلٰئِكَةَ قَالُوْا نَرْجِعُكَ اِلَى الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ : اِلٰى دَارِ الْهُمُوْمِ وَالْاَحْزَانِ؟ قَدِّمُوْنِىْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى . اخرجه ابن جرير والمنذر فى تفسيرهما

অর্থ ঃ হযরত ইবনে জুরাইজ রাযিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াত, একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বলিতেছিলেন যে, মৃত্যুলগ্নে মূমিন বান্দা যখন ফেরেশতাদিগকে দেখিতে পায় তখন ফেরেশতারা তাহাকে বলে, ওহে, আমরা কি তোমাকে পুনরায় দুনিয়াতেই রাখিয়া যাইবো? (যাহাতে আরো সুখ সম্ভোগ করিতে পার। তবে কি তোমার রূহ্ কবয্ করিবোনা?) সে জবাব দেয়, দুঃখ-দুর্দশা ও অসংখ্য পেরেশানীর ঐ জগতে আবার পাঠাইতে চাও? তোমরা আমাকে আমার আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছাইয়া দাও। –তাফসীরে ইবনে জারীর ত্বাবারী

মৃত্যুমুখী মোমেনের প্রতি মালাকুল-মউতের সালাম ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلٰى وَلِىِّ اللّٰهِ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ اَنْ يَّقُوْلَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِىَّ اللّٰهِ قُمْ فَاخْرُجْ مِنْ دَارِكَ الَّتِىْ خَرَّبْتَهَا اِلٰى دَارِكَ الَّتِىْ عَمَّرْتَهَا . اخرجه القاضى ابوالحسين بن العريف وابوالربيع المسعودى . شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মালাকুল-মউত যখন কোন ওলীআল্লাহর নিকট আগমন করে তখন এই বলিয়া তাহাকে সালাম করে– "আছ্ছালামু আলাইকা ইয়া ওলিয়্যাল্লাহ"। অর্থ, হে আল্লাহর ওলী, আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক তোমার প্রতি। উঠ, যেই ঘর-বাড়ীকে তুমি বীরান করিয়াছ, বিসর্জন দিয়াছ, সেই ঘর-বাড়ী ত্যাগ করিয়া এখন ঐ ঘর-বাড়ীর

দিকে চল যাহাকে তুমি আবাদ করিয়াছ, সজ্জিত করিয়াছ। অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া 'আখেরাতের ঘর-বাড়ীতে' চল।

কাযী আবুল হুসাইন ও আবুর-রবী মাসউদী এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

–শরহুছ্ছুদূর।

মুমূর্ষুলগ্নে মোমিনের প্রতি আল্লাহপাকের সালাম ঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ رُوْحِ الْمُؤْمِنِ اَوْحٰى اِلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ اَقْرِئْهُ مِنِّى السَّلَامَ فَاِذَا جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِ رُوْحِهٖ قَالَ لَهُ : رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ اخرجه ابوالقاسم بن مندة

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) রেওয়ায়াত করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌পাক যখন কোন মূমিন বান্দার রূহ্ কবয করিতে ইচ্ছা করেন, তখন মালাকুল-মউতকে ডাকিয়া হুকুম করেন যে, যাও, তাহাকে আমার সালাম বল। অতঃপর মালাকুল-মউত যখন তাহার রূহ কবয করিতে আসে তখন বলে, তোমার পরওয়ারদেগার তোমাকে সালাম বলিয়াছেন। (সুব্‌হানাল্লাহ্, ইহা কত বড় নেআমত, কত বড় দৌলত!) –ইবনু মান্দাহ্, শরহুছ্ছুদূর।

মৃত্যুকালে অভয় বাণী ও বেহেশতের সুসংবাদ ঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : يُؤْتَى الْمُؤْمِنُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُقَالُ لَهُ لَاتَخَفْ مِمَّا اَنْتَ قَادِمٌ عَلَيْهِ فَيَذْهَبُ خَوْفُهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَى الدُّنْيَا وَعَلٰى اَهْلِهَا وَاَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَيَمُوْتُ وَقَدْ اَقَرَّ اللّٰهُ عَيْنَهُ . اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ وَفِىْ شَرْحِ الصُّدُوْرِ عَنْهُ اَيْضًا فِى الْاٰيَةِ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَنْ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا

وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ. قَالَ يُبَشَّرُ بِهَا عِنْدَ
مَوْتِهٖ وَفِىْ قَبْرِهٖ وَيَوْمَ يُبْعَثُ فَاِنَّهٗ لَفِى الْجَنَّةِ وَمَا ذَهَبَتْ فَرْحَةُ
الْبِشَارَةِ مِنْ قَلْبِهٖ

অর্থ ঃ হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, মুমিনের ইন্তেকালের সময় ফেরেশতাদিগকে তাহার নিকট পাঠানো হয়। তাহাদের মারফতে বান্দাকে বলা হয় যে, তুমি যেখানে যাইতেছ সেখানে ভয়ের কিছুই নাই। ইহা শ্রবণে তাহার ভয় দূরীভূত হইয়া যায়। আরও বলা হয় যে, জগত ও জগতবাসীদিগ হইতে বিয়োগ-বিচ্ছেদে তুমি কোন দুঃখ করিওনা। উপরন্তু, তুমি বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। অতঃপর সে এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, আল্লাহ্পাক তাহার চক্ষু শীতল করিয়া দেন। তথা তাহার হৃদয়-মনকে শান্তি ও আনন্দে ভরিয়া দেন। -ইবনে আবী হাতেম।

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ اَنْ لَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ
كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

অর্থ ঃ "যাহারা বলে, আমাদের মা'বূদ ও পালনকর্তা তো আল্লাহ্, অতঃপর তাহারা সেই কথার উপর দৃঢ়পদে জমিয়া থাকে, ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট অবতরণ করে এবং বলে, ভয় করিওনা, দুঃখ করিওনা এবং যেই বেহেশতের ওয়াদা তোমাদিগকে শুনানো হইতেছিল উহার সুসংবাদ গ্রহণ কর।"

হযরত যায়েদ বিন আসলাম (রাঃ) ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'এই সুসংবাদ' মৃত্যুকালেও শুনানো হয়, কবরে এবং হাশরেও শুনানো হয়। এমনকি, বেহেশতে গমনের পরেও তাহার অন্তর হইতে ঐ সুসংবাদের আনন্দ-পুলক ও তৃপ্তিময়তা দূর হয় না। বরং সেখানে যাওয়ার পরও তাহা অনুভব ও উপভোগ করিতে থাকে। -শরহুছছুদুর।

অধ্যায় ঃ ৬
মৃত্যুর পরে রূহদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাত ও আলাপ-আলোচনা

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ اِذَا قُبِضَتْ
يَلْقَاهَا اَهْلُ الرَّحْمَةِ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ كَمَا يَلْقَوْنَ الْبَشِيْرَ مِنْ اَهْلِ
الدُّنْيَا فَيَقُوْلُوْنَ اُنْظُرُوْا صَاحِبَكُمْ يَسْتَرِيْحُ فَاِنَّهٗ كَانَ فِىْ كَرْبٍ
شَدِيْدٍ ثُمَّ يَسْئَلُوْنَهٗ مَا فَعَلَ فُلَانٌ وَفُلَانَةُ هَلْ تَزَوَّجَتْ؟ فَاِذَا
سَاَلُوْهُ عَنِ الَّذِىْ مَاتَ قَبْلَهٗ فَيَقُوْلُ اِنَّهٗ قَدْ مَاتَ ذَاكَ قَبْلِىْ
فَيَقُوْلُوْنَ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ذُهِبَ بِهٖ اِلٰى اُمِّهِ الْهَاوِيَةِ
فَبِئْسَتِ الْاُمُّ وَبِئْسَتِ الْمُرَبِّيَةُ وَقَالَ اِنَّ اَعْمَالَكُمْ تُرَدُّ عَلٰى
اَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنْ اَهْلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ كَانَ خَيْرًا فَرِحُوْا
وَاسْتَبْشَرُوْا وَقَالُوْا اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ فَضْلُكَ وَرَحْمَتُكَ فَاَتْمِمْ نِعْمَتَكَ
عَلَيْهِ وَاَمِتْهُ عَلَيْهَا وَيُعْرَضُ عَلَيْهِمْ عَمَلُ الْمُسِيْءِ فَيَقُوْلُوْنَ
اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْهُ عَمَلًا صَالِحًا تَرْضٰى بِهٖ وَتُقَرِّبُهٗ اِلَيْكَ

অর্থ ঃ হযরত আবূ আইয়্যূব আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে মাকবূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন মুমিন বান্দার রূহ কবয হইয়া যায় তখন আল্লাহ্পাকের রহমতপ্রাপ্ত (পূর্বে মৃত্যুবরণকারী) বান্দাগণ আগাইয়া আসিয়া তাহার সঙ্গে এইভাবে সাক্ষাত করেন যেভাবে দুনিয়াবাসীরা কোন সুসংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাত করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে শুরু করে, আরে! বেচারাকে একটু দম লইতে দাও না।

দুনিয়াতে সে বড়ই দুঃখ-কষ্টে কাটাইয়াছে। কিছুক্ষণপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন, আচ্ছা, অমুক ব্যক্তির কি খবর? কি হালতে আছে সে? অমুক মেয়েটির কি খবর? তাহার কি বিবাহ-শাদী হইয়া গিয়াছে? তাহারা যদি এমন কাহারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন যাহার ইতিপূর্বেই মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, অথচ, নবাগত এই মুমিন তাহার সম্পর্কে এরূপ উত্তর দিল যে, সে ত আমার আগেই মৃত্যু বরণ করিয়াছে। তখন তাহারা বলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিঊন! আহা, তবে ত তাহাকে জাহান্নামে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কি নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল এবং কতনা জঘন্য বাসস্থান সেই জাহান্নাম!

রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আরও বলিয়াছেন যে, তোমাদের আমল সমূহ তোমাদের আখেরাতবাসী আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের স্ব-বংশীয়দের সম্মুখে পেশ করা হয়। যদি নেক আমল পেশ হয় তবে খুশীতে তাহারা বাগবাগ ও আনন্দাভিভূত হইয়া যায়, আর বলে, হে আল্লাহ! ইহা আপনার রহমত, আপনারই দয়া ও করম্। আপনি এই নেআমতকে তাহার উপর পরিপূর্ণ করুন এবং এই নেআমতের উপরই তাহাকে মৃত্যু দান করুন।

অনুরূপভাবে গুনাহ্গারদের কার্য্যকলাপও তাহাদের সম্মুখে পেশ করা হয়। তখন তাহারা বলেন, আয় আল্লাহ! ইহার অন্তঃকরণে নেক আমল ও নেকী উপার্জনের তওফীক ও জয্বা ঢালিয়া দিন যাহা দ্বারা সে আপনার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।

মৃত্যুপ্রাপ্ত মোমেনের সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের মোলাকাত ঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ اِسْتَقْبَلَهُ وَلَدُهُ كَمَا يُسْتَقْبَلُ الْغَائِبُ ـ اخرجه ابن ابى الدنيا

অর্থ ঃ হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত আছে যে, যখন কোন বান্দার মৃত্যু হয় তখন তাহার সন্তান-সন্ততিগণ এইভাবে তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় যেভাবে কোন বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনকারীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। (এই অভ্যর্থনা দেওয়া হয় রূহের জগতে।)

–ইবনু আবিদ-দুনইয়া এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ الْمَيِّتَ اِذَا مَاتَ اِحْتَوَشَتْهُ اَهْلُهُ وَاَقَارِبُهُ، اَلَّذِىْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْمَوْتٰى فَهُمْ اَفْرَحُ بِهٖ وَهُوَ اَفْرَحُ بِهِمْ مِنَ الْمُسَافِرِ اِذَا قَدِمَ اِلٰى اَهْلِهٖ ـ اخرجه ابن ابى الدنيا

অর্থ ঃ হযরত ছাবেত বুনানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা একটি হাদীস পরিজ্ঞাত হইয়াছি যে, যখন কোন বান্দার ইন্তেকাল হয় তখন (কবর-জগতে গমনের সময়) ইতিপূর্বে মৃত্যুবরণকারী তাহার পরিবারের লোকেজন ও আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাকে চতুর্দিক হইতে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলে। তাহারা ইহাকে পাইয়া এবং সে তাহাদিগকে দেখিয়া ঐ মুসাফির অপেক্ষা বেশী আনন্দিত হয় যে প্রবাস বা বিদেশ হইতে আপন গৃহে ফিরিয়া আসে।

–ইবনু আবিদ-দুনইয়া

অধ্যায় ঃ ৭
দাফন-কাফনের সময় ইয্যত ও একরাম

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ اِلَّا رُوْحُهُ فِىْ يَدِ مَلَكٍ يَنْظُرُ اِلٰى جَسَدِهٖ كَيْفَ يُغَسَّلُ وَكَيْفَ يُكَفَّنُ وَكَيْفَ يُمْشٰى بِهٖ يُقَالُ لَهُ وَهُوَ عَلٰى سَرِيْرٍ : اِسْمَعْ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْكَ، اخرجه ابو نُعَيْمٍ فى الحليه

অর্থ ঃ হযরত আমর ইবনে দীনার রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, যখনই কোন বান্দার ইন্তেকাল হয়, একজন ফেরেশতা তাহার রূহ্কে হাতে তুলিয়া লয়। রূহ্ তখন আপন দেহের দিকে দেখিতে থাকে যে কিভাবে তাহাকে গোসল দেওয়া হইতেছে, কিভাবে কাফন পরানো হইতেছে, কিভাবে তাহার লাশ বহন করিয়া চলিতেছে। লাশ খাটিয়ার উপরে থাকা অবস্থায়ই ফেরেশতারা তাহাকে বলে, ওহে! শুনিয়া লও, লোকেরা তোমার কিরূপ প্রশংসা করিতেছে। (এই নগদ খোশখবরী শুভ-ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতেছে।) –আবূ নুআইম।

ফায়দা ঃ

ফেরেশতাদের এই বক্তব্য সম্বলিত হাদীস ইবনু আবিদ-দুনিয়া সুফিয়ান সওরী (রঃ) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। এহেন মুহূর্তে এই উক্তি শুনাইয়া তাহারা ঐ মৃতের প্রতি ইয্যত প্রদর্শন করে, তাহার মনোবল বাড়ায় এবং সম্মুখের জন্য তাহার মনকে আশায় ভরিয়া দেয়।

অধ্যায় ঃ ৮

মূমিন বান্দার প্রতি আসমানের মহব্বত

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا لَهُ بَابَانِ فِى السَّمَاءِ بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ بَكَيَا عَلَيْهِ ـ اخرجه الترمذى وابو يعلى وابن ابى الدنيا

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, আসমানে প্রত্যেক মানুষের জন্য দুইটি করিয়া দরজা আছে; এক দরজা দিয়া তাহার আমল সমূহ উপরে উঠে, আর এক দরজা দিয়া তাহার রিযিক অবতীর্ণ হয়। কোন মূমিন বান্দা মৃত্যু বরণ করিলে দরজা দুইটি তাহার জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করে। –তিরমিযী, আবূ ইয়া'লা, ইবনু আবিদ্ দুনিয়া।

অধ্যায় ঃ ৯

মূমিন বান্দার প্রতি যমীনের ভালবাসা

عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَسَانِيِّ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ فِى بُقْعَةٍ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ إِلَّا شَهِدَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَكَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ يَمُوْتُ ـ اخرجه ابو نعيم

অর্থ ঃ হযরত আতা-খোরাসানী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বান্দা যমীনের যেকোন অংশের উপর আল্লাহকে সিজদা করে, কিয়ামত দিবসে ঐ যমীন তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দান করিবে। এবং যেদিন তাহার মৃত্যু হয়, ঐ যমীন সেদিন তাহার শোকে ক্রন্দন করে। –আবূ নুআইম

মূমিনের মৃত্যুতে শোকাহত যমীনের দীর্ঘ দিন যাবত ক্রন্দন ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ الْأَرْضَ لَتَبْكِيْ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا ـ اخرجه ابن ابى الدنيا والحاكم شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মোমেনের মৃত্যুর শোকে এই যমীন চল্লিশ দিন যাবত কাঁদিতে থাকে।

–ইবনু আবিদ-দুনিয়া, হাকেম

মূমিনকে সাদরে গ্রহণের জন্য কবরের প্রস্তুতি ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ تَجَمَّلَتِ الْمَقَابِرُ بِمَوْتِهِ فَلَيْسَ مِنْهُ بُقْعَةٌ إِلَّا وَهِيَ تَتَمَنَّى أَنْ يُدْفَنَ فِيْهَا ـ رواه ابن عدى وابن مندة وابن عساكر

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মূমিন বান্দার যদি মৃত্যু হয়, তাহার মৃত্যু উপলক্ষে পৃথিবীর প্রতিটি 'ভালো জায়গা' নিজেকে সুসজ্জিত ও সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিয়া তোলে এবং প্রতিটি জায়গাই বাসনা করে যে, এই মূমিন বান্দাকে যেন তাহার বুকেই দাফন করা হয়।

–ইবনে আদী, ইবনে মান্দাহ্, ইবনে আছাকির

অধ্যায় ঃ ১০

ফেরেশতাদের একটি বিশেষ কাফেলার জানাযার সঙ্গে গমন

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : اِلٰهِىْ مَاجَزَاءُ مَنْ شَيَّعَ مَيِّتًا اِلٰى قَبْرِهٖ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ؟ قَالَ جَزَاءُهٗ اَنْ تُشَيِّعَهٗ مَلَائِكَتِىْ فَتُصَلِّىْ عَلٰى رُوْحِهٖ فِى الْاَرْوَاحِ . اخرجه ابن عساكر . شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আন্হুর বর্ণনা, রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন যে, হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ্পাকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে আমার মা'বূদ! যে ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন মুর্দা ব্যক্তির সহিত তাহার কবর পর্যন্ত গমন করে, সেই ব্যক্তিকে তুমি কি পুরস্কার দান কর? জবাবে আল্লাহ্পাক বলিলেন, তাহার পুরস্কার এই যে, তাহার মৃত্যুর পর আমার ফেরেশ্তারা তাহার জানাযার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে এবং তাহার রূহের জন্য নেক রূহ সমূহের সমাবেশে দোআও করিবে। –ইবনু আছাকির, শরহুছ্-ছুদুর

ফায়দা ঃ

জানাযা কবরের দিকে যাইবার সময় সকল মুর্দার সঙ্গেই একদল ফেরেশতা গমন করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই হাদীসে ফেরেশতাদের জানাযার সঙ্গে গমনের যে কথা বলা হইয়াছে ইহা ঐ সাধারণ সঙ্গীত্ব নহে। বরং ইহার অর্থ হইতেছে, এই জানাযার প্রতি 'বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান' প্রদর্শনের জন্য 'বিশেষ আরেকটি কাফেলা' তাহার সঙ্গে গমন করে।

শেষে উল্লেখিত অধ্যায়ত্রয়ের রেওয়ায়াত সমূহ দ্বারা ঈমানদার মাইয়েতের অনেক বড় মান-মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কথা সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায়। আসমানের কাছে তাহার কত বড় ইয্যত যে, তাহার সহিত এতদিনের সুগভীর সম্পর্ক শিথিল ও দুর্বল হইয়া যাওয়ার দরুন সে শোকাহত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। যমীনেরও তাহার প্রতি কি অদ্ভুত আয্মত, কি মর্যাদা ও

শ্রদ্ধাবোধ যে, তাহার 'আমলের ক্ষেত্র হইবার সৌভাগ্য' হারানোর ব্যথায় এবং খোদ তাহার বিচ্ছেদ-বেদনায় সে-ও অশ্রু ঝরাইয়া রোদন করিতেছে। পরন্তু, যমীনের প্রতিটি খণ্ড তাহাকে আপন কোলে তুলিয়া লইবার আগ্রহ করিতেছে। ফেরেশতাদের মাহফিলেও সে কত বড় মহান ও মর্যাদাশীল যে, অনুগত অনুচরবর্গ ও খাদেম-পরিচারকের মত তাহার জানাযার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। বিশাল দেহের বিরাট মর্যাদাশীল নূরানী মাখ্লূক এই ফেরেশতাদের নিকট কাহারো ইয্যত ও এহ্তেরামের পাত্র হওয়া কোন সাধারণ কথা নহে। দুনিয়ার বড় হইতে বড় কোন রাজা-বাদশাও এই মর্যাদা পায় না। মুর্দা যখন নিজের এই সুউচ্চ মর্যাদার খবর প্রাপ্ত হয় অথবা স্বচক্ষে তাহা অবলোকন করে, না-জানি আখেরাতকে সে কত বেশী প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ মনে করে! এবং দুনিয়া তাহার নজরে কত-যে হীন ও তুচ্ছ হইয়া যায়। তখন তো সে ইহধাম হইতে মুক্ত হইয়া পরজগতে চলিয়া যাওয়ার জন্য কতই না উদগ্রীব হইয়া উঠে এবং উহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ দৌলত বলিয়া মনে করে।

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ وَلِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ

অর্থ ঃ 'বস্তুতঃ প্রতিযোগিতাকারীদের সেই দৌলতের জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এবং সেই ইয্যত ও দৌলত লাভের জন্য নেক কাজের মধ্যে নিবিষ্ট থাকা উচিত।' আল্লাহ্পাক আমাদিগকে সেই তওফীক দান করুন। সাহায্য ও শক্তি দান করুন।

এই পর্যন্ত যাহা কিছু বর্ণনা করা হইল ইহার অধিকাংশই দাফন-পূর্বকালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিছু কিছু কথা দাফনের পরবর্তী অবস্থার সাথে সম্পর্কিত।

অধ্যায় ঃ ১১
কবর-জগত বা বর্‌যখী জিন্দেগীর দৃশ্য-অদৃশ্যমান নেআমত সমূহ

(মৃত্যুর পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কালকে কবর, আলমে-বরযখ্ বা বরযখী জিন্দেগী বলা হয়।)

কবরের চাপ মোমেনের জন্য মাতৃস্নেহ তুল্য ঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ مُنْذُ حَدَّثْتَنِىْ بِصَوْتِ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ وَضَغْطَةِ الْقَبْرِ لَيْسَ يَنْفَعُنِىْ شَيْءٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ صَوْتَ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ فِىْ اَسْمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَالْاِثْمِدِ فِى الْعَيْنِ وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كَالْاُمِّ الْمُشْفِقَةِ يَشْكُوْ اِلَيْهَا اِبْنُهَا الصُّدَاعَ فَتَغْمِزُ رَأْسَهُ غَمْزًا رَفِيْقًا

অর্থ ঃ বিখ্যাত তাবেঈ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ রাযিয়াল্লাহ তাআলা আন্‌হা বলিতে লাগিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম)! যেদিন হইতে আপনি আমাকে মুন্‌কার ও নাকীরের বিকট আওয়াজ এবং কবরের ঠাসা দিয়া চাপিয়া ধরার কথা শুনাইয়াছেন, সেদিন হইতে কোন কিছুই আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছেনা। তিনি বলিলেন, আয়েশা! মুন্‌কার-নাকীরের আওয়াজ মু'মিনদের কানে 'চোখের সুরমার ন্যায়' প্রশান্তিময় ও তৃপ্তিদায়ক হইবে। আর কবরের চাপ মু'মিনদের জন্য তেমনি আরামদায়ক হইবে যেভাবে কোন স্নেহময়ী মায়ের সন্তান মায়ের কাছে তাহার মাথাবেদনার কথা ব্যক্ত করে আর মা পরম স্নেহে নরম-নরমভাবে তাহার মাথা দাবাইয়া দেয়।

وَلٰكِنْ يَا عَائِشَةُ وَيْلٌ لِلشَّاكِّيْنَ فِى اللّٰهِ كَيْفَ يُضْغَطُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ كَضَغْطَةِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْبَيْضَةِ ـ اخرجه البيهقى وابن منده

কিন্তু হে আয়েশা! ভীষণ বিপদে পড়িবে ঐ সকল মানুষ যাহারা আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বে বা তাহার বিধানাবলীতে সন্দেহ পোষণ করিত। জান, কবর তাহাদেরকে কিভাবে চাপিয়া ধরিবে? ডিমের উপর পাথর রাখিয়া সজোরে চাপ দিলে যে অবস্থা হয়। –বায়হাকী, ইবনে মান্দাহ্

মৃত্যুপ্রাপ্ত মোমেনের প্রতি কবরের মহব্বত ও মোবারকবাদ ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : مَرْحَبًا وَاَهْلًا اَمَا اِنْ كُنْتَ لَاَحَبَّ مَنْ يَمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَيَّ فَاِذَا وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَيَّ فَسَتَرٰى صُنْعِىْ بِكَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهٖ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ ـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْحُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ ـ اخرجه الترمذى

অর্থ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী রাযিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মূমিন বান্দাকে যখন দাফন করা হয়, তখন কবর তাহাকে বলে, মার্‌হাবা! আরে, নিজের বাড়ীতেই, আপনজনের কাছেই আসিয়াছ।

بیا بیا وفرود آ که خانهٔ تست

'আস প্রিয়, কাছে আস, ইহা যে তোমার বাড়ী, তোমারই ঘর।'

যাহারা আমার পৃষ্ঠপরে চলাফেরা করিত তাহাদের মধ্যে তুমি ছিলে আমার সর্বাধিক প্রিয়জন। আজ যখন তোমাকে আমার দায়িত্বে ন্যাস্ত করা

হইয়াছে, আর তুমি আমার কাছে আসিয়াছ, আজ তুমি স্বচক্ষে দেখিবে যে, তোমার সহিত আমি কিরূপ উত্তম ব্যবহার করি। অতঃপর কবর তাহার সুদূর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হইয়া যায় এবং তাহার কল্যাণে বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আরও বলিয়াছেন, কবর হয়তঃ বেহেশতের বাগান সমূহের মধ্য হইতে একটি বাগান হইবে অথবা জাহান্নামের গর্ত সমূহের মধ্য হইতে একটি গর্ত হইবে। (বাগান হইবে নেক্‌কারের জন্য, আর গহ্বর হইবে বদ্‌কারের জন্য।) –তিরমিযী শরীফ

সওয়ালের সুন্দর জওয়াব দিয়া দুলার মত ঘুম ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا مُنْكَرٌ وَلِلْاٰخَرِ نَكِيْرٌ فَيَقُوْلَانِ : مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْلُ هٰذَا ثُمَّ يُفْسَحُ لَهٗ قَبْرُهٗ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِىْ سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهٗ فَيَقُوْلُ دَعُوْنِىْ اَرْجِعْ اِلٰى اَهْلِىْ فَاُخْبِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَا يُوْقِظُهٗ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهٖ اِلَيْهِ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ مَضْجَعِهٖ ذٰلِكَ ـ اخرجه الترمذى والبيهقى

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর নীল-চক্ষু বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের দুইজন ফেরেশতা তাহার নিকট আগমন করে। একজনের নাম মুনকার, আরেকজনের নাম নাকীর। তাহারা বলে, এই ব্যক্তি তথা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? সে উত্তর দেয়, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রাসূল

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)। আশ্‌হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাছূলুহূ– আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ্‌পাকের পরমপ্রিয় বান্দা ও রাসূল। এতদশ্রবণে তাহারা বলে, আমরা তোমার হাল-অবস্থা দেখিয়াই স্পষ্টতই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তুমি ঠিক এই জবাবই দিবে। অতঃপর কবরকে ৭০ বর্গহাত পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং নূরে ভরিয়া জ্যোতির্ময় করিয়া দেওয়া হয়। মুর্দা তখন আনন্দাতিশয্যে বলিতে আরম্ভ করে, আমাকে আমার পরিবার-পরিজনের কাছে যাইতে দাও; আমি তাহাদিগকে আমার খবরাখবর জানাইয়া আসি। ফেরেশতারা বলে, তুমি ঐ নতুন দুলার মত ঘুমাইয়া থাক, প্রিয়জনদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় অর্থাৎ মনমোহিনী দুল্‌হান ব্যতীত আর কেহই যাহার ঘুম ভাঙ্গায় না। এমনকি, কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ্‌পাকই তাহাকে পরম-সুখের ঐ নিদ্রালয় হইতে উঠাইবেন।

ফায়দা ঃ

ইবনে-মাজাহ্‌ শরীফের এক হাদীছে আছে যে, মুমিনগণ নীল-রঙের চোখ ও কৃষ্ণবর্ণের দেহবিশিষ্ট ফেরেশতাদিগকে দেখিয়া মোটেও ঘাবড়াইবেনা, ভয় পাইবেনা, দিশা হারাইবেনা।

রোযা-নামায সাদ্‌কা-যাকাত ইত্যাদি নেক আমলের চতুর্দিক হইতে আযাব প্রতিহত করণ ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ الْمَيِّتَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ اِنَّهٗ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِيْنَ يُوَلُّوْنَ عَنْهُ فَاِذَا كَانَ مُؤْمِنًا جَاءَتِ الصَّلٰوةُ عِنْدَ رَاْسِهٖ وَالزَّكٰوةُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهٖ وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَعْرُوْفِ وَالْاِحْسَانِ اِلَى النَّاسِ مِنْ

قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ فَتَقُوْلُ الصَّلٰوةُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِىْ مَدْخَلٌ فَيُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ يَمِيْنِهٖ فَتَقُوْلُ الزَّكٰوةُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِىْ مَدْخَلٌ فَيُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ شِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ الصَّوْمُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِىْ مَدْخَلٌ فَيُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُوْلُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَمَا يَلِيْهَا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَالْاِحْسَانِ اِلَى النَّاسِ لَيْسَ مِنْ قِبَلِنَا مَدْخَلٌ وَفِىْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ فَيُعَادُ الْجَسَدُ اِلٰى اَصْلِهٖ مِنَ التُّرَابِ وَيُجْعَلُ رُوْحُهٗ فِى النَّسِيْمِ الطَّيِّبِ وَهُوَ طَيْرٌ اَخْضَرُ تَعَلَّقَ فِىْ شَجَرِ الْجَنَّةِ ـ اخرجه ابن ابى شيبة والطبرانى فى الاوسط وابن حبان فى صحيحه والحاكم والبيهقى

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ঐ সত্তার কসম যাহার মুঠার ভিতরে আমার জীবন, মুর্দাকে কবরে রাখিয়া লোকেরা যখন যাইতে আরম্ভ করে, মুর্দা তাহাদের জুতার আওয়াজ শুনিতে পায়। মুর্দা যদি ঈমানদার হয়, তবে নামায তাহার শিয়রে হাযির হয়, যাকাত তাহার ডান দিকে, রোযা তাহার বাম দিকে এবং মানুষের বিবিধ হিত সাধন, সাহায্য-সহযোগিতা ও সদাচার-শিষ্টাচার প্রভৃতি তাহার পদ-যুগলের পার্শ্বে হাযির হয়। অতএব, শিয়রের দিক হইতে কোন আযাব আসিলে নামায তাহাকে রুখিয়া দাঁড়ায় এবং বলে, যেখানে আমি সেখানে তোমার প্রবেশ করার কোনও অবকাশ নাই। আবার ডান দিক হইতে আযাব আসে, তখন যাকাত বলে, যেখানে আমি সেখানে তোমার প্রবেশাধিকার নাই। আবার বাম দিক হইতে আযাব আসে তখন রোযা বলে, আমার এখানে তোমার কোনই জায়গা নাই। অতঃপর পায়ের দিক হইতে আযাব আসে, তখন দান-খয়রাত, মানবসেবা-হিতৈষণা, সদাচার প্রভৃতি বলে, এখানে তোমার কোন জায়গা নাই। —হাদীসটির শেষদিকে আছে যে,

অতঃপর দেহ তো (সাধারণতঃ) উহার আসল অবস্থায় ফিরিয়া যায় অর্থাৎ মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়। (যদিও কাহারো-কাহারো দেহ অক্ষতও থাকে।) আর রূহ্‌কে 'সুগন্ধময় বিশেষ বাতাসের মধ্যে' অথবা অন্যান্য পবিত্র রূহ্‌দের সঙ্গে রাখিয়া দেওয়া হয়। সেই রূহ্ একটি সবুজ পাখীর দেহের ভিতরে আরোহণ করিয়া বেহেশতের বৃক্ষরাজিতে গিয়া অবস্থান গ্রহণ করে।

—ইবনে আবী শাইবাহ্, ত্বাবরানী, হাকেম, বায়হাকী

(বিঃ দ্রঃ এখানে হাদীছের শব্দ 'নাছীমে-ত্বাইয়িব'এর দুইট অর্থ হইতে পারে ঃ 'সুগন্ধময় হাওয়া অথবা পবিত্র রূহ সমূহ। তাই, দুইটি অর্থই উল্লেখ করা হইয়াছে। —হযরত থানবী)

ফায়দা ঃ

শরহুছ-ছুদূর কিতাবের 'বাবু-মা'রিফাতিল মায়্যিত'-এ কোন কোন গয়ের-মারফূ' হাদীসে যেই কথা বলা হইয়াছে যে, রূহ্ কবরের মধ্যে প্রবেশ করে, সম্ভবতঃ তাহা দাফন করার সঙ্গে-সঙ্গেই হইয়া থাকে। (পরে বেহেশতের বৃক্ষরাজিতে চলিয়া যায়।) বহু হাদীসের দ্বারা ইহাই বোঝা যায়। অথবা রূহ্ যদিও বেহেশতের গাছ-গাছালিতেই অবস্থান করে তবুও দেহের সঙ্গে তাহার বলিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। হয়তঃ এই কারণেই রূপকভাবে বলা হইয়াছে যে, রূহ্ কবরে থাকে। অতঃপর দেহ যখন পচিয়া-গলিয়া খতম হইয়া যায় তখন তাহার সঙ্গে রূহের সম্পর্কও ক্ষীণতর হইয়া যায়।

জুম্‌আর রাত্রে বা দিনে মৃত্যুর উছিলায় আযাবও মাফ, হিসাবও মাফ ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ اَوْ مُسْلِمَةٍ يَمُوْتُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِلَّا وُقِىَ عَذَابَ الْقَبْرِ وَفِتْنَةَ الْقَبْرِ وَلَقِىَ اللّٰهَ وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهٗ شُهُوْدٌ يَشْهَدُوْنَ لَهٗ اَوْ طَابَعٌ ـ اخرجه الترمذى والبيهقى

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে-কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, নারী হউক কিংবা পুরুষ, যেকোন মুসলমান যদি জুমআর রাত্রিতে অথবা জুমআ দিবসে মৃত্যু লাভ করে সে কবরের আযাব ও কবরের ফেতনা (কঠিন-পরীক্ষা) হইতে নাজাত পাইয়া যায়। সে আল্লাহর দরবারে হাযির হইবে, কিন্তু তাহার কোন হিসাব-কিতাব হইবে না। কিয়ামতের দিন সে যখন হাশরের মাঠে আসিবে তখন তাহার সঙ্গে থাকিবে একদল সাক্ষ্যদানকারী যাহারা তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। অথবা তাহার সঙ্গে কোন 'সীল-মোহরযুক্ত প্রমাণ' বর্তমান থাকিবে। –তিরমিযী, বায়হাকী।

প্রবাসে মৃত্যুবরণের ফযীলত ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا تُوُفِّيَ فِيْ غَيْرِ مَوْلِدِهٖ يُفْسَحُ لَهٗ مَدَّ بَصَرِهٖ اِلٰى مُنْقَطَعِ اَثَرِهٖ . اخرجه احمد والنسائى وابن ماجه

অর্থঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে মাকবূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মানুষ যদি তাহার জন্মস্থানের বাহিরে তথা প্রবাস অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাহা হইলে জন্মস্থান হইতে শুরু করিয়া যেখানে গিয়া তাহার সফর শেষ হইয়াছে এবং যে পর্যন্ত তাহার দৃষ্টি যায় সেই পরিমাণ তাহার কবরকে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

–মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্

ফায়দা ঃ

এই হাদীস দ্বারা প্রবাসে বা বিদেশে মৃত্যু বরণের ফযীলত প্রমাণিত হয়। অথচ অধিকাংশ দুনিয়া প্রেমিকরাই ইহাতে বিপদ ও ভীতি বোধ করিয়া থাকে।

দাফন কালে বান্দার প্রতি দয়াময়ের দয়া ঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اَرْحَمَ مَا يَكُوْنُ اللّٰهُ بِالْعَبْدِ اِذَا وُضِعَ فِيْ حُفْرَتِهٖ . اخرجه ابن منده

অর্থঃ হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্পাক তাহার বান্দার প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশী রহম্শীল ও দয়াদ্র থাকেন তখন যখন বান্দাকে কবরের গর্তের মধ্যে রাখা হয়।

কবরে আলেমের পরম বন্ধু ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا مَاتَ الْعَالِمُ صَوَّرَ اللّٰهُ لَهٗ عِلْمَهٗ فِيْ قَبْرِهٖ فَيُؤْنِسُهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَدْرَأُ عَنْهُ هَوَامَّ الْاَرْضِ . اخرجه الديلمى

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন আলেমের ইন্তেকাল হয়, আল্লাহ্পাক কবরের মধ্যে তাহার এলমকে একটি বিশেষ আকৃতি সম্পন্ন করিয়া দেন। উহা কিয়ামত পর্যন্ত তাহার 'অন্তরঙ্গ বন্ধু' রূপে তাহার সঙ্গে অবস্থান করে এবং মাটির পোকা-মাকড় সমূহকে হটাইয়া হটাইয়া তাহার হেফাযত করে। –দাইলামী।

ফায়দা ঃ

এই পোকা-মাকড় বলিতে যদি আমাদের গোচরীভূত দুনিয়ার কীট-পতঙ্গাদি উদ্দেশ্য হয় তবে খুব সম্ভব ইহা বিশেষ বিশেষ আলেমদের জন্য প্রদত্ত মর্যাদা। আর যদি আমাদের দৃষ্টি বহির্ভূত আলমে-বরযখের পোকা-মাকড় জাতীয় দংশনকারী জীব-জন্তু উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এই ফযীলত প্রত্যেক আলেমের জন্যই প্রযোজ্য।

কবরে আলেম ও তালেবে এলমের মর্যাদা ঃ

اَخْرَجَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ قَالَ : اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، تَعَلَّمِ الْخَيْرَ وَعَلِّمْهُ النَّاسَ فَاِنِّيْ مُنَوِّرٌ لِمُعَلِّمِ الْعِلْمِ وَمُتَعَلِّمِهٖ قُبُوْرَهُمْ حَتّٰى لَا يَسْتَوْحِشُوْا بِمَكَانِهِمْ

অর্থঃ হযরত ইমাম আমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) তাঁহার কিতাবুয-যুহ্দে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)কে ওহী মারফত

বলিয়াছেন ঃ চির কল্যাণকর এল্‌মে-দ্বীন নিজে শিক্ষা কর, অন্যদিগকে শিক্ষাদান কর। কারণ, আমি দ্বীনী-এল্‌মের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কবর সমূহকে নূরে ভরিয়া দেই যাহাতে তাহারা কবর-ঘরে কোনরূপ ভয়-ভীতি বা অস্বস্তি বোধ না করে।

দৃঢ়পদে জেহাদের ফল ঃ

عَنْ اَبِیْ اَیُّوْبَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِیَ الْعَدُوَّ فَصَبَرَ حَتّٰی یُقْتَلَ اَوْ یَغْلِبَ لَمْ یُفْتَنْ فِیْ قَبْرِهٖ -اخرجه الطبرانی والنسائی - شرح الصدور

অর্থঃ হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কোন বান্দা জেহাদের ময়দানে দুশমনের সম্মুখীন হয় এবং দৃঢ়পদ থাকে, চাই সে নিহত হউক কিংবা বিজয়ী হউক, সে কবরের সংকট তথা সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হইবে না। –ত্বাবরানী, নাসাঈ

আল্লাহর জন্য সীমান্ত পাহারাদারীর ফল ঃ

عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَابَطَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اٰمَنَهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ۔ اخرجه الطبرانی ۔ شرح الصدور

অর্থঃ হযরত আবূ উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জেহাদ কালে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকা পাহারা দান করে, আল্লাহ্‌পাক তাহাকে কবরের 'সংকট' (তথা সওয়াল-জওয়াব) হইতে মুক্তি দান করেন। –ত্বাবরানী

পেটের পীড়ায় মারা গেলে কবর-আযাব মাফ ঃ

عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَهٗ بَطْنُهٗ لَمْ یُعَذَّبْ فِیْ قَبْرِهٖ ۔ اخرجه الترمذی وابن ماجة والبیهقی ۔ شرح الصدور

অর্থঃ হযরত সালমান ইবনে ছুরাদ ও খালেদ ইবনে উরফুতাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, পেটের পীড়া যাহাকে হত্যা করিয়াছে তাহার কবর-আযাব হইবে না। –তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী, শরহুছ ছুদূর

কবরে সূরায়ে-মুলকের বরকত ঃ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَنْ قَرَأَ تَبَارَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ كُلَّ لَیْلَةٍ مَنَعَهُ اللّٰهُ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَكُنَّا فِیْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّیْهَا الْمَانِعَةَ ۔ اخرجه النسائی ۔ شرح الصدور

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ রাত্রিবেলা সূরায়ে মুল্‌ক পড়িবে, ইহার বরকতে আল্লাহ্‌পাক তাহাকে কবর আযাব হইতে হেফাযত করিবেন। আমরা রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর যমানায় এই সূরাকে 'মানেআহ্' বা রক্ষাকবচ (তথা 'আযাব হইতে রক্ষাকারী') নামে অভিহিত করিতাম। –নাসাঈ

রমযানের উছীলায় আযাব বন্ধ ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ یُرْفَعُ عَنِ الْمَوْتٰی فِیْ شَهْرِ رَمَضَانَ ۔ اخرجه البیهقی عن ابن رجب قال روی باسناد ضعیف ۔ شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রমযান মাসে মুর্দাদের প্রতি আযাব রহিত করিয়া দেওয়া হয়। –বায়হাকী

ফায়দা ঃ

হাদীসে রমযানে আযাব বন্ধের দুইটি অর্থ হইতে পারে। এক, রমযান মাসের সময় সকল মুর্দার প্রতি আযাব বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দুই, যাহারা রমযানে মৃত্যু বরণ করে তাহাদের উপর আযাব দেওয়া হয় না। হাদীসটির সনদ যদিও দুর্বল; কিন্তু এসব ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ফযীলত ও মর্তবা জ্ঞাপক বিষয়াদির ক্ষেত্রে) উহাতে ক্ষতির কিছুই নাই। হাঁ, দুর্বল হাদীস দ্বারা আহ্‌কাম প্রমাণিত করা বিবেচ্য বিষয়।

কবরের ভিতর নামাযে খাড়া ঃ

عَنْ جُبَيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَاۤاِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَقَدْ اَدْخَلْتُ ثَابِتَ الْبُنَانِىَّ فِىْ لَحْدِهٖ وَمَعِىْ حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ فَلَمَّا سَوَّيْنَا عَلَيْهِ اللَّبِنَ سَقَطَتْ لَبِنَةٌ فَاِذَا هُوَ فِىْ قَبْرِهٖ يُصَلِّىْ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ اَعْطَيْتَ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ الصَّلٰوةَ فِىْ قَبْرِهٖ فَاَعْطِنِيْهَا فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَرُدَّ دُعَائَهٗ

اخرجه ابونُعَيْم فى الحلية

অর্থঃ হযরত জুবাইর (রাঃ) বলেন, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই সেই আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি, আমি নিজে ছাবেত বুনানী (রঃ)এর লাশ কবরে রাখিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন হযরত হুমাইদ আত-ত্বীল। আমরা কবরের উপর কাঁচা ইট বিছাইয়া বরাবর করিয়া দেওয়ার পর হঠাৎ একটি ইট খসিয়া নিচে পড়িয়া গেল। তখন দেখিতে পাইলাম তিনি কবরের ভিতর নামায পড়িতেছেন। তিনি জীবদ্দশায় প্রায়ই দোআ করিতেন, আয় আল্লাহ! কবর মাঝে নামায পড়িবার নেআমত যদি আপনি কাহাকেও দান করিয়া থাকেন তবে সেই সৌভাগ্য আমাকেও দান করুন। আল্লাহ্‌পাক তাঁহার দোআ নাকচ করিয়া দেন নাই। (বরং মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী

হযরত মূসা (আঃ) যেভাবে এই নেআমত প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইনিও সেই নেআমত লাভ করিয়াছেন।) –আবূ নুআইম

আযাব হইতে রক্ষাকারী সূরা ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ بَعْضَ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلٰى قَبْرٍ وَهُوَ لَايَحْسَبُ اَنَّهٗ قَبْرٌ فَاِذَا فِيْهِ اِنْسَانٌ يَقْرَأُسُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتّٰى خَتَمَهَا فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِىَ الْمَانِعَةُ وَهِىَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . اخرجه الترمذى

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলেকারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী একটি কবরের উপর বসিয়া ছিলেন। ইহা যে একটি কবর তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই এবং এমন কোন আলামতও সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি উহার অভ্যন্তরে সূরায়ে মুল্‌ক পাঠ করিতেছে। সূরা খতম হইবার পর তিনি গিয়া রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে তাহা অবহিত করিলেন। রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, উহা আযাব হইতে রক্ষাকারী এবং কবর আযাব হইতে মুক্তি দানকারী সূরা। এই সূরা তাহার তেলাওয়াতকারীকে কবর-আযাব হইতে মুক্ত করে। –তিরমিযী শরীফ

কবরে মোমিনের হাতে কোরআন শরীফ দান ঃ

عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يُؤْتَى الْمُؤْمِنُ مُصْحَفًا يَقْرَأُ فِيْهِ . اخرجه ابن منده

অর্থঃ হযরত ইক্‌রিমাহ্‌ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, কবরের মধ্যে মূমিনকে একখানা কুরআন শরীফ দেওয়া হইবে। সে তাহা দেখিয়া দেখিয়া তলাওয়াত করিবে। –ইবনে মান্দাহ

একটি আশ্চর্য ঘটনা ঃ

نَقَلَ السُّهَيْلُ فِى دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ حُفِرَ قَبْرٌ فِى مَوْطِنٍ فَانْفَتَحَتْ طَاقَةٌ فَاِذَا شَخْصٌ عَلَى السَّرِيْرِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ يَقْرَأُ فِيْهِ وَاَمَامَهُ رَوْضَةٌ خَضْرَاءُ وَذٰلِكَ بِاُحُدٍ وَعُلِمَ اَنَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ لِاَنَّهُ رَاٰى فِى صَفْحَةِ وَجْهِهِ جُرْحًا فَاَوْرَدَ ذٰلِكَ ابْنُ حِبَّانٍ فِى تَفْسِيْرِهٖ

অর্থ ঃ দালায়েলুন-নবুওয়াহ্ কিতাবে জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা কোন স্থানে তাঁহারা একটি কবর খনন করিতেছিলেন। (ঘটনাক্রমে উহার পার্শ্বেই ছিলো আর একটি কবর।) আচমকা ঐ কবরের দিকে বাতায়ন সদৃশ একটি সুড়ঙ্গ হইয়া গেল। দেখেন কি, এক ব্যক্তি তখতের উপর উপবিষ্ট, তাহার সম্মুখে কুরআন শরীফ। সে তাহা তেলাওয়াত করিতেছে। সম্মুখে রহিয়াছে একটি সবুজ বাগান। ঘটনাটি ঘটিয়াছে অহুদ পাহাড়ে। জানা গিয়াছে যে, ঐ ব্যক্তি ছিলেন একজন শহীদ। কারণ, তাঁহার চেহারায় জখমের চিহ্নও দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ফেরেশতা দ্বারা কোরআন পড়াইয়া হাফেয বানানো হইবে ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَسْتَظْهِرْهُ اَتَاهُ مَلَكٌ يُعَلِّمُهُ فِىْ قَبْرِهٖ فَيَلْقَى اللّٰهَ وَقَدِ اسْتَظْهَرَهُ

اخرجه ابوالحسين بن شبران فى فوائده من طريق عطية الاوفى

অর্থঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িল কিন্তু মুখস্থ করার আগেই মরিয়া গেল, একজন ফেরেশতা তাহাকে তাহার

কবরে আসিয়া শিক্ষাদান করিবে। অতঃপর যখন সে আল্লাহ্পাকের সহিত সাক্ষাত লাভ করিবে তখন কুরআনের হাফেয রূপে সাক্ষাত লাভ করিবে, যাহাতে মর্তবার দিক দিয়া কুরআনের হাফেযদের চেয়ে পিছাইয়া না থাকে। এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আতিয়্যাহ বলিয়াছেন যে, ইহার উদ্দেশ্য হইল তাহাকে কুরআন হেফ্য করার পরিপূর্ণ সওয়াব দান করা।

ফায়দা ঃ

কবরের ভিতর নামায পড়া, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা প্রভৃতি আমল কোন দায়িত্ব-কর্তব্য হিসাবে নহে, বরং তাহা হইবে আল্লাহ্পাকের যিকির ও বন্দেগীর স্বাদ-আস্বাদন এবং আরও অধিক মর্তবা প্রাপ্তির জন্য।

কবরে মোমেনদের মজলিস ও আলোচনা ঃ

عَنْ قَيْسِ بْنِ قَبِيْصَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِى الْكَلَامِ مَعَ الْمَوْتٰى قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَتَكَلَّمُ الْمَوْتٰى قَالَ نَعَمْ وَيَتَزَاوَرُوْنَ ـ اخرجه الشيخ ابن حبان فى كتاب الوصايا

অর্থঃ হযরত কায়েছ বিন কাবীছাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করে নাই তাহাকে মৃতদের সাথে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয় না। প্রশ্ন করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তবে কি মুর্দারাও পরস্পর কথাবার্তা বলে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহারা পরস্পর একত্রিতও হয়, পরস্পর কথাবার্তাও বলে। –ইবনু হাব্বান

কবরবাসী কর্তৃক সালামের জওয়াব ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُوْرُ اَخَاهُ وَيَجْلِسُ عِنْدَهٗ اِلَّا اسْتَاْنَسَ بِهٖ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى يَقُوْمَ ـ اخرجه ابن ابى الدنيا فى كتاب المفتون

অর্থঃ হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কেহ তাহার মুসলমান ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে, সেখানে তাহার পাশে বসে, মুর্দা তাহার সালামের জবাব দেয় এবং তাহার সাহচর্যে গভীর প্রীতি ও তৃপ্তি উপভোগ করিতে থাকে-যতক্ষণ না সে তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া যায়। –ইবনু আবিদ্দুনিয়া

কবরস্থ ব্যক্তি পরিচিতজনকে চিনিতে পারে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ اَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ اَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِى الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

اخرجه ابن عبد البر وصححه عبد الحق

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কেহ তাহার এমন কোন মুসলমান ভাইয়ের কবর-পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করে ও সালাম দেয়, দুনিয়াতে যাহার সহিত চেনা-জানা ছিলো, সে কবর হইতে তাহাকে চিনিয়া ফেলে এবং তাহার সালামের জবাব দেয়। –ইবনু আবদিল বার্র

কবর জীবনে শহীদগণের বেহেশত ভ্রমণ ঃ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِىْ حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِىْ اِلٰى قَنَادِيْلَ تَحْتَ الْعَرْشِ -

اخرجه مسلم

অর্থঃ হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, শহীদগণের রূহ্ সবুজ রঙ বিশিষ্ট বেহেশতী পাখীদের দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং ঐ অবস্থাতেই বেহেশতের ভিতরে যেখানে ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহা ইচ্ছা খায়, পান করে। অতঃপর আরশের নিচে 'প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ সমূহে' গিয়া অবস্থান করে। –মুসলিম শরীফ

মোমিনের আত্মার বেহেশ্ত ভ্রমণ ঃ

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّمَا نَسِيْمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَتَعَلَّقُ فِىْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَهُ اللّٰهُ اِلٰى جَسَدِهٖ يَوْمَ يَبْعَثُهُ - اخرجه مالك واحمد والنسائى

অর্থঃ হযরত কা'বা ইবনে-মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মুমিনের রূহ্ একটি পাখির মধ্যে বসবাস করিতে থাকে এবং বেহেশতের বৃক্ষরাজিতে অবস্থান করে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্পাক উক্ত রূহ্কে তাহার দেহে ফিরাইয়া দেওয়া পর্যন্ত তাহার এই অবস্থাই অব্যাহত থাকিবে। –মুয়াত্তা-ই-মালেক, আহমদ, নাসাঈ।
(সামনে ইহার ব্যাখ্যা আসিতেছে।)

আত্মাসমূহের পারস্পরিক পরিচয় ঃ

عَنْ اُمِّ بِشْرِابْنِ الْبَرَاءِ رض اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَتَعَارَفُ الْمَوْتٰى ؟ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ، اَلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ طَيْرٌ خُضْرٌ فِى الْجَنَّةِ فَاِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَتَعَارَفُوْنَ فِىْ رُؤُوْسِ الشَّجَرِ فَاِنَّهُمْ يَتَعَارَفُوْنَ - اخرجه ابن سعد

অর্থঃ উম্মে বিশ্‌র্ ইবনে বারা' রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুর্দাগণ কি আপসে একে অন্যকে চিনিতে পারে? উত্তরে তিনি বলিলেন, আরে পাগলিনী, তোর হস্তদ্বয়ে মাটি ভরুক। (আরবী ভাষায় এ বাক্যটি মমতা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত।) 'নফ্ছে-মুতমায়িন্নাহ্' তথা আল্লাহ্র মর্জি মুতাবিক জীবন যাপনকারী বান্দাগণ বেহেশতের মধ্যে সবুজ পাখীদের দেহাভ্যন্তরে থাকে। পাখীরা যদি বৃক্ষডালে পরস্পরকে চিনিতে পারে, (আর ইহা ত সর্বজন বিদিত যে, অবশ্যই চিনিতে পারে,) তবে আত্মাসমূহও পরস্পরকে চিনিতে পারিবে। –ইবনে সা'দ

কবর জীবনেই বেহেশ্‌তের স্বাদ ঃ

اَخْرَجَ الطَّبْرَانِىُّ فِى مَرَاسِيْلِ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ فِىْ حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ

অর্থঃ জনৈক সাহাবী মুমিনদের রূহ্ সমূহ সম্পর্কে রাসূলে মাকবূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছেন, তাহারা সবুজ রঙের পাঁখীদের দেহাভ্যন্তরে থাকে। বেহেশতের মধ্যে যথায় ইচ্ছা ভ্রমণ ও খানাপিনা করিতে থাকে। –ত্বাবরানী

মুতারজিমের পক্ষ হইতে একটি সংযোজন ঃ

(হাকীমুল-উম্মত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রঃ) তাঁহার স্বরচিত কিতাব 'আল-বাদায়ে'-এর ২৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ "প্রশ্ন উঠে যে, মানুষের রূহ অন্য প্রাণীর দেহে অন্তরিত হইলে মানুষের পশুর রূপে রূপান্তরিত হইয়া যাওয়া অবধারিত বিষয়। তবে ত শহীদ (ও মুমিনগণ) বেহেশতের মাঝে পশুতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রশ্ন দাঁড়ায়। ইহাতে তাহাদের মর্যাদা না হইয়া বরং অপমর্যাদা ও অধঃপতন ঘটাই তো বুঝায়। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, বেহেশতী পাখীরা তাহাদের জন্য পাল্কী (বা উড়ো জাহাজ) প্রভৃতির মত যানবাহন হইবে। রূহ্ সমূহ ঐ যানবাহনে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকিবে।" –সংক্ষেপিত। –মুতারজিম)

সপ্তম আসমানে থাকিয়া আপন বালাখানা দর্শন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ يَنْظُرُوْنَ اِلٰى مَنَازِلِهِمْ فِى الْجَنَّةِ اخرجه اَبُوْ نُعَيْمٍ

অর্থঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলেকারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মুমিনদের রূহ্ সমূহ সপ্তম আসমানে অবস্থান করে। তথা হইতে তাহারা তাহাদের বেহেশতের প্রাসাদ সমূহ দেখিতে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাঃ

বরযখ বা কবর-জগত সম্পর্কে অগণিত হাদীস বর্ণিত আছে। অত্র অধ্যায়ে তন্মধ্য হইতে সাতাইশখানা হাদীস নমূনা হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সাতাইশটি হাদীস ও তৎপূর্বে বর্ণিত হাদীস সমূহ দ্বারা বরযখী জিন্দেগীর সুখ-শান্তি, ইজ্জত ও মর্যাদার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ, জিস্‌মানী ও রূহানী তথা শারীরিক ও আত্মিক নেআমত ও আনন্দের প্রকার সমূহ এই ঃ (১) কষ্ট-ক্লেশ হইতে মুক্তি পাওয়া বা মুক্ত থাকা, (২) বসবাসের জন্য প্রশস্ত ঘর পাওয়া, (৩) হাকিমের কাছে মাকবূল ও সমাদৃত হওয়া, (৪) সাহায্যকারীদের আশ্রয় পাওয়া, (৫) হাকিমের দয়ালু হওয়া, (৬) কোন সহানুভূতিশীল সাথী কাছে থাকা, (৭) অন্ধকারে আলো পাওয়া, (৮) কুরআন শরীফ পাঠ করা, (৯) নামায পড়া, (১০) বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে মেলা-মেশা, উঠা-বসা করা, (১১) নিজের কাছে গমনাগমনকারীদের পক্ষ হইতে উষ্ণ আন্তরিকতা ও মুক্ত মনের ব্যবহার পাওয়া, (১২) সুখে-স্বচ্ছন্দে খানাপিনার ব্যবস্থা থাকা, বিশেষতঃ বেহেশতী নেআমত সমূহ ভোগ করা, (১৩) আরামদায়ক বিছানাপত্র, (১৪) উত্তম ও মনোরম পোশাক-পরিচ্ছদ, (১৫) হাওয়াযুক্ত ঘর-বাড়ি, বিশেষতঃ যেখানে বেহেশতী হাওয়া উপভোগ করার ব্যবস্থা থাকে, (১৬) ভ্রমণের উপযোগী বাগ-বাগিচা থাকা, (১৭) আনন্দদায়ক খবর সমূহ শ্রবণ করা, (১৮) পরস্পর চেনা-পরিচিত হওয়া, (১৯) থাকার জায়গা উত্তম, সুন্দর ও শানদার হওয়া; (বেহেশতের সুন্দর বৃক্ষরাজি অপেক্ষা উত্তম জায়গা আর কোথায়?) (২০) নিজের বেহেশত নিজ চোখে দর্শন করা।

উল্লেখিত হাদীস সমূহে এই সব কিছুরই সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সর্ব রকমের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশের ব্যবস্থার কথা রহিয়াছে। ইহা দ্বারা এই কথা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, সাধারণ মানুষ মুর্দাগণ সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে যে, মুর্দা বড়ই অসহায়, নিরুপায় ও স্বজন-আপন হারাইয়া দারুণ নির্জনতা-নিঃসঙ্গতার যাতনায় পিষ্ট হইতে থাকে, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সুখের সকল উপকরণই সেখানে বর্তমান থাকিবে। বরং আলমে-বরযখের তথা কবর-জগতের সুখ-সামগ্রী দুনিয়ার জীবনের যেকোন সুখ-সামগ্রী অপেক্ষা ঢের, প্রচুর, শ্রেষ্ঠ। হাঁ, সুখের কোন কোন সামান সেখানে অনুপস্থিত থাকিবে, যেমন বিবাহ-শাদী ইত্যাদি। ইহার রহস্য এই যে, আলমে-বরযখে রূহানী কাইফিয়াত বা আত্মার শক্তি, কার্যকারিতা ও

আত্মিক সুখ-শান্তিই প্রবল থাকে। দেহের চাহিদা, আবেগ, উচ্ছ্বাস তথায় যেন নিঃশেষিতই হইয়া যায়। ফলে, বিবাহ-শাদীর প্রয়োজনই সেখানে থাকে না। এবং এই কারণেই কিয়ামত কালে যখন বেহেশতে গমন করিবে তখন প্রত্যেককে তাহার দুনিয়ার দেহ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তখন দেহজনিত জোশ্-জয্‌বা, আবেগ-উচ্ছ্বাস আবার উথলিয়া উঠিবে। তাই, পরমা সুশ্রী-সুন্দরী অনেক হূরও তখন দান করা হইবে। কিন্তু, শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইলেও খাদ্য গ্রহণের খায়েশ হইতে পারে; যেমনটা হয় শিশুদের বেলায় এবং প্রাণ-ওষ্ঠাগত ক্ষীণ-দেহ রোগীর বেলায়। এজন্যই হাদীছ শরীফে বলা হইয়াছে ঃ "মূমিনদের রূহ্ সবুজ পাখীদের দেহ-মধ্যে আরোহণ করিয়া বেহেশতের বাগ-বাগিচায় ভ্রমণ ও ফল-মূল গ্রহণ করিতে থাকিবে।

এই অধ্যায় সম্পর্কে আরও জরুরী কথাঃ

মুক্তিবিধানের খোদায়ী এন্তেযাম ঃ

এই অধ্যায়ে মৃত বান্দাদের জন্য যত প্রকার নেআমতের কথা উল্লেখ হইয়াছে উহাদের কোনটির সম্পর্ক তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত আমলের সাথে; যেমন, ঈমান গ্রহণ করা, শরীঅতের বিধান অনুসারে নেক আমল সমূহ সম্পাদন করা। আর কোনটির সম্পর্ক বান্দার ক্ষমতা-বহির্ভূত বিষয়ের সাথে- যেমন, প্রবাসে-বিদেশে, জুমুআ দিবসে অথবা পেটের পীড়ায় মৃত্যু বরণ করা। ইহা আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ করুণা যে, তিনি বান্দার স্বেচ্ছাকৃত না হওয়া সত্ত্বেও এ সকল অবস্থার প্রেক্ষিতেও তাহাকে সওয়াব ও পুরস্কার দান করেন। কিন্তু বান্দা যখন মারা যায় তখন উল্লেখিত উভয় প্রকারের অবস্থা ও আমল -যাহা দ্বারা সে সওয়াব কামাইতেছিল, উহার অবসান ঘটিয়া যায়। ফলে, উহা দ্বারা কোনও সওয়াব আর হয়না।

কিন্তু পরম দয়ার সাগর মা'বূদেপাক বান্দার মরণের পরেও তাহার সওয়াব জারী রাখার জন্য দুইটি বিকল্প ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাহার সওয়াব অব্যাহত থাকে এবং প্রতি মুহূর্তে সওয়াব ও পুরস্কারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, মর্তবা এবং সৌন্দর্য্যও বর্ধিত হয়। এক, মহান মা'বূদ বান্দার জন্য এমন কিছু আমল নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, বান্দার মৃত্যুর পরও উহার সওয়াব চালু থাকে। শরীঅতের পরিভাষায় এই জাতীয় কর্মসমূহকে 'আল্-বাকিয়াতুছ্ ছালেহাত' বলা হয়। অর্থাৎ ঐ সকল নেক

কাজ যাহার বিনিময় অব্যাহত থাকে। দুই, ঐ সকল নেক কাজ যে, মুর্দা ব্যক্তি নিজে তো তাহা করে নাই, কিন্তু অন্য মুসলমানগণ নেক আমল করিয়া উহার সওয়াব তাহার জন্য বখশিশ করিয়া দেন। শরীঅতের পরিভাষায় ইহাকে 'ঈছালে-ছওয়াব' বলে। তাই উক্ত বিষয়দ্বয় সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস উল্লেখ করাও মুনাসিব মনে করিতেছি। হাদীসের আলোকে উক্ত পথ দুইটি ব্যতীত তৃতীয় আরও একটি পথের সন্ধান মিলে যাহা দ্বারা মুর্দা ব্যক্তিগণ উপকৃত হইয়া থাকে। অথচ উহার সহিত না মুর্দার কোন আমলের সম্পর্ক আছে, না কোন জীবিত ব্যক্তির কোন কর্মের স্পর্শ আছে। উহা আল্লাহ্‌পাকের রহমত ও মমতার পথ বৈ নহে। উহা 'রহ্‌মতে হক্ বাহানা মী জোইয়াদ' (আল্লাহর রহমত যে বাহানা তালাশ করে) তাহারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই বয়ানের শেষদিকে তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কিত কিছু হাদীসও উল্লেখ করা হইবে।

মৃত্যুর পরও তিনটি আমলের সওয়াব জারী ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلٰثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ ـ اخرج البخارى فى الادب ومسلم ـ شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ যখন মারা যায়, তাহার সমস্ত আমল মওকূফ হইয়া যায়। শুধুমাত্র তিনটি কাজ এমন আছে যাহা মৃত্যুর পরও কার্যকর থাকে। একটি সাদ্‌কায়ে জারীয়া (এমন কোন নেক কাজ যাহার কল্যাণফসল মানবগণ ভোগ করিতে থাকে, যেমন ওয়াক্‌ফের সম্পদ মসজিদ, মাদ্রাসা, পুল, পানির কল, কূপ ইত্যাদি।) আর একটি হইতেছে তাহার সেই দ্বীনি এল্‌ম্ যাহা দ্বারা মানুষের উপকার হইতে থাকে। (যেমন, তাহার লেখা কিতাব-পুস্তক, তাহার দ্বীনী শিক্ষাদানের উত্তরাধিকার, ওয়ায-নসীহত)। তৃতীয়টি হইল নেক সন্তান, যে তাহার কল্যাণে দোআ করে। -বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

ঐ তিনটির সহিত আরও একটি

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَرْبَعَةٌ تَجْرِىْ عَلَيْهِمْ اُجُوْرُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ، مُرَابِطٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ عَلَّمَ عِلْمًا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَجْرُهَا لَهُ مَاجَرَتْ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًاصَالِحًا يَدْعُوْلَهُ . اخرجه احمد

অর্থ ঃ হযরত আবূ উমামা (রাঃ) রাসূলে-কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, চার ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও তাহাদের কর্মের সওয়াব অব্যাহত থাকে। প্রথম, যে ব্যক্তি জেহাদের সময় সীমান্ত প্রহরা দেয়। দ্বিতীয়, যে এল্‌মেদ্বীন শিক্ষাদান করে। তৃতীয়, যে ব্যক্তি এমন কোন দান-সাদ্‌কা করে যাহার সুফল অব্যাহত থাকায় তাহার সওয়াবও অব্যাহত থাকে। চতুর্থ, যে ব্যক্তি এমন কোন নেক সন্তান রাখিয়া যায় যে তাহার জন্য দোআ করিতে থাকে। –মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ

নেক কাজ চালু করিয়া গেলে অঢেল সওয়াব ঃ

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَرْفُوْعًا : مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ . الحديث . اخرجه مسلم . شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বাণী বর্ণিত আছে যে, কেহ কোন নেক কাজ বা সুপথ প্রতিষ্ঠা বা চালু করে, সে উহার সাওয়াব লাভ করিবে। উপরন্তু, তাহার পরবর্তীতে যাহারা সেই পথে চলিবে, তাহাদের সমপরিমাণ সাওয়াবও সে পাইতে থাকিবে। ইহাতে তাহাদের সাওয়াবে কোন কমতিও হইবে না। –মুসলিম শরীফ

একটি আয়াত বা একটি মাস্‌আলা শিক্ষাদানের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সওয়াব বৃদ্ধিকরণ ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض مَرْفُوْعًا : مَنْ عَلَّمَ اٰيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَوْ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ اَنْمَى اللّٰهُ اَجْرَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . اخرجه ابن عساكر . شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হইতে রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর ইরশাদ বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি মাত্র আয়াত অথবা এলমে-দ্বীন সংক্রান্ত একটি 'বাব' তথা একটিমাত্র মাসআলাও শিক্ষাদান করে, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ কিয়ামত পর্যন্ত উহার সওয়াব বৃদ্ধি করিতে থাকেন। –ইবনে আসাকির

কবরে শুইয়া থাকিয়া অসংখ্য নেকী অর্জনের পন্থা ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ مِمَّنْ يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ حَسَنَاتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ عِلْمًا نَشَرَهٗ اَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهٗ اَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهٗ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ . الحديث . اخرجه ابن ماجة وفى رواية عن انس مرفوعا اَوْغَرَسَ نَخْلًا . اخرجه ابو نُعَيْمٍ . شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মূমিনের মৃত্যুর পরও যে সকল নেক কর্মের সওয়াব সে পাইতে থাকে তন্মধ্যে রহিয়াছে ঃ **এক.** দ্বীনের যে এল্‌ম ও জ্ঞান সে ছড়াইয়া দিয়াছে, **দুই.** যে নেক্‌কার সন্তান সে রাখিয়া গিয়াছে; **তিন.** যে কুরআন শরীফ উত্তরাধিকার হিসাবে রাখিয়া গিয়াছে; **চার.** যে মসজিদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছে, **পাঁচ.** মুসাফিরখানা যাহা সে বানাইয়া গিয়াছে, **ছয়.** যে পানির নহর (খাল-ঝর্ণা-কল প্রভৃতি) প্রবাহিত করিয়া গিয়াছে। হযরত আনাস (রাঃ)

কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস অনুযায়ী ঃ সাত. (মানুষের কল্যাণে) যে বৃক্ষ সে লাগাইয়া গিয়াছে। –ইবনে মাজাহ, আবূ নুআইম

সন্তানের ক্ষমাপ্রার্থনার ফলে পাহাড় সমূহ বরাবর ছাওয়াব দান ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اَنّٰى لِىْ هٰذِهٖ؟ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ـ

اخرجه الطبرانى ـ شرح الصدور

অর্থঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্পাকের কোন কোন নেক বান্দা এমনও হইবে যে, আল্লাহ্পাক বেহেশতের মধ্যে তাহাকে কোন বিশেষ বুলন্দ মর্তবা দান করিবেন, তখন সে বলিবে, হে আমার পালনকর্তা, আমি এই নেআমত প্রাপ্ত হইলাম কিভাবে? আল্লাহ বলিবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফেরাতের দোআ করিয়াছে, অর্থাৎ তোমার গুনাহের ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়াছে। ইহা তাহারই প্রতিদান। –ত্বাবরানী

وَاَخْرَجَ اَيْضًا عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَتْبَعُ الرَّجُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ اَمْثَالُ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اَنّٰى هٰذَا؟ فَيُقَالُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ـ شرح الصدور

অর্থঃ ত্বাবরানীতে আরও বর্ণিত আছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন কোন কোন বান্দা তাহার পাশে পাহাড় সমূহ বরাবর নেকী আর নেকীর ঢের দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিবে, আরে! নেকীর এই ঢের আসিল কোথা হইতে? কিভাবে? উত্তরে বলা হইবে, ইহা তোমার সন্তানাদি কর্তৃক তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ফসল। –শরহুছ-ছুদুর

প্রিয়জনদের দোআর জন্য মৃতদের অপেক্ষা এবং জীবিতদের পক্ষ হইতে সমগ্র পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ উপহার ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الْمَيِّتُ فِىْ قَبْرِهٖ اِلَّا شِبْهُ الْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ وَلَدٍ اَوْصَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَهُ كَانَتْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَاءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ ـ اخرجه البيهقى فى شعب الايمان

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, কবর মাঝে মুর্দা ব্যক্তির অবস্থা পানির ভিতরে ডুবিয়া গিয়া সাহায্যের তরে প্রতীক্ষমাণ ব্যক্তির মত। সে তাহার বাবা-মা, সন্তানাদি ও বন্ধুদের দোআর অপেক্ষায় থাকে। ইহাদের কাহারও দোআ তাহার নিকট পৌছিয়া গেলে সে উহাকে সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যকার সবকিছু অপেক্ষা প্রিয় ও উত্তম বলিয়া অনুভব করে। আল্লাহ্পাক দুনিয়াবাসীদের দোআর উছিলায় কবরবাসীদিগকে পাহাড় সমূহ বরাবর সওয়াব দান করেন। আর মৃতদের জন্য জীবিতদের হাদিয়া হইল তাহাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা। –বায়হাকীর শুআবুল-ঈমান

মৃতদের জন্য দান-খয়রাত ঃ

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رض اَنَّهٗ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اَلْمَاءُ، فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ، هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ ـ اخرجه احمد والاربعة ـ شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ) আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, আমার মা মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। এখন কোন্ ধরনের দান-সদকা করা সর্বাধিক উত্তম হইবে? তিনি বলিলেন, মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করা। অতঃপর সা'দ একটি কূপ খনন করিলেন। এবং বলিলেন, ইহা সা'দের মাকে সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত। –মুসনাদে আহমদ, আবূ দাঊদ ইত্যাদি

দান-সদ্কার মধ্যে মা-বাপের জন্য নিয়ত করা ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا تَصَدَّقَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ اَبَوَيْهِ فَيَكُوْنُ لَهُمَا اَجْرُهَا وَلَا يَنْتَقِصُ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا ـ

اخرجه الطبرانى ـ شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন নফল সাদকা-খায়রাত করে তখন মা-বাপের পক্ষ হইতেও যেন দান-এর নিয়ত করে। ফলে, তাহারা ইহার সাওয়াব পাইয়া যাইবেন। অথচ, দানকারীর সওয়াবও তিলমাত্র কম হইবে না। –ত্বাবরানী

মৃতের সন্তানাদির প্রতি বিশেষ উপদেশ ঃ

عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ اَنْ تُصَلِّىَ عَنْهُمَا مَعَ صَلَوَاتِكَ وَاَنْ تَصُوْمَ عَنْهُمَا مَعَ صِيَامِكَ وَاَنْ تَصَدَّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ ـ اخرجه ابن ابى شيبة ـ شرح الصدور

অর্থ ঃ হাজ্জাজ ইবনে দীনার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে-আক্রাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাঁহাদের

খেদমতের পর তাঁহাদের মরণোত্তর খেদমতের পথ হইল, তাঁহাদিগকে সওয়াব দানের জন্য তোমার নামাযের সাথে তাঁহাদের জন্যও নামায পড়িবে, তোমার রোযার সঙ্গে তাঁহাদের পক্ষ হইতেও রোযা রাখিবে, তোমার দান-সাদ্কার সাথে তাঁহাদের পক্ষ হইতেও দান-সাদকা করিবে। (অর্থাৎ নিজের ফরয এবাদত সমূহ ব্যতীত যে সকল নফল এবাদত করিবে, উহার ছাওয়াব পিতা-মাতার জন্য দান করিয়া দিবে।) –ইবনে আবি শাইবাহ্

মৃতদের জন্য কোরআন তেলাওয়াত ঃ

اَخْرَجَ الْخَلَّالُ فِى الْجَامِعِ عَنِ الشَّعْبِىِّ رح قَالَ : كَانَتِ الْاَنْصَارُ اِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ اِخْتَلَفُوْا اِلٰى قَبْرِهٖ يَقْرَءُوْنَ لَهُ الْقُرْاٰنَ ـ شرح الصدور ـ قُلْتُ : لَوْلَمْ يَصِلْ عِنْدَهُمْ لَمَا قَرَءُوْا وَاعْتِقَادُهُمُ الْوُصُوْلَ لَايَكُوْنُ بِلَادَلِيْلٍ فَثَبَتَ الْوُصُوْلُ

অর্থ ঃ শ্রেষ্ঠতম তাবেঈ হযরত ইমাম শা'বী (রঃ) বলেন, মদীনাবাসী আনসার শ্রেণীর সাহাবীদের অভ্যাস ছিল, কেহ মরিয়া গেলে তাঁহারা বারংবার ঐ মৃতের কবর যিয়ারত করিতে যাইতেন, তখন কুরআন শরীফ পাঠ করিয়া মৃতের জন্য সওয়াব বখশিশ করিয়া দিতেন।

(ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) বলেন) আমি বলিব, কুরআন পাঠের সওয়াব মৃতের রূহে যদি না পৌঁছাইত এবং সাহাবীগণ যদি সওয়াব পৌঁছিবার বিশ্বাস পোষণ না করিতেন, তবে মৃতদের জন্য তাঁহারা কুরআন পাঠ করিতেন না। এবং তাঁহাদের এ বিশ্বাস কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতীত হইতে পারে না। আর তাঁহাদের কাছে রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বাণী ভিন্ন আর কোন্ দলীল থাকিবে? অতএব, ইহা দ্বারা কুরআনের সওয়াব পৌঁছানো প্রমাণিত হইয়া গেল। –শরহুছছুদুর

কবর-জগতে নেক্‌কার প্রতিবেশীর দ্বারা অন্যান্য কবরবাসীর উপকার ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ يَنْفَعُ الْجَارُ الصَّالِحُ فِى الْاٰخِرَةِ؟ قَالَ : هَلْ يَنْفَعُ فِى الدُّنْيَا؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ : كَذٰلِكَ فِى الْاٰخِرَةِ. اخرجه المالينى.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, আখেরাতে দ্বীনদার-নেক্‌কার প্রতিবেশী দ্বারা কোন উপকার হয় কি? তিনি বলিলেন, দুনিয়াতে কি কোন উপকার হয়? প্রশ্নকারী বলিল, জ্বী-হাঁ, হয়। তিনি বলিলেন, অনুরূপ আখেরাতেও উপকার হয়।

একজন বুযুর্গের উছীলায় চল্লিশ জনের নাজাত ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعِ الْمُزَنِيِّ رض قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَدُفِنَ بِهَا فَرَاٰهُ رَجُلٌ كَاَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاغْتَمَّ لِذٰلِكَ ثُمَّ اُرِيَهُ بَعْدَ سَابِعَةٍ اَوْثَامِنَةٍ كَاَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَسَاَلَهُ قَالَ : دُفِنَ مَعَنَا رَجُلٌ مِنَ الصَّالِحِيْنَ فَشُفِّعَ فِىْ اَرْبَعِيْنَ مِنْ جِيْرَانِهٖ فَكُنْتُ فِيْهِمْ . اخرجه ابن ابى الدنيا . شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে' মুযানী (রঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যু বরণ করিলে সেখানেই তাহাকে দাফন করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিতে পাইল যে, উক্ত মুর্দা জাহান্নামবাসী হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সে চিন্তিত হইল। সাত-আট দিন পর পুনরায় দেখিল যে, সে এখন বেহেশতবাসী হইয়া গিয়াছে। মৃতকে সে ইহার রহস্য কি জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিল, আমাদের পাশে একজন নেক্‌কারকে দাফন করা হইয়াছে। তাঁহার পার্শ্ববর্তী চল্লিশ ব্যক্তির জন্য তাঁহার সুপারিশ কবূল হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন আমিও। –ইবনু আবিদ দুনিয়া, শরহুছ-ছুদূর

কবরে বৃক্ষডাল লাগানো ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَفِى الْحَدِيْثِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا؟ فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا . متفق عليه . مشكوة

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দুইটি কবরের নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিতে লাগিলেন, ইহাদের উপর আযাব হইতেছে। অতঃপর তিনি খেঁজুরের একটি তাজা ডাল লইয়া মধ্যখান বরাবর চিরিয়া দুই ভাগ করতঃ প্রত্যেক কবরের উপর একটি অংশ গাড়িয়া দিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম! কি উদ্দেশ্যে আপনি অনুরূপ করিলেন? তিনি বলিলেন, যতক্ষণ এই ডাল শুকাইয়া না যাইবে, ততক্ষণ তাহাদের আযাব হালকা থাকিবে বলিয়া আমি আশা করি।
–বোখারী, মুসলিম, মেশকাত

عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَابَرْزَةَ كَانَ يُوْصِىْ اِذَا مُتُّ فَضَعُوْا فِىْ قَبْرِىْ مَعَ جَرِيْدَتَيْنِ . اخرجه ابن عساكر . شرح الصدور . وَفِيْهِ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ اَصْلٌ فِىْ غَرْسِ الْاَشْجَارِ عِنْدَ الْقُبُوْرِ

অর্থ ঃ হযরত কাতাদাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বারাযাহ্‌ (রাঃ) অছিয়ত করিতেন যে, আমি মরিয়া গেলে আমার কবরে খেঁজুরের দুইখানা ডালি রাখিয়া দিও। –ইবনে আসাকির, শরহুছ-ছুদূর

শরহুছ-ছুদূরে বলা হইয়াছে, কবরের নিকট গাছ-গাছালি লাগানোর ভিত্তি হইল এই হাদীস শরীফ।

ক্ষমা করার কত বাহানা ঃ

ভাঙ্গা কবর ও জীর্ণ-শীর্ণ কাফন দেখিয়া

রহমতের দরিয়ায় ঢেউ ঃ

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : مَرَّ اَرْمِيَاءُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرٍ يُعَذَّبُ اَهْلُهَا فَلَمَّا اَنْ كَانَ بَعْدَ سَنَةٍ مَرَّ بِهَا فَاِذَا الْعَذَابُ قَدْ سَكَنَ عَنْهَا فَقَالَ : قُدُّوْسُ! قُدُّوْسُ! مَرَرْتُ بِهٰذِهِ الْقُبُوْرِ عَامَ الْاَوَّلِ وَاَهْلُهَا مُعَذَّبُوْنَ وَمَرَرْتُ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَقَدْسَكَنَ الْعَذَابُ عَنْهَا فَاِذَا النِّدَاءُ مِنَ السَّمَآءِ : يَا اَرْمِيَاءُ تَمَزَّقَتْ اَكْفَانُهُمْ وَتَمَعَّطَتْ شُعُوْرُهُمْ وَدَرَسَتْ قُبُوْرُهُمْ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِمْ فَرَحِمْتُهُمْ وَهٰكَذَا اَفْعَلُ بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ الدَّارِسَاتِ وَالْاَكْفَانِ الْمُتَمَزِّقَاتِ وَالشُّعُوْرِ الْمُتَمَعِّطَاتِ . اخرجه ابن النجار فى تاريخه . شرح الصدور

অর্থ ঃ ওয়াহ্‌ব্‌ ইবনে মুনাব্বেহ্‌ (রঃ) বলেন, পয়গম্বর হযরত আর্‌মিয়া (আলাইহিছ-ছালাতু ওয়াছ্‌ছালাম) এমন কতগুলি কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যেখানে সকল কবরবাসীর উপর আযাব হইতেছিল। এক বৎসরান্তে আবার সেই স্থান দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, তাহাদের আযাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন, হে চির পাক-পবিত্র মা'বূদ! হে চির পাক-পবিত্র মা'বূদ! প্রথম বৎসর আমি এই কবর সমূহ অতিক্রম করিলাম, তখন তো আযাব চলিতেছিল। আর এই বৎসর যখন অতিক্রম করিলাম, দেখিলাম আযাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। (জানিনা তোমার কি রহস্য ইহাতে বিদ্যমান?)

আচানক আসমান হইতে আওয়াজ আসিল, হে আর্‌মিয়া, ইহাদের কাফন সমূহ ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সমস্ত চুলগুলি ঝরিয়া পড়িয়াছে। ইহাদের কবর সমূহ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এহেন

অসহায় অবস্থায় যখন আমি তাহাদের দিকে তাকাইলাম, আমার রহমত ও মায়া-মমতা উথলিয়া উঠিল। (ফলে, আমি ইহাদের প্রতি আযাব রহিত করিয়া দিয়াছি)। যাহাদের কবর ভাঙিয়া-চুরিয়া চিহ্নহীন হইয়া যায়, যাহাদের কাফনের কাপড় বিদীর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায় এবং যাহাদের চুলগুলি ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তাহাদের সহিত আমি এইরূপ দয়া ও ক্ষমার ব্যবহারই করিয়া থাকি। –শরূহছ-ছুদূর

একটি সংশয় ও তাহার নিরসন ঃ

সন্দেহ জাগিতে পারে যে, এই অধ্যায়ে ও তৎপূর্বে বর্ণিত হাদীস সমূহ শ্রবণে মউতের প্রতি মহব্বত ও আগ্রহ তো তখন পয়দা হইত যদি না ইহার বিপরীতে ঐ সকল হাদীস বর্তমান থাকিত যাহাতে অনেকের জন্য মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী যামানাকে কঠিন মুসীবত ও যন্ত্রণাপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, যে সব কারণে তথা যে সকল নাফরমানীর দরুন উক্ত মুসীবত সমূহে গ্রেফতার হইতে হইবে, ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে অবশ্যই তাহা হইতে বিরত থাকা যায়। ইহার ক্ষমতা সকলের মধ্যেই বর্তমান আছে। অতএব, যাহারা ঐ সকল বিপদের শিকার হয়, বস্তুতঃ তাহারা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তোলে। ইহার তদবীর তো তাহার হাতের মুঠায়ই মওজুদ রহিয়াছে। হিম্মত করিয়া সাহস করিয়া পাপাচার বর্জন করিয়া দিলে কেন সে ঐ মুসীবতের শিকার হইবে ? এই ধরনের নিরর্থক সংশয় যদি পোষণ করা হয় তাহা হইলে দুনিয়াতে কোন উত্তম-ছে-উত্তম বস্তুও এমন মিলিবেনা যাহার প্রতি মহব্বত ও আসক্তি পয়দা হইতে পারে। কারণ, সেক্ষেত্রেও এই প্রশ্নই দাঁড়াইবে যে, এই বেহ্‌তর ও কল্যাণকর বস্তুটি লাভ করিবার জন্য যে সকল পথ-পন্থা রহিয়াছে উহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিলে তাহা অর্জনে অবশ্যই আমাকে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হইতে হইবে।

আমরা যে হাদীস সমূহ এখানে লিখিয়াছি ইহা একমাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়াই লিখিয়াছি যে, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থাদির চিন্তা করিয়া অন্তরে সাধারণতঃ যে ভয়-ভীতির উদ্রেক হয়, ইহাদের পড়া-শোনার বদৌলতে তাহা যেন দূরীভূত হইয়া যায়। উল্লেখিত ফযীলত ও নেআমত সমূহ হাসিল করিতে হইলে সেই মুতাবিক আমলও যে করিতে হইবে, তাহা ত সুস্পষ্ট বিষয়। আমাদের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, বর্ণিত সুখ-শান্তি ও নেআমত সমূহের

পাইকারী ওয়াদা রহিয়াছে। তজ্জন্য কিছুই করিতে হইবে না; কিংবা বল প্রয়োগ করিয়া তাহা আদায় করা যাইবে; এমন দায়িত্বও কেহ গ্রহণ করিতে পারে না। পরন্তু, গুনাহ্ ও পাপাচারের জঘন্যতার প্রতি নজর রাখিয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, পাপীদিগকে যে সকল দুঃখ-কষ্ট ভোগানো হয় উহার মাঝেও কিছু আসানী ও করুণা করা হয়। সেই কিঞ্চিৎ আসানীও কল্যাণের ইঙ্গিতশূন্য নহে। বরং উহার ভিতরে আশার আলো জ্বলিতে থাকে। আসুন, এই সম্পর্কে কিছু হাদীস শুনাইয়া দিতেছি।

মৃত্যুকালে পাপীকেও সুসংবাদ ও সান্ত্বনা দান ঃ

فِى الْفِرْدَوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا : اِذَا اَمَرَ اللّٰهُ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ اَرْوَاحِ مَنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ مِنْ مُذْنِبِىْ اُمَّتِىْ قَالَ : بَشِّرْهُمْ بِالْجَنَّةِ بَعْدَ انْتِقَامِ كَذَا وَكَذَا عَلٰى قَدْرِ مَا يَعْمَلُوْنَ يُحْبَسُوْنَ فِى النَّارِ فَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুর বর্ণনা, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তাআলা যখন দোযখের উপযুক্ত আমার কোন গুনাহ্গার উম্মতের রূহ্ কবয করার হুকুম দেন, তখন মালাকুল মউতকে ডাকিয়া বলেন, (হে মালাকুল-মউত!) এই গুনাহ্গারদিগকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিও যে, নিজ নিজ পাপের দরুন, নিজ হাতে উপার্জিত কর্মফলের দরুন এত এত পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর তোমরা বেহেশত লাভ করিবে। কারণ, আল্লাহ্ সুব্হানাহু সকল দয়ালু অপেক্ষা বড় দয়ালু, সকল মেহেরবান অপেক্ষা বড় মেহেরবান। মুসনাদে ফিরদাউস

কবর-জগত সম্পর্কে বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম -এর মর্মবিদারী প্রশ্ন ও হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক জবাব ঃ

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض : يَا عُمَرُ كَيْفَ بِكَ اِذَا اَنْتَ مُتَّ فَقَاسُوْا لَكَ ثَلٰثَةَ اَذْرُعٍ وَشِبْرًا فِىْ ذِرَاعٍ وَشِبْرٍ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْكَ

وَغَسَلُوْكَ وَكَفَّنُوْكَ وَحَنَّطُوْكَ ثُمَّ احْتَمَلُوْكَ حَتّٰى يَضَعُوْكَ فِيْهِ ثُمَّ يُهِيْلُوْا عَلَيْكَ التُّرَابَ فَاِذَا انْصَرَفُوْا عَنْكَ اَتَاكَ فَتَّانَا الْقَبْرِ مُنْكَرٌ وَّنَكِيْرٌ . اَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ وَاَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ فَتَلْتَلَاكَ وَتَرْتَرَاكَ وَهَوَّلَاكَ فَكَيْفَ بِكَ عِنْدَ ذٰلِكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِىْ عَقْلِىْ ؟ قَالَ نَعَمْ . قَالَ اِذَنْ اَكْفِيْهِمَا . اخرجه ابونعيم وابن ابى الدنيا والبيهقى . وَفِىْ رِوَايَةٍ قَوْلُ عُمَرَ : اَتُرَدُّ اِلَيْنَا عُقُوْلُنَا ؟ قَالَ نَعَمْ كَهَيْئَتِكُمُ الْيَوْمَ . الحديث اخرجه احمد والطبرانى . شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত আতা' বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেন, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত উমর (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, হে উমর! তোমার কি অবস্থা হইবে? যখন তোমার রূহ্ বাহির হইয়া যাইবে, আর লোকেরা তোমার জন্য সাড়ে তিন হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া কবর মাপিতে ও খনন করিতে যাইবে। অতঃপর তোমার কাছে ফিরিয়া আসিবে। তোমাকে গোসল দিবে, কাফন পরাইবে, খোশবু মাখিবে। তারপর তোমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে এবং কবরের মধ্যে রাখিয়া দিবে। অনন্তর তোমার উপর মাটি ঢালিয়া দিবে। অতঃপর লোকজন চলিয়া গেলে কবরদেশের দুইজন পরীক্ষক মুনকার-নকীর আসিয়া হাযির হইবে। তাহারা বজ্রের মত বিকট আওয়াজে গর্জিয়া উঠিবে। ঝলকানো বিজলীর মত চক্ষুযুগলের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। তোমাকে কাঁপাইয়া তুলিবে। হুমকি-ধমকি মারিয়া কথা বলিবে। তোমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া ফেলিবে। উমর! তখন তোমার কি অবস্থা হইবে?

তিনি আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি কি তখন বহাল থাকিবে? হুযূর বলিলেন, হাঁ, বহাল থাকিবে। উমর বলিলেন, তবে ত আমি তাহাদিগকে যথোপযুক্ত জবাব দিয়া দিব; কোন সমস্যাই বোধ করিবো না। --- অন্য রেওয়ায়াতে আছে, উমর

বলিলেন, তখন কি আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে? হুযূর জবাব দিলেন, হাঁ,তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি এখন যেভাবে আছে তখনও সেরূপই প্রদান করা হইবে। –আবূ নুআইম, ইবনু আবিদ-দুনিয়া, বায়হাকী, মুসনাদে আহমদ, ত্বাবরানী

কবরের হিসাবও নাজাতের বাহানা স্বরূপ ঃ

اَخْرَجَ الْحَكِيْمُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ فِى الْقَبْرِ حِسَابٌ وَفِى الْاٰخِرَةِ حِسَابٌ فَمَنْ حُوْسِبَ فِى الْقَبْرِ نَجَا وَمَنْ حُوْسِبَ فِى الْقِيَامَةِ عُذِّبَ. قَالَ الْحَكِيْمُ : اِنَّمَا يُحَاسَبُ الْمُؤْمِنُ فِى الْقَبْرِ لِيَكُوْنَ اَهْوَنَ عَلَيْهِ غَدًا فِى الْمَوْقِفِ فَيُمَحَّصُهُ فِى الْبَرْزَخِ لِيَخْرُجَ مِنَ الْقَبْرِ وَقَدِ اقْتَصَّ مِنْهُ. شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত হাকীম তিরমিযী (রঃ) হযরত হুযাইফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বরাত দিয়া হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক হিসাব হয় কবরে, আরেক হিসাব হয় আখেরাতে। যাহার হিসাব কবর মাঝেই সমাপ্ত হইল, সে নাজাত পাইয়া গেল। আর কিয়ামতে যাহার হিসাব লওয়া হইল, সে আযাবের শিকার হইল। হাকীম তিরমিযী (রঃ) ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মূমিনের হিসাব কবর মাঝেই লওয়া হয় যাহাতে কিয়ামত দিবসে সহজ হইয়া যায়। এজন্য আল্লাহ্পাক বরযখী জীবনে মোমেনকে কিছুটা কষ্ট দিয়া গুনাহ্ হইতে পাক-সাফ্ করিয়া নেন, যেন কবর মাঝেই প্রায়শ্চিত্ত খতম হইয়া যায় এবং কাল কিয়ামতে মুক্তি মিলিয়া যায়। (আর অমুসলমানদের হিসাব হইবে কিয়ামত দিবসে। সেই হিসাবের আগে কবর মাঝেও তাহারা আযাব ভুগিতে থাকে।) –শরহুছ্-ছুদূর

হৃদয়স্পর্শী আলোচনা ঃ

প্রথম হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মুমূর্ষু-লগ্নে গুনাহ্গার মুসলমানকেও বেহেশতের সুসংবাদ দান করা হয়। হযরত থানবী (রঃ)-এর অত্র কিতাবের টীকাকার (ও হযরত থানবীর বিশিষ্ট খলীফা) মুহাম্মদ মুস্তফা আরয করিতেছি, এই সুসংবাদের সঙ্গে যদিও আযাবের কথাও উল্লেখ আছে

যে, তোমার অমুক অমুক নাফরমানীর শাস্তি ভোগের পর তোমাকে বেহেশত দেওয়া হইবে। কিন্তু এখানে অবস্থাটি সেই অপরাধীর মত যে চূড়ান্ত ফাঁসীর বিশ্বাসে প্রহর গুণিতেছে। এমনি মুহূর্তে হঠাৎ তাহাকে শুনানো হইল যে, তোমার ফাঁসী রহিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পরিবর্তে মাত্র সাত বছরের সাজা ভোগ করিতে হইবে। সাত বছর অতিবাহিত হইবার পর পঞ্চাশটি গ্রামও তোমাকে প্রদান করা হইবে। তখন তাহার ফূর্তির কি কোন সীমা থাকিবে? ইহা ছাড়া, মৃত্যুলগ্নে তো শুধুমাত্র আযাবের খবরই শুনানো হইবে। কিন্তু অপরাধীর নাজাত ও ক্ষমা পাইবার মত একাধিক রাস্তা তখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন, তাহার সন্তানদিগের দোআ, কোন মুসলমানের দোআ, কোন সাদ্কায়ে জারিয়া অথবা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কর্তৃক শাফাআত কিংবা অন্যান্য মূমিনগণের শাফাআত কিংবা অবশেষে আর্হামুর-রাহিমীনের করুণার দৃষ্টি। এই সবকিছু হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত।

দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মূমিন ব্যক্তি মুনকার-নকীরকে ঠিক-ঠিক উত্তর দিবে। কারণ, হযরত উমর তাঁহার প্রশ্নে 'আমাদের' কথাটি প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'আমাদের বিবেক-বুদ্ধি' কি তখন বহাল থাকিবে? ফেরত দেওয়া হইবে? জবাবে হুযূর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, হাঁ। ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, বিষয়টি শুধু হযরত উমরের জন্যই নহে বরং সকল মূমিনের জন্যই তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। অতএব, প্রমাণিত হইল যে, সওয়াল-জওয়াবের সময় প্রত্যেক মূমিনের বিবেক-বুদ্ধি স্থির থাকিবে। আর বিবেক-বুদ্ধি ঠিক থাকিলে জবাবও যে ঠিক-ঠিক দেওয়া যাইবে, প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাহাও সঠিক বলিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা উক্ত আশা আরও বেশী শক্তিশালী হইয়া যায়।

তৃতীয় হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, কবরের মধ্যকার কষ্টও অনর্থক নহে; বরং উহার উছিলায় কাল কিয়ামতের সমূহ কষ্ট ও বিপদ হইতে মুক্তি লাভ হয়। দেখা যায়, হাদীসত্রয় দ্বারা উল্লেখিত বিষয় তিনটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। অতএব, আমরা যে দাবী করিয়াছিলাম যে, গুনাহ্গারেরা যাহা-কিছু কষ্ট-তক্লীফের সম্মুখীন হয় উহা তাহাদের জন্য আসানী, রহমত ও আশা-ভরসা শূন্য থাকে না, আমাদের উক্ত দাবীও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

অধ্যায় ঃ ১২

হাশর দিনের সুখ-শান্তি ও আরামের বর্ণনা

সাত প্রকার মানুষের জন্য আরশের ছায়া ঃ

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهُ. متفق عليه. مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌পাক সাত শ্রেণীর মানুষকে তাঁহার আরশ-তলে ছায়া দান করিবেন, যেদিন তাঁহার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না। তাহারা হইল ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, (২) ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, (৩) যাহার অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে; মসজিদ হইতে বাহির হইবার পর পুনরায় ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত। (৪) যে দুই-ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য একে অন্যকে মহব্বত করে। তাহারা (একত্রিত হইলে) সেই আল্লাহ্‌র তরে মহব্বত সহ একত্রিত হয় এবং (পৃথক হইলে) আল্লাহ্‌র তরে মহব্বত সহকারেই পৃথক হয়। (অর্থাৎ সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে সর্ব-অবস্থায় উভয়ের প্রতি উভয়ের অন্তরে আল্লাহর জন্য মহব্বত বিদ্যমান থাকে।) (৫) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করিল আর তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। (৬) যাহাকে কোন গৌরবীণি রূপসী রমণী কুমতলবের জন্য আহ্বান করিল আর সে তখন বলিয়া উঠিল ঃ "আমি তো আল্লাহ্‌কে ভয় করি।" (৭) যে ব্যক্তি কাহাকেও কোন দান-সদকা করিবার সময় এমনই গোপনভাবে দান করে যে, তাহার ডান হাত কি খরচ করিল, বাম হাতও তাহা জানিতে পারেনা। –বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া হাশরের মাঠে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلٰثَةَ اَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلٰى وُجُوْهِهِمْ. الحديث رواه الترمذى. مشكوة. قَالَ الشُّرَّاحُ : اَلْمُشَاةُ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا بِسَيِّئِهَا وَقَالُوْا فِى الرُّكْبَانِ ، هُمُ السَّابِقُوْنَ الْكَامِلُوْنَ فِى الْاِيْمَانِ

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ কিয়ামত দিবসে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া হাশর মাঠে আসিবে। এক শ্রেণী পদব্রজে হাটিয়া আসিবে, আর এক শ্রেণী সওয়ার হইয়া আসিবে। আর এক শ্রেণী উল্টামুখী (উপুড় হইয়া) চলিতে চলিতে আসিবে। –তিরমিযী শরীফ।

হাদীসের ব্যাখ্যাবিশারদ মুহাদ্দিসগণ বলিয়াছেন, পদব্রজে আগমনকারী দলটি ঐ ঈমানদার বান্দাদের যাহারা নেকীও করিয়াছে, বদীও করিয়াছে। আর সওয়ারীতে আরোহণকারীগণ হইতেছেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কামেলীনের দল যাহারা ঈমানে পূর্ণত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। আর কাফের-মোশরেকেরা চলিবে অধঃমুখী তথা উপুড় হইয়া।

উলঙ্গ অবস্থায় হাশর ঃ দয়াময় কর্তৃক বস্ত্রদান ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ : وَ اَوَّلُ مَنْ يُّكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ ع متفق عليه، فِى الْمِرْقَاةِ : اِنَّ الْاَوْلِيَاءَ يَقُوْمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً لٰكِنْ يُلْبَسُوْنَ اَكْفَانَهُمْ ثُمَّ يَرْكَبُوْنَ النُّوْقَ وَيَحْضُرُوْنَ الْمَحْشَرَ فَيَكُوْنُ هٰذَا الْاِلْبَاسُ مَحْمُوْلًا عَلَى الْخُلَعِ الْاِلٰهِيَّةِ وَالْحُلَلِ الْجَنَّتِيَّةِ عَلَى الطَّائِفَةِ الْاِصْطِفَائِيَّةِ

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলে-খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হইবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে। (ইহাতে বুঝা গেল যে, অন্যান্যদিগকেও পোশাক পরানো হইবে। তবে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) হইবেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি।) –বুখারী, মুসলিম

মেশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মের্‌কাতে' ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র ওলী ও প্রিয় বান্দাগণ খালি পায়ে, খালি দেহে কবর হইতে উঠিবে। কিন্তু তখনই তাহাদিগকে তাহাদের নিজ নিজ কাফন পোশাক স্বরূপ পরাইয়া দেওয়া হইবে। তারপর উষ্ট্রের পিঠে আরোহণ করাইয়া হাশর মাঠে উপস্থিত করা হইবে। অতএব, এখানে উপরোল্লেখিত হাদীসের ভিতর পোশাক পরানোর যে কথা বলা হইয়াছে উহা হইল 'বিশেষভাবে মনোনীত বান্দাগণে'র অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের জন্য আল্লাহ্‌পাকের শাহী খিল্‌আত স্বরূপ এবং উহা হইবে বেহেশতী পোশাক।

পাপীর সঙ্গে দয়াময়ের 'একান্ত আলাপ' ও ক্ষমা ঘোষণা ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّ اللّٰهَ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ : اَتَعْرِفُ
ذَنْبَ كَذَا ؟ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ حَتّٰى قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهٖ
وَرَاٰى فِىْ نَفْسِهٖ اَنَّهُ قَدْ هَلَكَ . قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا
اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِهٖ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, আল্লাহ্‌পাক কিয়ামতের দিন হিসাব গ্রহণের সময় মুমিন বান্দাকে নিজের কাছে আনিয়া আপন নূর ও রহমতের আঁচল দ্বারা ঢাকিয়া লইবেন। তারপর বলিবেন, আচ্ছা, অমুক গুনাহের কথা কি তোমার মনে পড়ে ? অমুক পাপের কথা কি মনে আছে? বান্দা বলিবে, জ্বী হাঁ, হে আমার পালনেওয়ালা। আল্লাহ্‌পাক এইভাবে তাহার সমস্ত গুনাহের কথা তাহারই মুখে স্বীকার করাইয়া লইবেন। বান্দা মনে মনে ভাবিবে, হায়, আমি শেষ, আজ আমার ধ্বংস অনিবার্য। এমনি মুহূর্তে মা'বূদে-পাক বলিয়া

উঠিবেন, হে বান্দা, তোর এই পাপরাশি আমি দুনিয়াতেও গোপন রাখিয়াছি; অদ্যও তোকে ক্ষমা করিয়া দিতেছি। অতঃপর তাহাকে তাহার নেকী সমূহের রেজিষ্টার-বই (আমলনামা) প্রদান করা হইবে। –বুখারী, মুসলিম

হাশরের ময়দান মোমেনের জন্য আছান ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رض اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَنْ يَّقْوٰى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلٰوةِ
الْمَكْتُوْبَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ فَقَالَ نَحْوَهٗ . رواهما
البيهقى . مشكوة ص ٤٨٧

অর্থ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দরবারে হাযির হইলেন। আরয করিলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) কিয়ামতের দিন ত অত্যন্ত লম্বা হইবে; এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকা কিভাবে সম্ভব হইবে? কাহার শক্তি হইবে? হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম উত্তর দিলেন, উহা মুসলমানের জন্য এতটা সহজ হইবে যেমন কোন ফরয নামায আদায় করা। আর এক বর্ণনায় আছে, যে-দিনটি পঞ্চাশ হাজার বৎসর বরাবর হইবে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে সেই দিবস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, সেদিন মানুষ কিভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে? তিনি তখন অনুরূপ উত্তরই প্রদান করিয়াছেন।

–মেশকাত শরীফ ৪৮৭ পৃঃ

প্রিয়নবীর হাতে হাউযে-কাউছারের পানি পান ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ اِنَّ
حَوْضِىْ اَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةَ اِلٰى عَدَنٍ . لَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ
وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَاٰنِيَتُهٗ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَاِنِّىْ
لَاَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ اِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهٖ قَالُوْا

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ نَعَمْ، لَكُمْ سِيْمَا؛ لَيْسَتْ لِاَحَدٍ مِنَ الْاُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ. رواه مسلم. مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলে মাকবূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, আমার 'হাউযে-কাউসার' আইলা হইতে আদ্‌ন্ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা অপেক্ষা বিশাল ও প্রশস্ত। উহার পানি বরফের চেয়েও সাদা ও পরিষ্কার, দুগ্ধ-মিশ্রিত মধু অপেক্ষা সুমিষ্ট। উহার পেয়ালা সমূহের সংখ্যা অসংখ্য তারকামণ্ডলীর সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। যাহারা আমার নহে ঐ সমস্ত লোকদিগকে আমি সে-হাউয হইতে হটাইয়া দিবো, যেভাবে কোন মানুষ তাহার হাউয হইতে অন্য লোকদের উষ্ট্রপালকে হটাইয়া দেয় (যখন তাহারা আপন উটসমূহকে পানি পান করানোর জন্য পরের ঘাটে হাযির হয়)। উপস্থিত ব্যক্তিগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম! সেই দিন আপনি আমাদিগকে চিনিতে পারিবেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, তোমাদের এমন একটি নিশান থাকিবে যাহা অন্য কোন উম্মতের ভাগ্যে জুটিবেনা। তাহা এই যে, তোমরা যখন আমার কাছে আসিবে তখন তোমাদের চেহারা ও হাত-পা উযূর নূর ও তাছীরে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় থাকিবে। -মুসলিম, মেশকাত

সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত জাহান্নামীর কাণ্ড ঃ
অজস্র পাপের বদলে অজস্র নেকী ঃ

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنِّىْ لَاَعْلَمُ آخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا وَاٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اِعْرِضُوْا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوْبِهِ وَارْفَعُوْا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوْبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ وَلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوْبِهِ اَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ فَاِنَّ

لَكَ مَكَانَ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُوْلُ رَبِّ، قَدْ عَمِلْتُ اَشْيَاءَ؛ لَا اَرَاهَا هٰهُنَا وَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. رواه مسلم. مشكوة. ص ٤٩٢

অর্থ ঃ হযরত আবূ যর গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলে-খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, সেই ব্যক্তিটিকে আমি অবশ্যই জানি যে-ব্যক্তি সকলের পরে বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং সর্বশেষে জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে। কিয়ামত দিবসে তাহাকে হাযির করা হইবে। হুকুম হইবে যে, ইহার সম্মুখে ইহার ছোট ছোট গুনাহ্ সমূহ পেশ কর। বড়-বড় গুনাহ্গুলি থাকুক। সেইগুলি পেশ করিও না। তাহার সম্মুখে ছোট ছোট গুনাহ্ সমূহ তুলিয়া ধরা হইবে। বলা হইবে, অমুক দিন অমুক কর্ম করিয়াছিলে? অমুক তারিখে অমুক কাণ্ড ঘটাইয়াছিলে? সে বলিবে, হাঁ। অস্বীকার করার মত কোন উপায় থাকিবেও না। সে ঘাবড়াইতে থাকিবে যে হায়, এক্ষণই বোধ হয় আমার বড় বড় গুনাহ্ সমূহও পেশ করা হইবে। এমনি মুহূর্তে হঠাৎ ঘোষণা করা হইবে ঃ "প্রতিটি গুনাহের স্থলে তোমাকে একটি করিয়া নেকী দেওয়া হইল।" সে তখন বলিতে আরম্ভ করিবে, আমার পরওয়ারদেগার! আমার তো আরো অনেকগুলি গুনাহ্ রহিয়া গিয়াছে যাহা আমি এখানে দেখিতেছিনা (যাহার নেকী আমি এখনও পাই নাই)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখিয়াছি, নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই কথা বলিয়া এইভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার মাড়ির দাঁতসমূহ পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল।
-মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ

পাপীদের জন্য শাফাআতঃ

عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ. رواه الترمذى وغيره. مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আনাছ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, আমার শাফাআত (সুপারিশ) আমার উম্মতের বড় বড় পাপে আক্রান্ত পাপীদের জন্য। -তিরমিযী, মিশকাত

জান্নাতবাসীর সুপারিশে জাহান্নামীর মুক্তি ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَصِفُ اَهْلَ النَّارِ فَيَمُرُّبِهِمْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ، يَافُلَانُ ، اَمَاتَعْرِفُنِىْ؟ اَنَا الَّذِىْ سَقَيْتُكَ شَرْبَةً وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَا الَّذِىْ وَهَبْتُ لَكَ وَضُوْءً فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ . رواه ابن ماجة

অর্থ ঃ হযরত আনাস্‌ (রাঃ) বলেন, রাসূলে-খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দোযখবাসীদের অবস্থার বর্ণনা প্রসংগে বলিয়াছেন যে, কোন বেহেশতী দোযখীদের সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিবে। তখন দোযখীদের একজন বলিয়া উঠিবে, হে অমুক ব্যক্তি, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই? আমি তোমাকে এক ঢোক পানি পান করাইয়াছিলাম। কেহ বলিবে, আমি তোমাকে উযূ করিবার পানি দিয়াছিলাম। তখন ঐ বেহেশতী লোকটি তাহার জন্য সুপারিশ করিয়া তাহাকে বেহেশতবাসী করাইয়া দিবে।

–ইবনে মাজাহ্‌, মিশকাত

অধ্যায় ঃ ১৩

বেহেশতের মধ্যকার বাহ্যিক ও আত্মিক লযযত এবং নেআমত সমূহের বিবরণ ঃ

কল্পনার অতীত বেহেশতী নেআমত ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصّٰلِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ . متفق عليه . مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাঃ) বলেন, রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, আমি আমার নেক্‌ বান্দাদের জন্য এমন এমন নেআমত সমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যে, কোন চোখ তাহা দেখে নাই, কোন কান তাহা শোনে নাই, কাহারো অন্তরে তাহার কল্পনাও জাগে নাই। যদি চাও তবে এই আয়াত পড়িয়া দেখ যে, ইহাতে কি বলা হইয়াছে ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

অর্থাৎ কাহারও খবর নাই যে, বেহেশতবাসীদের জন্য কি কি নেআমত গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহা তাহাদের চোখ জুড়াইয়া দিবে। (এই আয়াতে সেই কথাই তো বিধৃত হইয়াছে।) –বুখারী, মুসলিম, মেশকাত

বেহেশতী রমণীর বিস্ময়কর রূপ-সৌন্দর্য ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَئَتْ مَابَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَاْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا . رواه البخارى . مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতবাসীদের স্ত্রীগণের মধ্য হইতে কোন একজন স্ত্রী যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি মারিয়া দেখে, তবে তাহার সৌন্দর্য-আভা আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী সব কিছুকে আলোকিত করিয়া দিবে, তাহার দেহের খোশবু সমগ্র পৃথিবীকে খোশবুতে ভরিয়া দিবে। এবং তাহার মাথার ওড়নাখানি সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছু হইতে উত্তম ও দামী। –বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ

কত বিশাল বেহেশতী বৃক্ষ ও উহার ছায়া ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِاَةَ عَامٍ وَلَا يَقْطَعُهَا . متفق عليه . مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি বৃক্ষ এমন হইবে যে, সওয়ার উহার ছায়ায় একশত বছর অবধি চলিতে থাকিবে, তবু উহাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। -বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ

পূর্ণিমা চাঁদের মত জ্যোতির্ময় হইয়া বেহেশতে গমনঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ كَاَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاۤءِ اِضَاءَةً، قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ . لِكُلِّ امْرِءٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُرٰى مُخُّ سَاقِهِنَّ مِنْ وَّرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ . الحديث . متفق عليه، مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যেই দলটি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে তাহারা পূর্ণিমা-রাতের চাঁদের মত সুন্দর ও উজ্জ্বল হইবে। তাহাদের পরবর্তী পর্যায়ে যাহারা প্রবেশ করিবে তাহারা হইবে আকাশের সর্বাধিক আলোকোজ্জ্বল তারকার মত জ্যোতির্ময়। তাহাদের হৃদয় সমূহ যেন একটি মানুষের হৃদয়। পরস্পরে না কোন বিরোধ থাকিবে, না কোন রকমের হিংসা-বিদ্বেষ থাকিবে। বেহেশতবাসীদের প্রত্যেকে দুই-দুই জন করিয়া 'একান্ত বৈশিষ্ট্যাবলীসম্পন্না' পরমাসুন্দরী ডাগর-নয়না হূর লাভ করিবে-যাহাদের চোখের কালো অংশ খুব কালো এবং সাদা অংশ খুব সাদা হইবে (যাহা নারীর জন্য অনুপম সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ)।

পরমা-অনুপমা ঐ হূরদের কল্পনাতীত রকমের রূপ-সৌন্দর্যের দরুন তাহাদের পায়ের গোছার ভিতরকার মজ্জা হাড্ডি-মাংসের উপর দিয়াই দেখা যাইবে। -বুখারী,মুসলিম, মিশ্‌কাত

(আল্লামা ত্বীবী ও মোল্লা আলী কারী (রঃ)-এর ব্যাখ্যা অনুসরণে অধম অনুবাদকের আরয ঃ সম্ভবতঃ প্রত্যেক মোমেনই 'বিশিষ্ট গুণাবলীসম্পন্না

এরূপ দুইজন হূর' লাভ করিবেই; যদিও তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ-নিজ মর্তবা হিসাবে অনেক অনেক হূর লাভ করিবে। সর্বনিম্ন শ্রেণীর বেহেশতীরাই তো ৭২ জন করিয়া হূর পাইবে। অতএব, এই হাদীসে উল্লেখিত 'দুইজন' হইবে 'বিশেষ ধরনের'।)

জান্নাতে পেশাব-পায়খানা ও থুথু হইবে কি?

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ . الحديث . رواه مسلم

অর্থ ঃ হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়াত, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন যে, বেহেশতবাসীরা বেহেশতের ভিতর বেহেশতী খাদ্য পানীয় খাইবে, পান করিবে। কিন্তু কখনও থুথু ফেলিবেনা, পেশাব-পায়খানা করিবেনা, নাক ঝাড়িবেনা, কখনও এসবের প্রয়োজনই দেখা দিবেনা। -মুসলিম শরীফ

চির জীবন, চির যৌবন ও চির শান্তির ঠিকানা ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُنَادِىْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبْاَسُوْا اَبَدًا رواه مسلم

অর্থ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, (বেহেশতে গমনের পর) এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, তোমাদের জন্য ইহাই স্থিরীকৃত বিষয় ও চিরস্থায়ী নেআমত যে, চিরদিন তোমরা সুস্থ থাকিবে, আর কখনও অসুস্থ হইবে না; চিরকাল তোমরা জীবিত থাকিবে, কখনও তোমাদের মৃত্যু হইবে না। চিরকাল তোমরা যৌবনদীপ্ত থাকিবে, কখনও বৃদ্ধ হইবে না, যৌবন হারাইবেনা। অনন্তকাল তোমরা পরম সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকিবে, কখনও অভাব-অনটন আর দেখিবেনা। -মুসলিম শরীফ

সর্ববৃহৎ নেআমত তথা মাহ্‌বূবে-হাকীকীর চির-সন্তুষ্টির ঘোষণা ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ : لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدِكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضٰى يَا رَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ : اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ : يَا رَبِّ وَاَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُ : اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلَا اَسْخَطُ بَعْدَهُ اَبَدًا ـ متفق عليه ـ مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তাআলা বেহেশতীদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, 'হে বেহেশতবাসীরা! তাহারা বলিবে, হাযির ইয়া রব্ হাযির; দরবারের ভক্ত-অনুগত দাসরূপে হাযির, কল্যাণ ও ভালাইর সকল ভাণ্ডার আপনারই হাতে; (কি ইরশাদ হে মা'বূদ?) আল্লাহ্ বলিবেন, আচ্ছা, তোমরা খুশী হইয়াছ তো? তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, কেন খুশী হইব না? অথচ আপনি আমাদিগকে এত-এত এবং এমন-এমন নেআমত সমূহ দান করিয়াছেন যাহা আপনার কুল মাখ্‌লূকের আর কাহাকেও দেন নাই। আল্লাহ্ বলিবেন, আচ্ছা, উহা অপেক্ষা উত্তম ও দামী নেআমত দিবো আমি তোমাদিগকে? তাহারা বলিবে, হে মালিক! উহা অপেক্ষাও উত্তম ও দামী আবার কি? আল্লাহ্‌পাক বলিবেন, (শোন,) আমি চিরকালের জন্য তোমাদের প্রতি খুশী হইয়া গেলাম, চিরকাল তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিব। ইহার পর আর কখনও আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না। -বুখারী, মুসলিম, মেশ্‌কাত

স্বর্ণ-রৌপ্যের তৈরী বেহেশতী ইমারতঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! اَلْجَنَّةُ، مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ

مِنْ فِضَّةٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْاَذْفَرُ وَحَصْبَائُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوْتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ ـ الحديث ـ رواه احمد والترمذى والدارمى ـ مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বেহেশতের ইমারত কিরূপ হইবে? তিনি বলিলেন, (প্রতি দুই ইটের) একটি ইট স্বর্ণের, একটি ইট রূপার, (আবার একটি ইট স্বর্ণের আর একটি রূপার, এই হইবে উহার গাঁথুনী।) অতীব খোশবূদার মেশক হইবে উহার সিমেন্ট, মণি-মুক্তা ও ইয়াকুত পাথর হইবে সুরকি, আর মাটি (মেঝে) হইবে হলুদ রঙের সুগন্ধ জাফরান। -আহ্‌মদ, তিরমিযী, দারেমী, মেশ্‌কাত

সোনালী কাণ্ডের বৃক্ষরাজিঃ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ اِلَّا وَ سَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ ـ رواه الترمذى ـ مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, বেহেশতের মাঝে প্রতিটি বৃক্ষের কাণ্ড হইবে স্বর্ণের; ইহার ব্যতিক্রম আদৌ দেখিবে না। -তিরমিযী, মেশ্‌কাত।

বেহেশতের মধ্যে ইয়াকূতের ঘোড়া!

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْلِ؟ قَالَ : اِنِ اللّٰهُ اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ اَنْ تُحْمَلَ فِيْهَا عَلٰى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيْرُ بِكَ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ اِلَّا فَعَلْتَ ـ الحديث وَفِيْهِ اِنْ يُدْخِلْكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيْهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ ـ مشكوة

অর্থ ঃ হযরত বুরাইদাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম! বেহেশতের মধ্যে ঘোড়াও কি থাকিবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌পাক যদি তোমাকে বেহেশত নসীব করেন তখন লাল ইয়াকুত পাথরের ঘোড়ায়ও যদি আরোহণ করিতে চাও যাহা

তোমার ইচ্ছা মোতাবেক তোমাকে এখানে-সেখানে লইয়া যাইবে, তবে তাহাও তোমাকে দেওয়া হইবে।—এই হাদীসে আরো বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্পাক যদি তোমাকে বেহেশতবাসী করেন তবে সেখানে তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই মিলিবে; যাহা দেখিয়া তোমার মন ভরিবে, চোখ জুড়াইবে। (দয়াময় এমন সবকিছুই তোমাকে দান করিবেন।) —মেশ্কাত

সর্বনিম্ন শ্রেণীর বেহেশ্তীর জন্য ৮০ হাজার খাদেম ও ৭২ জন হূর ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِىْ لَهٗ ثَمَانُوْنَ اَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ زَوْجَةً وَتُنْصَبُ لَهٗ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ زَبَرْجَدٍ وَيَاقُوْتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ اِلٰى صَنْعَاءَ۔ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ : اِنَّ عَلَيْهِمُ التِّيْجَانَ اَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ مِنْهَا لَتُضِيْئُ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۔ رواه الترمذى ۔ مشكوة

অর্থ ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলিয়াছেন, সর্বাধিক নিম্ন শ্রেণীর এক-একজন বেহেশতী আশি হাজার খাদেম ও বাহাত্তর জন স্ত্রী লাভ করিবে। তাহার জন্য মুক্তা, যবরজদ ও ইয়াকুত নির্মিত বিশাল একটি গম্বুজ স্থাপন করা হইবে, যেমন সান্আ হইতে জাবিয়া নামক স্থানের দূরত্ব। এই সনদেই বর্ণিত আছে, হুযুর বলেন ঃ বেহেশতবাসীদিগকে এমন মুকুট পরানো হইবে যাহার সামান্য একটি মুক্তা পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীকে উজ্জ্বল ও আলোকিত করিয়া দিতে সক্ষম। —তিরমিযী, মিশ্কাত

বেহেশতে দুধের দরিয়া, পানি ও মধুর দরিয়া এবং শরাবের দরিয়া ঃ

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَحْرَالْمَاءِ وَبَحْرَالْعَسَلِ وَبَحْرَاللَّبَنِ وَبَحْرَالْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْاَنْهَارُ بَعْدُ ۔ رواه الترمذى مشكوة ۔

অর্থ ঃ হাকীম বিন মুআবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-ছাল্লাম বলেন, বেহেশতের মধ্যে রহিয়াছে একটি পানির দরিয়া, একটি মধুর দরিয়া, একটি দুধের দরিয়া এবং একটি শরাবের দরিয়া। আবার ঐ (মূল) দরিয়াসমূহ হইতে (বেহেশতীদের মহল সমূহের দিকে) বহু শাখা নহর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। —তিরমিযী, মেশ্কাত

হূরদের প্রাণ মাতাল করা গান ঃ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِالْعِيْنِ يَرْفَعْنَ بِاَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا يَقُلْنَ :

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ

وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ

وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ

طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهٗ

رواه الترمذى، مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলে-আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-ছাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের ভিতর সুদর্শনা ডাগর নয়না পরমা সুন্দরী হূরদের জন্য একটি সম্মেলনাগার থাকিবে। তাহারা সেখানে সম্মিলিত হইয়া অপূর্বশ্রুত সুরে, বুলন্দ আওয়াজে গাহিবে, (খোদার নূরের মাধুরিমাখা) এমন সুমধুর সুরমূর্ছনা জগদ্বাসীরা কেহ কোন দিন শুনে নাই, কোথাও উপভোগ করে নাই। তাহারা গাহিয়া গাহিয়া বলিবেঃ

"নাহ্নুল খা-লিদাতু, ফালা-নাবীদূ
ওয়া-নাহ্নুন্ না-ইমাতু ফালা নাব্আছু
ওয়া নাহ্নুর রা-যিয়াতু ফালা নাছ্খাতু
তূ-বা লিমান্ কা-না লানা ওয়া-কুন্না লাহু।"

অর্থাৎ আমরা চিরঞ্জীবিণী-চিরসঙ্গীনি। আমাদের কোন লয় নাই, ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই। আমরা চিরসুখী, চির স্বাচ্ছন্দময়ী; কোন দিন আমাদিগকে কোন দুঃখের, কোন দৈন্যের শিকার হইতে হইবে না। চিরদিন আমরা রাজী-খুশী থাকিব; কখনও অসন্তুষ্ট হইব না, জেদ-খেদ, রাগ-গোস্বা করিব না। অনন্ত সুখের অধিকারী তাহারা যাহারা আমাদের হইলেন এবং আমরা যাহাদের হইলাম।

ক্ষয় নাই ওগো বন্ধু, ক্ষয় নাই মধু-জীবনের,
ক্ষয় নাই কভু এরূপের, এ জীবন, এ যৌবনের।
চির স্বাচ্ছন্দময়ী, চির সুখদায়িনী;
চির তুষ্টপরাণ, চির মনোহারিণী।
দুঃখ-ক্লেশ নাহিকো এ জীবনে
ব্যথা নাহি দিব গো প্রিয়-মনে।
সুখী ওরা যারা হলো আমাদের
সুখী তারা হয়েছিনু যাহাদের।

জান্নাতে মহান আল্লাহ্পাকের দীদার ঃ

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ ـ متفق عليه ـ مشكوة

অর্থ ঃ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইবে। তিনি অন্য রেওয়ায়াতে বলিয়াছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি পূর্ণিমা রজনীর পূর্ণ-চাঁদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর বলিতে লাগিলেন যে, তোমরা তোমাদের মা'বূদকে নির্বিঘ্নে নির্বিবাদে দেখিতে পাইবে যেভাবে এই পূর্ণিমা চাঁদকে নির্বিঘ্নে–নির্বিবাদে দেখিতে পাইতেছ। (দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের সওয়ারী দেখিতেও যেরূপ একটা বাধা-বিঘ্ন হইয়া থাকে, সেখানে তাহা হইবেনা।) –বুখারী, মুসলিম, মেশ্কাত

মাওলার দীদার সম্পর্কিত এক প্রাণস্পর্শী বর্ণনা

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا ؟ اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ فَيَرْفَعُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُوْنَ اِلٰى وَجْهِ اللّٰهِ فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلٰى رَبِّهِمْ ـ الحديث ـ رواه مسلم ـ مشكوة

অর্থ ঃ হযরত সুহাইব্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলেপাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া-ছাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতবাসীরা যখন বেহেশতে প্রবেশ করিবে, আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা কি আমার কাছে আরও অধিক কিছু চাও? তাহারা বলিবে, (হে মাওলা!) আপনি কি আমাদের চেহারা সমূহ উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় করিয়া দেন নাই? আপনি কি আমাদিগকে বেহেশতবাসী করেন নাই? আপনিই কি আমাদিগকে দোযখের আগুন হইতে মুক্তি দান করেন নাই? (অতএব, আমাদের চাহিবার মত আর কি-ই-বা রহিয়া গেল?) হুযূর বলেন, আল্লাহ্ পাক তখন পর্দা সরাইয়া দিবেন। বেহেশতবাসীরা আল্লাহ্ পাকের দিকে তাকাইবে; তাহার 'মহিমান্বিত জামাল' তথা মাধুরিময় অনুপম রূপ-সৌন্দর্য দর্শন করিবে।

তখন তাহাদের মনে হইবে যে, পরম প্রিয় মা'বূদেপাকের দীদারের ন্যায় এত প্রিয়, এত বেশী প্রাণ পাগলকরা ও মন মজানোর মত আর কোন কিছুই তাহারা পায় নাই। –হাদীসটি মুসলিম শরীফের বরাতে মেশ্কাতে বর্ণিত।

রোজ সকাল–সন্ধ্যায় মাওলার দীদার ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ اِلٰى جِنَانِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَنَعِيْمِهٖ وَخَدَمِهٖ وَسُرُوْرِهٖ مَسِيْرَةَ اَلْفِ سَنَةٍ وَاَكْرَمُهُمْ عَلٰى

اللّٰهِ مَنْ يَّنْظُرُ اِلٰى وَجْهِهٖ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً ـ الحديث ـ رواه احمد والترمذى ـ مشكوة

অর্থ ঃ হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন যে, সর্বনিম্ন শ্রেণীর এক-একজন বেহেশতীকে আল্লাহ্পাক এত বড় বেহেশত দান করিবেন যে, তাহার বাগ-বাগান, স্ত্রীগণ, রকমারি নেআমত, খেদ্মতগার বাহিনী, এবং সুখ ও আনন্দের উপকরণাদি এত বিশাল ও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া থাকিবে যাহা অতিক্রম করিতে এক হাজার বৎসর সময় লাগিবে। আর আল্লাহ্পাকের সর্বাধিক সান্নিধ্যপ্রাপ্ত 'সর্বাধিক মর্যাদাশীল' বেহেশতী তাহারা যাহারা প্রত্যহ 'সকালে ও সন্ধ্যায়' আপন মা'বূদের দীদার লাভে ধন্য হইবে। -মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, মেশ্কাত

জান্নাতীদের প্রতি আল্লাহ্পাকের সালামঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمِهِمْ اِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ فَرَفَعُوْا رُؤُوْسَهُمْ فَاِذَا الرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ ـ قَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى : سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ـ قَالَ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَيْءٍ مِّنَ النَّعِيْمِ مَا دَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهٗ

رواه ابن ماجة ـ مشكوة

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন যে, বেহেশতবাসীরা নানা রকম সুখ-সম্ভোগে মশগুল থাকিবে। হঠাৎ করিয়া সম্মুখে একটি আলোকরশ্মি বিকিরণমান দেখিতে পাইবে। মাথা তুলিয়া ঐ নূরের দিকে লক্ষ্য করিতেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিবে, এ যে স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহূ উপর হইতে তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছেন। আল্লাহ্পাক তখন বলিবেন ঃ "আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাল্-জান্নাহ্" -হে বেহেশতবাসীরা, তোমাদের প্রতি আমার সালাম। হুযূর বলেন, বস্তুতঃ এই কথাই বলা হইয়াছে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতেঃ

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

"দয়াময় মা'বূদের পক্ষ হইতে সালামের বাণী উচ্চারিত হইবে।"

আহা, সে কি অপূর্ব দৃশ্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্পাক বেহেশতবাসীদের প্রতি তাকাইয়া দেখিতে থাকিবেন, বেহেশতবাসীরাও আল্লাহ্পাকের প্রতি তাকাইয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিতে থাকিবে। যতক্ষণ এই দীদার হইবে, জান্নাতের কোন কিছুর দিকে তখন তাহারা সামান্য দৃষ্টিপাতও করিবেনা। অকস্মাৎ আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের নজরের সম্মুখে পর্দা ঢালিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবেন। কিন্তু তাহার নূর তখনও বিচ্ছুরিত ও বিরাজমান থাকিবে।

-ইবনে মাজাহ্, মেশ্কাত

ফায়দা ঃ

একটু ভাবিয়া দেখুন,উল্লেখিত হাদীসভাণ্ডারে যে সকল নির্দাগ-নিখুঁত নেআমত সমূহের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে, দুনিয়ার কোন প্রতাপশালী রাজা-বাদশারও কি তাহা ভাগ্যে জুটে ?

মনের সংশয় ও তাহা নিরসন ঃ

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে যে, একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বরযখী নেআমত সমূহ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল যাহার উত্তর সেখানে দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপ প্রশ্ন পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত বেহেশতী নেআমত সমূহ সম্পর্কেও উঠিতে পারে। প্রশ্নটি এই যে, বেহেশতের রকমারি নেআমতের বয়ান শ্রবণে আখেরাতের আকাংখা আমাদের মনে অবশ্যই জাগিত যদি ইহার বিপরীতে দোযখের আযাব সমূহের কথা আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকিত। কিন্তু দোযখের ভয়াবহ আযাব ও কষ্টের কথা শুনিয়া সকল আশা-আকাংখাই যেন ধূলিস্যাত হইয়া যায়; আখেরাতের নাম শুনিলেও যেন ভয় ধরিয়া যায়; যদ্দরুন আখেরাতের আকাংখার পরিবর্তে দুনিয়াতে অবস্থানকেই গণীমত মনে হয়। কারণ, যতক্ষণ দুনিয়াতে আছি ততক্ষণ ঐ ভয়াবহ আযাবের করাল-গ্রাস হইতে মুক্ত আছি। জ্ঞানীরাও তো বলেন যে, সুখের চেয়ে দুঃখের অবসানই অধিক জরুরী।

আগের প্রশ্নের মত এই সংশয়েরও দুইটি জবাব রহিয়াছে। প্রথম জবাব এই যে, দোযখ হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের ক্ষমতার আওতাভুক্ত বিষয়। অর্থাৎ যে সকল কর্মকাণ্ডের দরুন দোযখের আযাবে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের ক্ষমতাভুক্ত। ইচ্ছা করিলে, চেষ্টা করিলে

অবশ্যই আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি। উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিলে আযাবের ত কোন প্রশ্ন উঠেনা। দ্বিতীয় জবাব ঃ যদি ঈমান সহকারে কবরে যাওয়া যায় তবে গুনাহ্ যত বেশীই হউক না কেন, দয়াময়ের পক্ষ হইতে দোযখের আযাবকে আসান করিয়া দেওয়া হইবে, আল্লাহ্পাকের বিশেষ অনুকম্পা লাভ করিবে।

এতদ্ভিন্ন, আমাদের এ দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে, যত কষ্টই হউক না কেন, একদিন আমরা অবশ্যই মুক্তি পাইব এবং চিরশান্তি লাভ করিব। আমাদের এই বিশ্বাস 'যখমের উপর মলমের' কাজ করিবে। ইহার বিপরীতে, এই নশ্বর জগতে যত সুখ-শান্তিতেই আমরা ডুবিয়া থাকি না কেন, পরকালের দুঃখ-কষ্টের চিন্তা আমাদের সকল সুখ-শান্তিতে অশান্তির আগুন ধরাইয়া দেয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুমিনের জন্য আখেরাতের সমূহ কষ্ট-তকলীফ্ও দুনিয়ার রাশি রাশি সুখ-শান্তি অপেক্ষা অনেক উত্তম। কারণ, সেখানে দুঃখের মধ্যেও বেহেশত লাভের আশা ও ইয়াকীন বর্তমান রহিয়াছে। আর দুনিয়াতে হাজার সুখের প্রাচুর্যের মধ্যেও পরকালের ভয়-ভীতি বর্তমান থাকে, যাহা সকল সুখ ও শান্তিকে ধূলায় মিশাইয়া দেয়।

একাদশ অধ্যায়ের মত এই প্রশ্নেরও তৃতীয় একটি জবাবও রহিয়াছে। তাহা এই যে, অনেক গুনাহ্গার এমনও হইবে যে, কাহারো সুপারিশের ফলে অথবা স্বয়ং আল্লাহ্পাকের বিশেষ রহ্মতের বদৌলতে তাহার উপর আদৌ কোন আযাব হইবে না। অথবা হইলেও নেহায়েত সাময়িকভাবে সামান্য কিছু আযাবের পর তাহা রহিত হইয়া যাইবে। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় জবাবের অনুকূলে কতিপয় প্রামাণ্য রেওয়ায়াত এখানে উল্লেখ করা হইতেছে।

জাহান্নামীদের প্রতিও কত দয়া-মায়া!

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَهْلُ النَّارِ الَّذِيْنَ هُمْ اَهْلُهَا فَاِنَّهُمْ لَايَمُوْتُوْنَ فِيْهَا وَلَايَحْيَوْنَ وَلٰكِنْ نَاسٌ مِنْكُمْ اَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوْبِهِمْ فَاَمَاتَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِمَاتَةً حَتّٰى اِذَا كَانُوْا فَحْمًا اُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ. الحديث . رواه مسلم

অর্থ ঃ হযরত আবূ সাঈদ্ খুদ্রী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, দোযখবাসীদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত

দোযখবাসী (তথা কাফের-মুশরেক) তাহারা না একেবারে মরিয়া যাইবে, না বাঁচার মত বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু তোমরা-মুমিনদের একটি অংশ গুনাহের দরুন দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্পাক সেখানে তাহাদিগকে এক বিশেষ ধরনের মৃত্যু দান করিবেন। জ্বলিতে-জ্বলিতে যখন তাহারা একেবারে কয়লায় পরিণত হইবে তখন তিনি সুপারিশকারীগণকে তাহাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। -মুসলিম শরীফ

(ইহার ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কিছুদিন সাজা ভুগিবার পর ইহারা একদম মৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে। কেহ বলিয়াছেন, ইহারা অত্যন্ত লঘুভাবে আযাব অনুভব করিবে। ইহাকেই মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করিয়া মৃত্যু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُوْنَ عَلٰى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا هُذِّبُوْا وَ نُقُّوْا اُذِنَ لَهُمْ فِى دُخُوْلِ الْجَنَّةِ . رواه البخارى . مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, মুসলমানগণ দোযখ হইতে মুক্তি পাইয়া বেহেশত-দোযখের মাঝখানে একটি পুলের উপর আটককৃত হইবে। দুনিয়ার জীবনে একজনের উপর আরেকজনের যে সকল হক্ ছিল, সেখানে পরস্পরের মধ্যে উহার ক্ষতিপূরণ বিনিময় হইবে। এভাবে যখন তাহারা বিল্কুল্ পাক-পরিষ্কার হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে। -বুখারী শরীফ, মিশ্কাত

কুদ্রতী অঞ্জলি ভরিয়া মুক্তিদান ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بَعْدَ اَنْ ذَكَرَ الْمُرُوْرَ عَلٰى

الصِّرَاطِ) حَتّٰى اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ
بِيَدِهٖ مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْكُمْ بِاَشَدَّ مُنَاشَدَةً فِى الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ
يَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا ، كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيُصَلُّوْنَ وَيَحُجُّوْنَ فَيُقَالُ
لَهُمْ : اَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُوْنَ
خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا مَا بَقِىَ فِيْهَا اَحَدٌ مِمَّنْ
اَمَرْتَنَا بِهٖ فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُّمْ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ
مِنْ خَيْرٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُ ارْجِعُوْا
فَمَنْ وَجَدْتُّمْ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَاَخْرِجُوْهُ
فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُّمْ فِىْ قَلْبِهٖ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا ثُمَّ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيْهَا خَيْرًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ : شَفَعَتِ الْمَلٰئِكَةُ
وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ
فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ
عَادُوْا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِىْ نَهْرٍ فِىْ اَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهٗ
نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ
فَيَخْرُجُوْنَ كَاللُّؤْلُؤِ ، فِىْ رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ فَيَقُوْلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ :
هٰؤُلَاۤءِ عُتَقَاۤءُ الرَّحْمٰنِ اَدْخَلَهُمُ اللّٰهُ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلَا خَيْرٍ
قَدَّمُوْهُ . فَيُقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ مَا رَاَيْتُمْ وَمِثْلُهٗ مَعَهٗ . متفق عليه . مشكوة

অর্থ ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম পুলসিরাতের বয়ান দানের পর বলেন যে, মুসলমানগণ যখন জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইয়া যাইবে, ঐ মহান সত্তার কসম যাহার হাতের মুঠায় আমার জীবন, তখন তাহারা তাহাদের দোযখী মুসলিম ভাইদের জন্য আল্লাহ্‌পাকের নিকট এত আবেদন-নিবেদন শুরু করিবে যে, দুনিয়াতে কেহ নিজের 'সুপ্রমাণিত পাওনা' আদায়ের জন্যও এতটা করে না। তাহারা বলিবে, হে আমাদের মহান মালিক! ইহারা ত আমাদের সঙ্গে রোযা রাখিত, নামায পড়িত, হজ্জ করিত। ইরশাদ হইবে, আচ্ছা, যাও, যাহারা যাহারা তোমাদের পরিচিত তাহাদিগকে বাহির করিয়া লও। তাহাদের (অর্থাৎ উদ্ধারকারী এই মোমিনদের) চেহারা সমূহকে জাহান্নামের উপর হারাম করিয়া দেওয়া হয়। ফলে, আগুন তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারিবে না।

ব্যস্‌, তাহারা বিরাট সংখ্যক মুসলমানদিগকে বাহির করিয়া লইবে এবং বলিবে, পরোয়ারদেগার! যাহাদের সম্পর্কে আপনার হুকুম মিলিয়াছে, তাহাদের একজনও এখন আর দোযখে নাই। (অর্থাৎ পরিচিত সবাইকে বাহির করা হইয়া গিয়াছে। যদিও অন্যান্য বহু মুসলমান বাস্তবে এখনও রহিয়া গিয়াছে।) আল্লাহ্‌পাক বলিবেন, আবার যাও, যাহাদের অন্তরে একটি দীনার বরাবর ঈমান দেখিতে পাও, তাহাদিগকেও বাহির করিয়া আন। তখন তাহারা আরও বহু দোযখীকে বাহির করিয়া আনিবে। আল্লাহ্‌পাক বলিবেন, আবার যাও, যাহাদের অন্তরে অর্ধ–দীনার পরিমাণ ঈমান দেখিতে পাও তাহাদিগকেও বাহির করিয়া আন। এইবার তাহারা আরও বহু লোককে বাহির করিবে। আল্লাহ্‌পাক বলিবেন, আবার যাও এবং যাহাদের অন্তরে এক বিন্দু বরাবর ঈমান লক্ষ্য কর, তাহাদিগকেও মুক্ত কর। তখন আরও বিরাট সংখ্যক মানুষদিগকে বাহির করিয়া আনিবে। অতঃপর তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরোয়ারদেগার! ঈমানদার বলিতে আর কাহাকেও আমরা বাকী রাখি নাই।

আল্লাহ্‌পাক তখন বলিবেন, ফেরেশতারা সুপারিশ করিয়াছেন, নবীগণ সুপারিশ করিয়াছেন, মুমিনদের সুপারিশ পর্বও সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন সকল দয়ালুর বড় দয়ালু 'আরহামুর রাহিমীন' ব্যতীত আর কেহই বাকী নাই। অতঃপর তিনি দোযখ হইতে আপন হাতের এক মুষ্টি ভরিয়া এমন সব দোযখীদিগকে বাহির করিবেন যাহারা জীবনে কোনদিন তিলমাত্র নেক আমলও করে নাই। জ্বলিয়া–পুড়িয়া ইহারা কয়লা হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে

বেহেশতের সম্মুখে একটি নহরের ভিতর ঢালিয়া দিবেন যাহার নাম 'নাহ্‌রুল হায়াত' (বা 'জীবন নদী')। ফলে, নদীজল-স্নাত উপকূলীয় সুজলা-সুফলা মাটিতে কোন দানা পড়িলে যেভাবে তাহা দৃষ্টিকাড়া রং-রূপ ও সৌন্দর্যভরা বদনে অতুলনীয় চমৎকারিত্ব লইয়া তরতাজা হইয়া গজাইয়া উঠে, অনুরূপভাবে তাহারা ঔজ্জ্বল্যময়, লাবণ্যময় ও তরতাজা হইয়া বাহির হইবে। মোটকথা, একেবারে মুক্তার মত চমক্‌দার ও দীপ্তিময় হইয়া যাইবে। তাহাদের গ্রীবাদেশে 'বিশেষ ধরনের চিহ্ন' থাকিবে। অন্যান্য বেহেশতীগণ ইহাদিগকে দেখিয়া বলিবে, ইহারা হইল 'উতাকাউর রহ্‌মান' অর্থাৎ স্বয়ং 'দয়াময়ের হাতে মুক্তি পাওয়া কাফেলা।' ইহারা কোন আমলও করে নাই, কোন 'ভালো জিনিসও' পাঠায় নাই। দয়াময় কোন আমল এবং 'ভালো-কিছু' ব্যতীতই ইহাদিগকে বেহেশতবাসী করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, যাহা কিছু তোমরা দেখিতে পাইতেছ, এই সব কিছু ত বটেই; বরং ইহার দ্বিগুণ তোমাদিগকে দেওয়া হইল। -বুখারী, মুসলিম, মেশকাত

জরুরী ফায়দা ঃ

স্মর্তব্য যে, যাহারা একমাত্র আল্লাহ্‌পাকের বিশেষ রহমত-বলে সর্বশেষে জাহান্নাম হইতে মুক্তি-প্রাপ্ত হইবে তাহারা কাফেরের দলভুক্ত কিছুতেই নহে। কারণ, কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত যে, কাফের কখনও মুক্তি পাইবে না। বরং তাহারা অনন্তকাল ব্যাপী জাহান্নামেই পড়িয়া থাকিবে। ইহাই নিশ্চিত সত্য।

(প্রশ্ন রহিল যে, তাহা হইলে সর্বশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত এই দলটি কাহারা?) সম্ভবতঃ ইহারা ঐ সকল মানুষ যাহাদের নিকট কোনও পয়গম্বরের পয়গাম পৌঁছায় নাই। অতএব, না ইহাদিগকে কাফের বলা যায়; যাহার অবধারিত পরিণাম হইল অনন্তকালের জাহান্নাম। আর না নবীগণের অনুসারীদের মত 'মূমিন' বলা যায়। কারণ, নবীর পয়গামই যখন পৌঁছায় নাই, তাই নবীর অনুসরণের প্রশ্নই উঠেনা। আর এই অনুসরণ ব্যতীত মূমিন হওয়া যায়না। ফলে, মূমিন না হওয়ার দরুন তাহারা অন্যান্য মূমিনদের সাথে বেহেশতেও যাইতে পারে নাই এবং কাহারো সুপারিশও লাভ করে নাই। (কারণ, ঈমান হইতেছে সুপারিশের পূর্বশর্ত।) উল্লেখিত হাদীসের বাক্যের বাহ্যিক রূপ হইতে এই বিশ্লেষণই প্রতীয়মান হয়। কারণ, হাদীসের বাক্যটির মধ্যে দুইটি কথা বলা হইয়াছে ঃ

بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ

অর্থাৎ না তাহারা কোন নেক আমল করিয়াছে, না কোন প্রকারের 'ভালাই' প্রেরণ করিয়াছে। এখানে 'ভালাই' বা 'ভাল-কিছু' বলিতে ঈমানই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, কোন নবীর কোনও সংবাদ না পৌঁছার দরুন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ভাল-মন্দ সম্পর্কে তাহারা সম্পূর্ণ বে-খবর, নিরেট অজ্ঞ। তাহা হইলে কেন তাহারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হইল? ইহার কারণ সম্ভবতঃ ইহাই যে, বহু অন্যায় এমনও আছে যে, নবীর বাতলানো ছাড়াও তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন জুলুম-অত্যাচার, পরের হক আত্মসাৎ করা প্রভৃতি। এই জাতীয় অন্যায় সমূহের জন্যই হয়তঃ তাহারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। অতঃপর ঐ সকল গুনাহ হইতে পবিত্রতা লাভের পর আল্লাহ্‌পাকের করুণা তাহাদিগকে দোযখ হইতে মুক্ত করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ইহাও হইতে পারে যে, আসলে তাহারা মূমিনদেরই দলভুক্ত। কিন্তু তাহাদের ঈমান এতই দুর্বল, ঈমানের আলো এতই ক্ষীণ যে, কোন ওলী বা কোন নবীও তাহাদেরকে চিনিতে পারেন নাই। তাহাদের ক্ষীণতম ঈমানের কথা একমাত্র আল্লাহ্‌পাকই অবগত। যেহেতু কেহই তাহাদিগকে চিনিতে পারিল না, তাই সবশেষে স্বয়ং দয়াময় তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসের মর্ম এই হইবে যে, তাহারা কোন নেক আমল ত করেই নাই। তাহাদের ঈমানও 'যারপরনাই দুর্বল' হওয়ার দরুন তাহাও হিসাবযোগ্য বা 'ধর্তব্য' কিছু নহে।

এই কিতাবের সংক্ষিপ্তসার ঃ

জান্নাতী নেআমত সমূহের মোরাকাবা

ইহাই মনে কর যে, এই কিতাবখানা রূহানী ব্যাধি সমূহের জন্য একটি ব্যবস্থাপত্র স্বরূপ। এখন ইহার ব্যবহার-বিধি বুঝিয়া লও। এই কিতাব পাঠের পর ইহার দ্বারা উপকৃত হওয়া তথা আখেরাতের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ জন্মাইবার তরীকা এই যে, প্রত্যহ দিনে বা রাতে একটি সময় বাহির করিবে এবং অত্র কিতাবে বর্ণিত বিষয়গুলিকে অন্তরে বসাইবে। অতঃপর অন্ততঃ খেয়ালের পর্যায়ে হইলেও ভাবিবে যে, এই দুনিয়ার বাসস্থান বড়ই দুঃখ-কষ্টের জায়গা। সেই দিন আমি কবে দেখিব যেদিন আমার আসল বাড়ী

তথা আখেরাতের 'বিচ্ছেদ জ্বালা' হইতে আমি মুক্তি পাইব; কবে রহমতের ফেরেশতারা আমাকে আমার আপন বাড়ীতে লইয়া যাইতে আসিবে। মৃত্যুর আগে হয়তবা আমার কিছু অসুখ-বিসুখ হইবে। উহার বদৌলতে আমার গুনাহ্ সমূহ মাফ হইয়া যাইবে। ফলে, আমি গুনাহ্-মুক্ত হইয়া পবিত্র জীবন লাভ করিব। আমার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ফেরেশতাদের মুখে ঐ সকল সুসংবাদ শ্রবণ করিব যাহা এই কিতাবে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। হাদীসের ভাষণ মুতাবিক ফেরেশতাগণ বড় ইজ্জত-সম্মান ও আদর-যত্ন সহকারে আমাকে লইয়া যাইবে। কবরের ভিতর অমুক অমুক নেআমত লাভ করিব, মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখিতে পাইব। আল্লাহ্পাকের ওলীদের এবং আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণের রূহদের সাহিত মিলিত হইব; তাহাদের দেখা-সাক্ষাত লাভ করিব। বেহেশতের ভিতর এইরূপে এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইব। তাহা ভিন্ন আমার 'বা-কিয়াতুছ-ছালেহাত' বা ছদ্কায়ে জারিয়াহ্ পর্যায়ের কোন আমল থাকিলে অথবা কোন মুসলমান ভাই আমার জন্য দোআ করিয়া দিলে উহার বরকতে আমি আরও অধিক নেআমত ও সুখের অধিকারী হইব। তারপর কিয়ামতের মাঠেও আমি অমুক-অমুক সুখ-শান্তি ভোগ করিব। সবশেষে বেহেশতের মধ্যে কত-না কিসিমের দৃশ্য-অদৃশ্য, যাহেরী-বাতেনী নেআমত সমূহ আমি ভোগ করিব।

মোটকথা, একটি অবসর সময় বাহির করিয়া এই সব কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ইহার স্বাদ আস্বাদন করিবে। আর আযাবের কথা মনে পড়িলে খেয়াল করিবে যে, আযাব হইতে বাঁচা ত অসম্ভব কিছু নহে; বরং চেষ্টা-সাধ্য ব্যাপার অবশ্যই। যে সকল কাজের পরিণামে আযাব ভুগিতে হয়, আমি যদি উহা হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলি তবে কেন আযাব হইবে? এইভাবে চিন্তা ও ধ্যান করিবার অভ্যাস জারী রাখিলে অচিরেই আখেরাতের প্রতি অনুরাগ ও আকাংখা বাড়িয়া যাইবে, দুনিয়ার প্রতি মনের আকর্ষণ কমিয়া গিয়া তদস্থলে অনীহা জাগিয়া উঠিবে। এতদিন এ দুনিয়ার প্রতি মায়া-মহব্বত ছিল। উহার পরিবর্তে ক্রমেই দুনিয়ার প্রতি নফ্রত, ঘৃণাবোধ ও বিরক্তি পয়দা হইবে। আর আখেরাতের প্রতি যে ভীতি ও অনাসক্তি ছিল উহার বদলে অন্তরে এখন আখেরাতের মহব্বত ও আকর্ষণ বাড়িতে আরম্ভ করিবে। এই শোগল ও মোরাকাবার (ধ্যানের) বদৌলতে উল্লেখিত ফায়দা ত হইবেই; পরন্তু ইহা

(এই মোরাকাবা) একটি ইবাদতও বটে। শরীঅতে ইহার হুকুম রহিয়াছে, ফযীলতও রহিয়াছে। নিম্ন বর্ণিত হাদীস সমূহ ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَكْثِرُوْا ذِكْرَ الْمَوْتِ فَاِنَّهُ يُمَحِّصُ الذُّنُوْبَ وَيُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا الحديث . اخرجه ابن ابى الدنيا . شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ কর। কারণ, মৃত্যুর স্মরণ পাপাচার হইতে পবিত্র করে এবং (অন্তরে) দুনিয়ার প্রতি অনীহা-অনাসক্তি পয়দা করে। –ইবনু আবিদ্দুনিয়া, শরহুছ-ছুদূর

عَنِ الرُّضَيْنِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحَسَّ مِنَ النَّاسِ بِغَفْلَةٍ مِنَ الْمَوْتِ جَاءَ فَاَخَذَ بِعِضَادَةِ الْبَابِ ثُمَّ هَتَفَ ثَلٰثًا يَاَيُّهَا النَّاسُ ! يَا اَهْلَ الْاِسْلَامِ! اَتَتْكُمُ الْمَنِيَّةُ رَاتِبَةٌ لَازِمَةٌ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا جَاءَ بِهٖ . جَاءَ بِالرَّوْحِ وَالرَّاحَةِ وَالْكَثْرَةِ الْمُبَارَكَةِ لِاَوْلِيَاءِ الرَّحْمٰنِ مِنْ اَهْلِ دَارِ الْخُلُوْدِ اَلَّذِيْنَ كَانَ سَعْيُهُمْ وَرَغْبَتُهُمْ فِيْهَا . الحديث . اخرجه البيهقى . شرح الصدور

অর্থ ঃ রুযাইন ইবনে আতা' (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যখন লক্ষ্য করিতেন যে, লোকেরা মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যাইতেছে, মৃত্যুর স্মরণে গাফলতি করিতেছে, তখন তিনি (তাহাদের কাছে) তাশরীফ আনিতেন এবং দরজার কপাট ধরিয়া তিন-তিনবার ডাক দিয়া বলিতেন, হে লোক সকল! হে মুসলমানেরা! মৃত্যুর আগমন অবধারিত। মৃত্যু আসিবেই। মৃত্যু আসিবে, মৃত্যুর সহিত যাহা-কিছু আসিবার তাহাও আসিবে। যে সকল বেহেশতী মানুষেরা (এ দুনিয়ার জীবনে) বেহেশতের প্রতি আসক্ত

থাকিবে, বেহেশত লাভের জন্য চেষ্টিত ও কর্মরত থাকিবে, দয়াময় মা'বূদের ঐ সকল প্রিয় বান্দাদের যখন মৃত্যু আসিবে, তাহাদের জন্য সুখ-শান্তি এবং বরকতময় প্রাচুর্য-ভাণ্ডার লইয়া আসিবে। –বায়হাকী, শরহুছ-ছুদূর

মৃত্যুকে অধিক স্মরণকারী শহীদদের সাথী ঃ

فِى شَرْحِ الصُّدُوْرِ : قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يُحْشَرُ مَعَ الشُّهَدَاءِ اَحَدٌ؟ قَالَ نَعَمْ. مَنْ يَّذْكُرُ الْمَوْتَ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عِشْرِيْنَ مَرَّةً قُلْتُ : وَمَنْ رَاقَبَ كَمَا ذَكَرْتُ كَانَ ذِكْرُهُ اَكْثَرَ مِنْ عِشْرِيْنَ مَرَّةً لِلْكَثْرَةِ فِى الرِّوَايَاتِ الَّتِىْ هِىَ مَحَلُّ الْمُرَاقَبَةِ

শরহুছ-ছুদূর কিতাবে আছে, একদা প্রশ্ন করা হইল যে, হে রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম! (হাশর দিবসে) শহীদদের সাথে অন্য কাহারো হাশর হইবে কি? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, হইবে। যে ব্যক্তি দিবারাতের মধ্যে বিশ বার মৃত্যুকে স্মরণ করে (তাহাকে শহীদদের সাথে একত্রিত করা হইবে)।

আমি বলি, পূর্বাহ্নে আমি ধ্যান ও মোরাকাবার যেই পদ্ধতি বাতলাইয়াছি, কেহ যদি ঐ নিয়মে প্রত্যহ মোরাকাবা করে, তাহা হইলে প্রত্যহ বিশ বারেরও বেশী মৃত্যুর কথা অবশ্যই স্মরণ করিবে। কারণ, উক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী যতগুলি হাদীসকে সম্মুখে রাখিয়া মোরাকাবা করিতে হইবে উহাদের সংখ্যা বিশেরও অনেক বেশী।

আশা ও ভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকিবে

সকল মুসলমানই অবগত আছেন যে, ঈমানের পূর্ণতা না শুধু রজা (আল্লাহর প্রতি আশাবাদীতা)-র দ্বারা লাভ হয়, না শুধু খওফ্ (ভয়)-এর দ্বারা লাভ হয়। বরং ঈমান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় আশা ও ভয়ের মাঝখানে অবস্থানের দ্বারা। কুরআন ও হাদীস এই কথাই বলিয়াছে। কিন্তু অত্র কিতাবে শুধু আশা আর আশার কথাই আলোচিত হইয়াছে; ভয়-ভীতি পয়দা করার মত কিছুই লেখা হয় নাই। ইহা দ্বারা কেহ এই ভুল বুঝিবেন না যে, আমরা শুধু 'আশাবাদী' হইতে এবং ভয়ের কথা ভুলিয়া যাইতে পরামর্শ দিতেছি। আসলে এই কিতাব লেখার উদ্দেশ্য হইল দুনিয়ার প্রতি ঘৃণাবোধ ও অনাসক্তি এবং আখেরাতের প্রতি মহব্বত, আসক্তি ও আকর্ষণ সৃষ্টি করা। এই ক্ষেত্রে

'আশাবাদী' করিয়া তুলিবার মত বর্ণনা সমূহের অবতারণাই ছিল আমাদের কর্তব্য। কারণ, যখন আখেরাতের প্রতি আসক্তি জাগ্রত হইবে তখন নেক কাজসমূহ করিবার জন্য অবশ্যই হিম্মত পয়দা হইবে।

বস্তুতঃ এই সকল বর্ণনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল এই 'হিম্মত' (তথা সাহস ও মনোবল) পয়দা করা। আযাবের সংবাদ দানকারী রেওয়ায়াত এবং আশাবর্ধক রেওয়ায়াত, উভয়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ হিম্মত পয়দা করা। অতএব, যদিও ইহাতে শুধুমাত্র আশাব্যঞ্জক বর্ণনা সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ভয়োদ্দীপক বর্ণনা সমূহেরই সম্পূরক মাত্র। তাই আশাব্যঞ্জকের অবতারণা ভয়োদ্দীপক বর্ণনা সমূহের বিপরীত কিছুতেই নহে। কারণ, উভয়ের লক্ষ্য অভিন্ন-অবিচ্ছিন্ন। তবে ইহাও কর্তব্য যে, ভয়ের কথা ভুলিয়া যাওয়া মানুষের জন্য অনুচিত ও অমঙ্গলকর। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা 'পূর্ণ ঈমানের' আলামত বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ - اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ

অর্থাৎ কামেল মোমেনের একটি আলামত ইহাও যে, তাহারা স্বীয় পরোয়ারদেগারের আযাবকে ভয় করে। কারণ, পরোয়ারদেগারের আযাব এমন কিছু নহে যাহা সম্পর্কে নির্ভয় ও বেপরোয়া হইয়া থাকা যায়।

সংযোজক ঃ মুহাম্মদ মুস্তফা বিজনৌরী
(হযরত থানবীর উছমানের খলীফা)

দীর্ঘ হায়াতের প্রাধান্য ও উহার গূঢ় রহস্য ঃ

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে আলোচিত হইয়াছে যে, বহু হাদীসের মধ্যে হায়াতের উপর মউতের প্রাধান্য বিবৃত হইয়াছে। আবার দেখা যায়, কোন কোন হাদীসে মউতের তামান্না (বাসনা) করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। উহার উত্তরে বলা হইয়াছিল যে, বয়স বেশী পাইলে অধিক নেকী উপার্জনের কিংবা যাবতীয় গুনাহ হইতে তওবার সুযোগ হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মরণ অপেক্ষা জীবনের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে। অন্যথায় প্রকৃত পক্ষে জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই অধিক শ্রেয়ঃ ও অগ্রগণ্য। কারণ, মৃত্যুর পরপরই তো আখেরাতের নেআমত সমূহ উপভোগ করিতে আরম্ভ করিবে।

এখানে আরও একটা জবাব লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। তাহা হইল গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, বাহ্যতঃ যে সকল হাদীস সমূহ দ্বারা

হায়াতের অগ্রাধিকার বুঝা যায়, প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল হাদীসই মৃত্যুর অগ্রাধিকার দানকারী হাদীস সমূহের বলিষ্ঠ সমর্থক ও সম্পূরক। কারণ, ঐ শ্রেণীর হাদীস সমূহের সারকথা ইহাই যে, 'উত্তম মৃত্যু' লাভের উদ্দেশ্যেই দীর্ঘ জীবনের কামনা। 'শুধু দীর্ঘ জীবন' উদ্দেশ্য নহে। অতএব, হায়াত অপেক্ষা মৃত্যুর ফযীলত ও অগ্রগণ্যতাই প্রমাণিত হইল। দেখ, নিম্ন বর্ণিত হাদীসটিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে ঃ

عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحِبُّ الْاِنْسَانُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِنَفْسِهِ

اخرجه البيهقى - شرح الصدور

অর্থ ঃ যুর্‌আ বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে আগ্রহান্বিত। অথচ, মৃত্যুই তাহার জন্য উত্তম ও কল্যাণকর। –বায়হাকী, শরহুছ-ছুদূর

আল্লাহ্‌প্রেমিকদের কতিপয় ঘটনা ঃ

এই ঘটনা সমূহ লেখার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে অন্য মানুষের জীবনাচার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তাই, এই ঘটনা সমূহ আখেরাতের প্রতি আকর্ষিত করিয়া তুলিবে, অন্তরে পরকালের প্রতি শওক-জযবা পয়দা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর ওফাত কালীন ঘটনা ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا مِنْ نَبِىٍّ يَمْرَضُ اِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - وَكَانَ فِى شَكْوَاهُ الَّذِى قُبِضَ اَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيْدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ خُيِّرَ - متفق عليه - مشكوة

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর যবানে শুনিয়াছি যে, যে-কোন নবী মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য হইতে যে-কোন একটিকে বাছিয়া লইবার এখতিয়ার দেওয়া হয়। তিনি যেই রোগে ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই রোগের মধ্যে এক সময় তাঁহার আওয়াজ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ঐ মুহূর্তে শুনিতেছিলাম, তিনি বলিতেছেন ঃ "আমি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে চাই যাঁহাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করিয়াছেন; তথা নবীগণ, সিদ্দীকীন, শহীদগণ ও ছালেহীনের সঙ্গে"। আমি তখন বুঝিতে পারিলাম যে, এখন তাঁহাকে সেই এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে। (সেক্ষেত্রে তিনি আখেরাতকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাই ঘোষণা করিতেছেন।)

–বুখারী, মুসলিম, মেশকাত

বন্ধু কি বন্ধুর মিলন চায় না?

اَخْرَجَ اَحْمَدُ اَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ جَاءَ اِلَى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ صَلٰوةُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ هَلْ رَاَيْتَ خَلِيْلًا يَقْبِضُ رُوْحَ خَلِيْلِهِ - فَعَرَجَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلَى رَبِّهِ فَقَالَ : قُلْ لَهُ، هَلْ رَاَيْتَ خَلِيْلًا يَكْرَهُ لِقَاءَ خَلِيْلِهِ؟ فَرَجَعَ. قَالَ فَاقْبِضْ رُوْحِىَ السَّاعَةَ - شرح الصدور

অর্থ ঃ মুসনাদে-আহমদের এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'মালাকুল-মউত' রূহ্ কবয করিবার উদ্দেশ্যে হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, হে 'মালাকুল-মউত'! এমন কোন 'অন্তরঙ্গ বন্ধু' দেখিয়াছ কি যে নিজের 'অন্তরঙ্গ বন্ধু'র জীবন কাড়িয়া লয়? 'মালাকুল-মউত' এই প্রশ্ন শুনিয়া আপন পরোয়ারদেগারের নিকট চলিয়া গেলেন। আল্লাহ্‌পাক তখন বলিলেন, তুমি গিয়া তাঁহাকে বল যে, এমন কোন অন্তরঙ্গ দোস্ত দেখিয়াছেন কি যে নিজের অন্তরঙ্গ দোস্তের সঙ্গে মিলিত হওয়াকে অপসন্দ করে? ফেরেশতা পুনরায়

আগমন করিলেন (এবং দয়াময় মা'বূদের শেখানো প্রশ্নটি হযরত খলীলুল্লাহ্কে শুনাইলেন)। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ) তাহা শুনিবা মাত্র বলিয়া উঠিলেন, (আরে, মোটেও বিলম্ব করিওনা;) তুমি এক্ষণই আমার রূহ্ কবয কর। –শরহুছ্-ছুদূর

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক মৃত্যুর আবেদন ঃ

عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَللّٰهُمَّ ضَعُفَتْ قُوَّتِىْ وَكَبُرَسِنِّىْ وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِىْ فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُقَصِّرٍ فَمَاجَاوَزَ ذٰلِكَ الشَّهْرَ حَتّٰى قُبِضَ، اخرجه مالك ـ شرح الصدور

অর্থ ঃ 'মুয়াত্তা-ই-ইমাম মালেক'-এ বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) দোআ করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমার দেহশক্তি দুর্বল হইয়া গিয়াছে; বয়সের ভারও আমার বাড়িয়া গিয়াছে; আমার রাজ্য-রাজত্বও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব, আপনি আমাকে উঠাইয়া লইয়া যান; যেন আমি ধ্বংস না হই, অপরাধী সাব্যস্ত না হই। ব্যস, সেই মাসটিও অতিক্রম হয় নাই, আল্লাহ্পাক তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। –শরহুছ্-ছুদূর

মার্হাবা হে মালাকুল-মউত!

عَنِ الْحَسَنِ رح قَالَ كَانَ فِىْ مِصْرِكُمْ هٰذَا رَجُلٌ عَابِدٌ فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهٗ فِى الرِّكَابِ اَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهٗ : مَرْحَبًا! لَقَدْ كُنْتُ اِلَيْكَ بِالْاَشْوَاقِ ـ فَقَبَضَ رُوْحَهٗ

شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত হাসান বসরী (রঃ) লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দেখ, তোমাদের এই শহরে ইবাদতগুযার এক বুযুর্গ ছিলেন। একদা তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া সওয়ারীতে আরোহণ করিতেছিলেন। রিংয়ের (পা-দানির) ভিতর পা রাখিতেই 'মালাকুল মউত' সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। উক্ত বুযুর্গ তাহাকে দেখিতেই বলিতে লাগিলেন, মার্হাবা! আরে,

হাজার আগ্রহে আমি তোমার জন্য অপেক্ষমান ছিলাম। অতঃপর ফেরেশতা তাঁহার প্রাণ-বায়ু বাহির করিয়া লইয়া গেল। –শরহুছ্-ছুদূর

অনন্ত দয়াময়ের কাছে যাওয়ার লালিত সাধ ঃ

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَامِنْ دَابَّةٍ فِىْ بَرٍّ وَلَابَحْرٍ يَسُرُّنِىْ اَنْ تَفْدِيَنِىْ مِنَ الْمَوْتِ وَلَوْكَانَ الْمَوْتُ عَلَمًا يَسْتَبِقُ النَّاسُ اِلَيْهِ مَاسَبَقَنِىْ اِلَيْهِ اَحَدٌ اِلَّا رَجُلٌ يَغْلِبُنِىْ بِفَضْلِ قُوَّتِهٖ ـ اخرجه ابن سعد والمروزى ـ شرح الصدور

অর্থ ঃ বর্ণিত আছে, হযরত খালেদ বিন মা'দান (রাঃ) বলিতেন, আমি এতোই মৃত্যু-অভিলাষী যে, জল ও স্থল তথা বিশ্ব চরাচরের কোনও জীবকে আমি 'স্বীয় মৃত্যুর বিনিময়' রূপে পসন্দ করিনা; জগতের সকল প্রাণীর প্রাণ কোরবান দিয়াও যদি মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তবু আমি তা পছন্দ করিবনা। বরং তদপেক্ষা মৃত্যুই আমার নিকট অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়। মৃত্যু যদি কোন 'নিশান' হইত আর লোকেরা প্রতিযোগিতা করিয়া ঐ নিশানের দিকে দৌড়াইয়া ছুটিত, তবে আমার আগে কেহই সেখানে পৌছিতে পারিতনা; একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। –ইবনে সা'দ, শরহুছ্-ছুদূর

عَنْ اَبِىْ مُسْهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُوْلُ لِسَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ التَّنُوْخِىِّ : اَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَكَ فَقَالَ : بَلْ عَجَّلَ اللّٰهُ بِىْ اِلٰى رَحْمَتِهٖ ـ اخرجه ابن عساكر ـ شرح الصدور

অর্থ ঃ হযরত আবূ-মুছহির (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলাম, সে সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয তানূখী (রঃ)কে লক্ষ্য করিয়া দোআ করিতেছেঃ আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। তিনি বলিলেন, না না, বরং আল্লাহ্পাক যেন অতিশীঘ্র আমাকে তাঁহার রহমতের কোলে তুলিয়া নেন। –শরহুছ্-ছুদূর

ছিহাহ-ছিত্তার এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই ধরাধামে জিব্রীল (আঃ)-কে তাহার আসল রূপে দেখিবার পর স্থির ও স্বাভাবিক থাকিতে পারেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, ফেরেশতাকে তাহার স্ব-রূপে অবলোকনের ক্ষমতা মানুষের নাই। তাই, প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় মালাকুল-মউত নিজের আসল আকৃতিতে না আসিয়া বরং মানব-আকৃতিতে আগমন করিত। তাই হযরত মূসা (আঃ) এর তাহাকে চিনিতে না পারাটা তাজ্জবের কিছুই নহে। ফলকথা, এই ঘটনা মৃত্যুর অপ্রিয় বা অনভিপ্রেত হওয়ার কোন দলীল বহন করেনা।

(মুসনাদে আহমদ, হাকেম প্রভৃতিতে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

كَانَ يَأْتِىْ مَلَكُ الْمَوْتِ النَّاسَ عِيَانًا فَأَتَى مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَطَمَهُ .... فَكَانَ يَأْتِىْ بَعْدُ النَّاسَ خُفْيَةً ـ شرح الصدور

'মলাকুল-মউত' (ঐ যামানায়) প্রকাশ্য ভাবে আগমন করিত। হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট অনুরূপ আগমন করিলে তিনি তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া বসিলেন। ইহার পর হইতে অপ্রকাশ্যে আগমন করিত। -শরহুছ-ছুদূর। – হযরত থানবী)

(অনুবাদকের আরয ঃ আর একটি জবাব এই যে, নিয়ম ছিল, নবীগণের জান্ কবযের আগে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়। যে কোন কারণে ফেরেশতা এ ক্ষেত্রে উহার ব্যতিক্রম করায় হযরত মূসা (আঃ) রাগান্বিত হইয়া এই আচরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নবীগণের সর্বোচ্চ মর্যাদাশীলতা প্রকাশ করাই অনুরূপ ঘটনা অবতারণার কুদরতী উদ্দেশ্য। সর্বোপরি সর্বজ্ঞ মা'বূদই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। -অধম মুতারজিম)